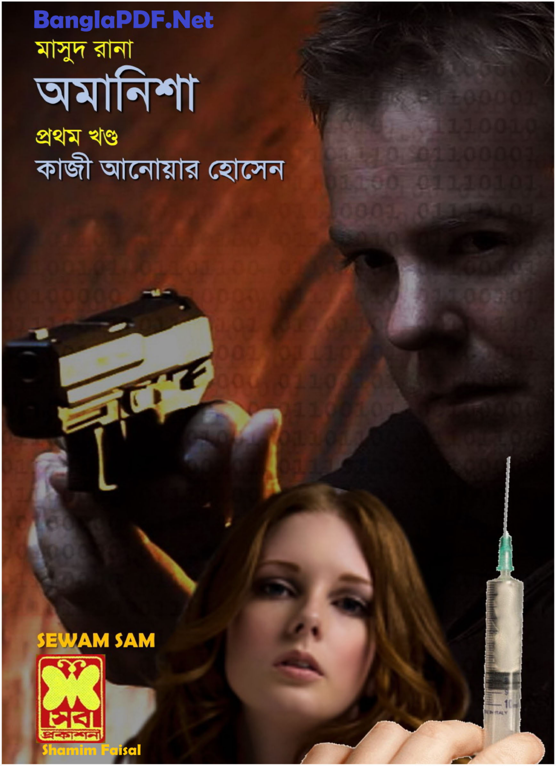
BanglaPDF.Net
মাসুদ রানা
অমানিশা
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন
SEWAM SAM
সেবা
প্রকাশনী
Shamim Faisal

মাসুদ রানা

অমানিশা

প্রথম খণ্ড

কাজী আনোয়ার হোসেন

স্মরণকালের ভয়ংকর বিপজ্জনক এক চরিত্র সাইলাস হুগো। ওয়ান ম্যান মাফিয়া। 'ব্ল্যাক প্যান্থার' তার আন্ডারগ্রাউন্ড সংগঠনের নাম।
রসিকতা করতে গিয়ে হুগোর নজরে পড়ে গেল বি সি আইয়ের ইলেকট্রনিক এক্সপার্ট, 'সুপার ব্রেন' স্বপন সাহা। ফেঁসে গেল জনমের মত। তার তৈরি বাই-পাস কন্ট্রোল হুগোর চাই-ই চাই, যা দিয়ে মার্কিন আইসিবিএম বা ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রজেক্টে 'স্যাবোটাজ' ঘটাবে সে।
বন্ধুর সাহায্যে ছুটল মাসুদ রানা। অদৃশ্য শত্রুর সাথে জড়িয়ে পড়ল ভয়ংকর এক প্রাণসংহারী, শ্বাসরুদ্ধকর লড়াইয়ে।

সেবা প্রকাশনী

সেবা বই

প্রিয় বই

অবসরের সঙ্গী

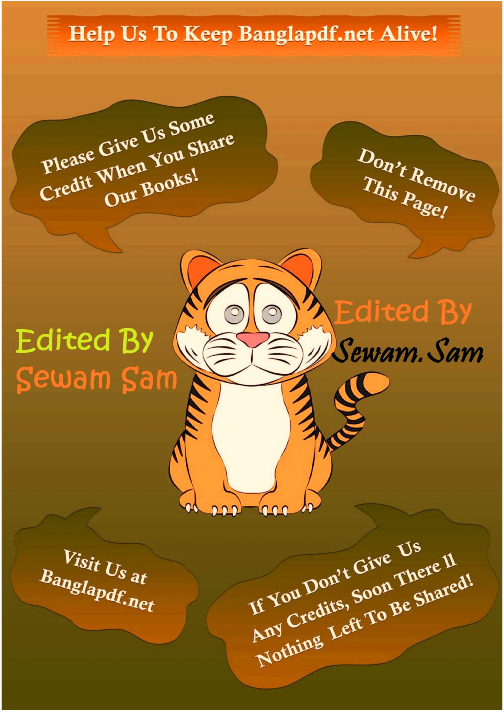
Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Edited By Sewam Sam
Edited By Sewam. Sam
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

এক

নিউ ইয়র্ক।

চমৎকার রাত। মাথার ওপর নীল আকাশে ঝলমল করছে পূর্ণ চাঁদ। যদিও মানুষের সৃষ্টি নিয়ন আলোর দেয়াল পেরিয়ে মাটিতে পৌঁছতে পারছে না তার আলো। নিয়ন এক বাধা, আরেক বাধা শহরের সর্বত্র আকাশ ফুঁড়ে ওপরে ওঠা দালানকোঠা। ফুরফুরে দখিনা বাতাসও বইছে। বসন্তের আগমনী বারতা। মরা ডালে সবুজের আভাস ফুটতে শুরু করেছে একটু একটু করে।

প্রকৃতিপ্রেমীরা এ নিয়ে কাব্য রচনা করতে পারে, পাতার পর পাতা ভরে ফেলতে পারে কলমের খোঁচায়, কিন্তু মাসুদ রানা তা পারে না। নিয়নের আলো বা চাঁদের আলো, কোনটাই দেখতে পাচ্ছে না ও। দেখছে শুধু অন্ধকার। যেদিকে তাকায় সেদিকেই অন্ধকার। প্রায় দু'সপ্তাহ হলো একেবারে বেকার বসে আছে ও। কোন কাজ নেই হাতে। বি. সি. আই চীফ মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খান বিনা কাজে বসিয়ে রেখেছেন।

কি নাকি একটা কাজ আসছে, খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে-কোন মুহূর্তে মাসুদ রানাকে প্রয়োজন হবে। তাই থাকো বসে। কনসেনট্রেট করো। আসলে সব ফক্কা, ঘোড়ার ডিম। এক দিন দু' দিন করে দীর্ঘ দুই সপ্তাহ

পেরিয়ে গেল, কাজের খবর নেই। যখনই রানা ঢাকার সাথে যোগাযোগ করে, উত্তর আসে, 'এই তো, আর দেরি নেই। আরেকটু ধৈর্য ধরো'। ওই পর্যন্তই। বসে থেকে থেকে হাতে-পায়ে শিকড় গজিয়ে যাওয়ার অবস্থা মাসুদ রানার। খুব অস্থির হয়ে উঠেছে মন। অসহ্য লাগছে ঘরের চার দেয়াল।

রাতের ঘুম কমে গেছে। তাই ডিনারের পর মাইলকে মাইল হাঁটে মাসুদ রানা। গত ক'দিন থেকে চলছে ওর এই হন্টন। হাঁটতে হাঁটতে কোন কোনদিন বারোটা-একটা, বা তার বেশিও বেজে যায়, হুঁশ থাকে না রানার। যখন হুঁশ হয়, ফিরে আসে ঘরে।

আজও একই কাজে ব্যস্ত মাসুদ রানা। এরা যাকে বলে ব্রডওয়ে, তার কিনারা ঘেঁষে এক মনে হেঁটে চলেছে ও। নজর মাটিতে। দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে। গা ছাড়া ভাব। ফর্টি নাইনথ স্ট্রীট অতিক্রম করল রানা, উঠল এসে ফর্টি সিক্সথ-এর পেভমেন্টে। এবং কয়েক পা যেতে না যেতেই সচকিত হয়ে উঠল। হাঁটার গতি পড়ে এল, ঘুরে তাকাতে গেল মাসুদ রানা, কিন্তু সামলে নিল শেষ মুহূর্তে। তাকাল না। আগের গতিতে চলতে শুরু করল ও। কপাল কুঁচকে আছে।

অনুসরণ করা হচ্ছে ওকে। ফেউ লেগেছে ওর পিছনে। কাউকে দেখেনি মাসুদ রানা, কেবল অনুভব করেছে। অবচেতন মনের ব্যাপার এটা, বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফল। ঘাড়ে কেমন এক শিরশিরে অনুভূতি হলো ওর, মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল কিছু নিচের দিকে গড়িয়ে নেমে গেল।

কে রে শালা!

কিন্তু কেন? এ মুহূর্তে মাসুদ রানা বেকার, কোন অ্যাসাইনমেন্ট নেই। নির্দিষ্ট কোন গন্তব্যও নেই। ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে পথে পথে। ওর

পিছনে ফেউ কেন? কোন ভুল হয়নি তো ওর? সাথে সাথে সে সম্ভাবনা নাকচ করে দিল রানা। অসম্ভব! এ ধরনের ভুল ওর সাধারণত হয় না। লোকটাকে স্পট করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল ও। হাঁটার ফাঁকে দোকানপাটের জানালা, শো-কেস, সিনেমা হলের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা বিজ্ঞাপনের কাঁচমোড়া স্ট্যাণ্ডে চোখ বোলাতে লাগল রানা। যদি তাকে দেখা যায়, সেই আশায়।

যে-ই লেগে থাকুক, সে জানে, অন্তত অনুমান করতে পারে যে এমনিই হাঁটছে ও, হাওয়া খাচ্ছে। বিশেষ কোথাও যাচ্ছে না। অতএব দোকানের শো-কেস, জানালা ইত্যাদিতে যদি চোখ বোলায় মাসুদ রানা, তাতে নিশ্চয়ই মাইণ্ড করবে না সে। কিন্তু আধ ঘণ্টা পর টের পেল ও, টেকনিকটা কাজে লাগছে না। তেমন সন্দেহজনক কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে সম্ভবত ভুল-ই হয়েছে, ভাবল মাসুদ রানা। অথবা… অথবা যে ওর পিছু লেগেছে, হয়তো বা ঘুঘু মাল সে। এইসব টেকনিকে ধরা পড়ার নয়। অন্য উপায় খুঁজতে হবে।

গতি সামান্য বাড়াল মাসুদ রানা। ফর্টি ফোর্থ-এ চলে এল, প্রচুর পথচারী রয়েছে পেভমেন্টে। ভিড়ের নিরাপত্তায় গা ভাসিয়ে শুবার্ট অ্যালির সামনে পৌছল ও। তারপর সুড়ুৎ করে অ্যালির পাশের গলিতে ঢুকে পড়ল। বেশ খানিকটা জায়গা অন্ধকার এখানে। দালানকোঠার ভিড়ে চাঁদের আলোও অনুপস্থিত, ফলে সুবিধেই হলো মাসুদ রানার। ঘুঘুর চোখের আড়ালে আসা গেছে টের পাওয়ামাত্র প্রায় নিঃশব্দে, পায়ের পাতায় ভর দিয়ে ছুটল ও।

সামনে একটা ফোন বুদ চোখে পড়তে ব্রেক কষল। ভেতরে আলো জ্বলছে। চট করে ওটার দরজা খুলে ফেলল মাসুদ রানা, অন্ধকার হয়ে গেল বুদ। ভেতরে ঢুকে ঘুরে দাঁড়াল ও। কিন্তু দরজা বন্ধ করল না

পুরোপুরি, টেনে দিল কেবল। পুরো বন্ধ করলে জ্বলে উঠবে ভেতরের স্বয়ংক্রিয় আলো। দরজা যতক্ষণ খোলা থাকবে, জ্বলবে না। ফেলে আসা পথের দিকে তাকিয়ে থাকল মাসুদ রানা। কিছুটা উত্তেজিত।

ষাট সেকেণ্ড পুরো হওয়ার আগেই দেখা গেল তাকে। অবাক হলো মাসুদ রানা। শালা নয়, শালী!

গলির মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। এদিক ওদিক তাকাতে লাগল হতাশ দৃষ্টিতে। তারপর এই গলিটাই পছন্দ হলো, ঢুকে পড়ল সে। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো কপাল কুঁচকে আছে তার। বুদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে মেয়েটি। দরজা আরেকটু ফাঁক করল মাসুদ রানা, বাঁ হাত বাড়িয়ে তার ডান বাহু ধরল, পরমুহূর্তে এক টানে বুদের ভেতর নিয়ে এল মেয়েটিকে। সশব্দে আঁতকে উঠেই হাঁ করল মেয়েটি, চিৎকার দিতে যাচ্ছে, কিন্তু পাঁজরে রানার ওয়ালথারের চাপ খেয়ে গিলে ফেলল সেটা।

বুদের ভেতর জায়গা অল্প। গায়ে গায়ে লেগে দাঁড়িয়ে আছে ওরা দু'জন। এর মধ্যে অন্ধকারে চোখ সয়ে এসেছে রানার, মোটামুটি দেখতে পাচ্ছে ও মেয়েটিকে। চেহারা যথেষ্ট আকর্ষণীয়। সোনালী চুল। লম্বা সাড়ে পাঁচের ওপর। এ মুহূর্তে ওদের দাঁড়ানোর ভঙ্গি দেখলে অন্য কিছু ভাববে যে কেউ।

'কে···?' প্রশ্ন শেষ করতে পারল না মেয়েটি। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে।

'যাকে তুমি চাইছিলে,' সহজ কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা। 'তোমার হাতব্যাগটা খোল দেখি সুন্দরী!' বলে তার অপেক্ষায় থাকল না ও, হাতড়ে হাতড়ে খুলে ফেলল ওটার ফ্ল্যাপ, ভেতরে হাত ঢুকিয়ে অস্ত্র খুঁজতে লাগল। নেই, তেমন কিছু। 'তারপর?' ভুরু নাচাল ও, 'কি মনে

করে?'

রানার চোখে চোখে তাকাল মেয়েটি। কাঁপা গলায় বলল, 'আপনি…আপনি মাসুদ রানা তো?'

চোখ কোঁচকাল ও। 'নাম নিশ্চিত না হয়েই পিছু নিয়েছিলে বুঝি?'

'না, মানে…'

'মানে-টানে থাক, কে তুমি?'

'আমি লিলি টরনি।'

ওর বাহুতে হাতের চাপ বাড়াল মাসুদ রানা। 'আরেকটু খোলাসা করে বয়ান করতে হবে, লেডি।'

ব্যথায় চেহারা বিকৃত হয়ে উঠল লিলির। 'এখানে দাঁড়িয়ে? আর কোথাও…'

'কি করে বুঝব বাইরে তোমার আর কোন সঙ্গী নেই, আমার মাথা টার্গেট করার জন্যে তার আঙুল নিশপিশ করছে না?'

'না না!' দ্রুত মাথা দোলাল সে। 'আর কেউ নেই, কসম! আমি একাই এসেছি আপনার সাথে কথা বলতে।'

'কি কথা?'

'দেখুন, আমার পিছনে লোক লেগে আছে। এখানেও এসেছে কি না তারা বলতে পারি না। এই খোলামেলা জায়গায় থাকতে সাহস হচ্ছে না।'

'এতক্ষণ তাই ছিলে তুমি।'

'আপনার জন্যেই বাধ্য হয়েছি। কথা বলার মত উপযুক্ত সময় বা জায়গা খুঁজে পাচ্ছিলাম না বলে। হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ফোস্কা পড়ে গেছে আমার।'

'মানলাম। কিন্তু আমি নিরিবিলিতে বসে তোমার কথা শুনতে

আগ্রহী হব, এমন ধারণা কেন হলো তোমার?'

'শুনতেই হবে আপনাকে,' অনেকটা যেন নিজেকেই শোনাল মেয়েটি।

'মানে?' আবার কপাল কুঁচকে উঠল ওর।

'আপনার এক বন্ধু সম্পর্কে খুব জরুরী কথা আছে।'

'কে সে? কি নাম?'

চট করে বাইরে চোখ বুলিয়ে নিল মিলি। 'স্বপন।'

'কে!' বিস্মিত হলো মাসুদ রানা।

'স্বপন সাহা।'

'মৃত একজন সম্পর্কে কি এমন...'

'না। স্বপন মারা যায়নি।'

'তিন সপ্তার বেশি হলো সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে স্বপন, আর তুমি বলছ...

'না, মারা যায়নি,' দৃঢ় স্বরে বলল লিলি। 'ওই দুর্ঘটনা সাজানো ছিল। বেঁচে আছে ও এখনও।'

হতভম্ব হয়ে গেল মাসুদ রানা। বলে কি! ভয়ঙ্কর এক সড়ক দুর্ঘটনায় গত মাসের মাঝামাঝি নাগাদ মারা গেছে স্বপন সাহা, সবাই জানে। এই শহরেই ঘটেছে সে দুঃখজনক দুর্ঘটনা। বি. সি. আইয়ের ইলেক্ট্রনিক এঞ্জিনিয়ার ছিল স্বপন, এ দেশে এসেছিল... 'কারা লেগেছে আপনার পিছনে?' দ্রুত প্রশ্ন করল ও।

'যারা স্বপনকে মৃত প্রমাণ করতে চেয়েছে, তারা।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'ঠিক আছে। কোথায় বসতে চান?'

'আপনি যেখানে নিরাপদ মনে করেন।'

ওয়ালথার হাতেই থাকল, হাত ট্রাউজারের পকেটে। মাথা ঝাঁকাল ও

মেয়েটির উদ্দেশে। 'চলুন। বেরোন। মাথায় অন্য কোন আইডিয়া থাকলে বের করে দিন। আমার এই জিনিস,' ট্রাউজারের ফুলে থাকা ডান পকেট ইঙ্গিত করল ও, 'প্রতি মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত থাকবে, মনে রাখবেন।'

কিছু বলল না লিলি। বেরিয়ে এল ওরা বুদ থেকে, বাঁ হাতে তার কনুইয়ের ওপরটা আলতো করে ধরে আছে রানা। পাশাপাশি বড় রাস্তার দিকে এগোল দু'জনে। পেভমেন্টে এসে উঠল। কয়েক পা এগোতেই একটা ইয়েলো ক্যাব পাওয়া গেল। ড্রাইভারকে নিজের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানা বলল মাসুদ রানা, তারপর মেয়েটিকে নিয়ে উঠে বসল। বিশ মিনিট পর ভেতর থেকে অ্যাপার্টমেন্টের দরজা লক করে ঘুরে দাঁড়াল ও, ভাল করে দেখল লিলিকে।

পাঁচ ফুট ছয় কি সাত হবে মেয়েটি। নাকের ডান পাশে ছোট্ট একটা তিল। হালকা গোলাপী স্যুট পরে আছে। নিরাভরণ। কাঁধে লম্বা ফিতায় ঝুলছে একটা হাতব্যাগ। ওর ভেতর থেকে দু'ভাঁজ করা একটা কার্ড বের করল লিলি, বাড়িয়ে দিল মাসুদ রানার দিকে। 'আমার আইডি।'

প্ল্যাস্টিক মোড়া কার্ডটা দেখল ও। ছবি এবং নাম, দুটোই ঠিক আছে। যে সংস্থা ইস্যু করেছে লিলি টরনির আইডি, তার নাম পড়ে হোঁচট খেল রানা। বেল্ট এয়ার নাম তার। এ দেশের বিখ্যাত এক ইলেক্ট্রনিকস ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি। এরা বিভিন্ন জটিল ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ইত্যাদি তৈরি করে, সারা পৃথিবীতে বিশাল ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক এদের। মৃত্যুর সময় এই বেল্ট এয়ারেই কর্মরত ছিল স্বপন সাহা।

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের ইলেক্ট্রনিক এঞ্জিনিয়ার ছিল সে, অত্যন্ত প্রতিভাবান ছেলে। এ বিষয়ে আরও উচ্চতর ট্রেনিঙের জন্যে

এ দেশে পাঠানো হয় তাকে। অন্য বিষয়ের এক্সপার্ট হলেও যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ ছিল রানা ও স্বপন। চাকরিতে তার মাত্র কয়েকদিনের সিনিয়র মাসুদ রানা।

বেল্ট এয়ারে স্বপনের 'উচ্চতর ট্রেনিঙের' বিষয়টা ছিল আসলে ভুয়া। ওদের সিকিউরিটি-ইন-চার্জ পদে ছিল সে। তিন বছর আগে বেল্ট এয়ার কর্তৃপক্ষের সন্দেহ জাগে যে তাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর কিছু ইলেক্ট্রনিক কম্পোনেন্টের নির্মাণ সম্পর্কিত একান্ত গোপনীয় তথ্য ফাঁস হচ্ছে, কোম্পানির উঁচু পদের কেউ এর সাথে জড়িত। নিজেরা কিছুদিন বিষয়টা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছে তারা, পারেনি।

ফলে ভীষণরকম ঘাবড়ে যায় কর্তৃপক্ষ। বেল্ট এয়ার যে সব চুক্তিভিত্তিক কাজ করে তার সাথে সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত, অতএব সেক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটি-বিচ্যুতি যে কোন মুহূর্তে মহাসর্বনাশ ডেকে আনবে। তাছাড়া খুব শীঘ্রি তারা আরও বড় কার্যক্রমে হাত দিতে যাচ্ছে, যা হাজারগুণ গুরুত্বপূর্ণ। অতএব বাধ্য হয়ে বেল্ট এয়ার কর্তৃপক্ষ রানা এজেন্সির সাহায্য প্রার্থনা করে। ওদের রেকর্ড, বিশেষ করে বিশ্বস্ততার রেকর্ড তখন প্রায় কিংবদন্তীতে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তাদের অনুরোধ রক্ষা করা তখনই সম্ভব ছিল না মাসুদ রানার পক্ষে। কারণ শুধু বিশ্বস্ত সিকিউরিটি-ইন-চার্জই নয়, একই সাথে ইলেক্ট্রনিকসের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ একজনকে চাই বেল্ট এয়ারের। কোম্পানি তার নতুন প্রজেক্টে কাকে কাকে নিয়োগ দেবে, তাদের ব্যাকগ্রাউণ্ডও চেক করতে হবে সেই লোককে, তার ক্লিয়ারেন্স পেলে তবেই নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ করবে তারা।

শুধু সিকিউরিটির বিষয় হলে সমস্যা ছিল না, রানা এজেন্সিই সামাল

দিতে পারত। সমস্যা বাধাল পরেরটা। প্রায় না করে দিতে যাচ্ছিল ওদের মাসুদ রানা, তখনই হঠাৎ মনে পড়ল স্বপনের কথা। বি.সি.আই প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) রাহাত খানের কাছ থেকে তাকে ধার চাইল রানা। বিশেষ প্রয়োজনে বি.সি.আই আর রানা এজেন্সির মধ্যে এ ধরনের ধার দেয়া-নেয়ার রেওয়াজ আছে, অতএব অরাজী হওয়ার কোন কারণ ছিল না বৃদ্ধের। সেই থেকে প্রায় তিন বছর হলো বেল্ট এয়ারে কাজ করছিল স্বপন সাহা।

স্বপন হিন্দু, এই অপরাধে একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাক বাহিনী ওদের গ্রামের বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ওর বাবা-মা, ছোট ছোট ভাই-বোনকে কুকুরের মত গুলি করে মেরেছে তারা। তার আগে, বাবা-মার চোখের সামনে স্বপনের একমাত্র কিশোরী বোনটির সম্ভ্রম হানি করেছে পাকিস্তানী হায়েনারা। বোনের মৃতদেহ বুকে জড়িয়ে ধরে স্বপনের সেদিনের বুকফাটা কান্না আজও চোখে ভাসে মাসুদ রানার। ওর সাথে একই ফ্রন্টে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল স্বপন।

কার্ডটা ফিরিয়ে দিল ও। ইঙ্গিতে বসতে বলল লিলিকে। নিজেও বসল মুখোমুখি। 'কখন আমার পিছু নিয়েছিলেন?'

'আপনি ডিনার সেরে রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে আসার পর।'

'সেখানেই কেন যোগাযোগ করলেন না?'

'খোলামেলা জায়গা বলে সাহস হয়নি, তাই অনুসরণ করতে থাকি। ভেবেছিলাম...।' থেমে সতর্ক চোখে দেখল ওকে লিলি। 'আমার উপস্থিতি কি করে টের পেলেন? একবারও তো পিছনে তাকাতে দেখিনি!'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'স্বপনের ব্যাপারে কি বলছিলেন বলুন। তার আগে বলুন, আমার নাম কি করে জানলেন, স্বপন আমার বন্ধু, তাই

বা কে বলল?'

'স্বপন বলেছে। ওর মুখেই আপনাদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জেনেছি।'

'স্বপন আপনার, মানে, আপনাদের দু'জনের সম্পর্ক?'

'পরস্পরকে ভালবাসি আমরা।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'মাঝে দুর্ঘটনাটা না ঘটলে এতদিনে আমরা বিয়ে করে ফেলতাম।'

'কিন্তু তখন যে বললেন ওটা সাজানো ছিল?'

'হ্যাঁ। এখনও তাই বলছি। ওটা সাজানো দুর্ঘটনা ছিল।' দুর্ঘটনা-স্থলের ধারেকাছেও ছিল না স্বপন।

'খুলে বলুন।'

'বেল্ট এয়ারে কাজ করার সময় অনেকটা মনের খেয়ালেই অদ্ভুত একটা জিনিস তৈরি করে ফেলেছিল স্বপন। ওটাই শেষ পর্যন্ত কাল হলো ওর।'

'সেটা কি?'

'একটা ডিভাইস। বিশেষ ডিভাইস।'

'ডিভাইস?'

'হ্যাঁ। ওটার নাম স্বপন রেখেছিল বাই-পাস কন্ট্রোল। ব্যাপারটা শুরু আসলে এক ঠাট্টার মধ্যে দিয়ে। এক বারে।' সিগারেটের প্যাকেট বের করেও রানাকে ইতস্তত করতে দেখে মাথা দোলাল লিলি। 'কোন অসুবিধে নেই। পান করতে পারেন।'

'ধন্যবাদ।' ধরাল ও সিগারেট। 'তারপর?'

'এ দেশের আইসিবিএম, অর্থাৎ ইন্টার কন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল প্রজেক্টের যে চীফ টেকনিশিয়ান, সে আসলে আমাদেরই, আই

মীন, বেল্ট এয়ারের স্টাফ। মিসাইল ছোঁড়ার ক্ষমতা একমাত্র প্রেসিডেন্টের হলেও প্রজেক্টের রক্ষণাবেক্ষণ, তার নানান গুরুত্বপূর্ণ ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস বা কম্পোনেন্ট ইত্যাদি সরকারের সাথে চুক্তি অনুযায়ী আমরাই তৈরি করি। প্রতি পাঁচ বছর পর নবায়ন করা হয় এ চুক্তি।

'এই চীফ টেকনিশিয়ানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল স্বপনের। দু'জনে মোটামুটি একই লাইনের, তাই হয়তো একটু বেশিই ঘনিষ্ঠ ছিল ওরা। সাপ্তাহিক পেমেন্টের দিন সে তো আসতই বেল্ট এয়ারে, স্বপনও মাঝেমধ্যে যেত তার অফিসে। আইসিবিএম-এর অর্ডার অনুযায়ী তৈরি করা এটা-ওটা বুঝিয়ে দিতে যেত সে তাদের ওখানে। স্বপনকে ছাড়া আর কারও হাত দিয়ে সে-সব পাঠাতে সাহস হত না ম্যানেজমেন্টের। প্রায় দু'বছর এ কাজ করতে হয়েছে স্বপনকে, ফলে চীফ টেকনিশিয়ানের সাথে হৃদ্যতা তার ক্রমেই বেড়েছে।'

'তারপর?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

'মাস ছয়েক আগে, একদিন সন্ধের পর ম্যানহাটনের এক বারে পান করার সময় ঠাট্টাচ্ছলে তাকে স্বপন বলে, "তোমাদের সিস্টেমের যে অরিজিন্যাল পুশ বাটন ডিভাইস, ওটা আমি অচল করে দিতে পারি"। শুনে অবাক হয়ে যায় লোকটা।'

'কি নাম তার?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'পিটার মার্টিন।'

'আচ্ছা, তারপর?'

'শুনে সে জানতে চাইল "কি করে"?' স্বপন বলল, "একটা বাই-পাস কন্ট্রোল তৈরি করে।" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মার্টিন, তারপর ওর বাহুতে হালকা এক ঘুসি মেরে বলল, "অত বাহাদুরী দেখিয়ো না।

চামচিকার মুখে এ কথা খুব বেমানান লাগে।" স্বপন বলে, "ঠিক আছে, তোমাদের প্রজেক্টের টেকনিক্যাল ব্লু প্রিন্ট এনে দাও, তারপর দেখো পারি কি না।" '

সিগারেট অ্যাশট্রেতে টিপে মারল মাসুদ রানা। এতক্ষণে আগ্রহ তুঙ্গে উঠেছে ওর। কারণ বিষয়টা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি স্পর্শকাতর। চোখে চোখে চেয়ে থাকল ও লিলির।

'পিটার মার্টিন যদি বিষয়টাকে গুরুত্ব না দিত··· আফসোসের ভঙ্গিতে মাথা দোলাল মেয়েটি।

'তারপর?' নড়েচড়ে বসল মাসুদ রানা।

'এই ঘটনার সম্ভবত নয়, কি দশদিন পর স্বপনের সাথে যোগাযোগ করে লোকটা, স্বপনের ফ্ল্যাটে। আমিও ছিলাম তখন ওখানে, কিন্তু মার্টিনের সামনে যাইনি। পরে স্বপনের মুখে শুনেছি, সেদিন খুব চিন্তিত মনে হয়েছে ওর লোকটাকে। অনর্থক ঘামতে দেখা গেছে। ব্লু প্রিন্টটা স্বপনকে দিয়ে যায় সে। এবং অনুরোধ করে বিষয়টা যেন গোপন রাখা হয়, নইলে তার সর্বনাশ হয়ে যাবে। কেউ জেনে ফেললে চাকরি তো যাবেই, বাকি জীবন জেলে পচে মরতে হবে।'

মাথা দোলাল রানা, 'খুব স্বাভাবিক।'

'কাজটা করতে অনেকবার নিষেধ করেছি আমি স্বপনকে, কিন্তু শুনল না ও। উঠেপড়ে লাগল ওর পিছনে। এবং প্রায় আড়াই মাস পর সফলও হলো। প্রায় তৈরি করে ফেলল বাই-পাস কন্ট্রোল।'

বিস্ময় সীমা ছাড়িয়ে গেল মাসুদ রানার। ও জানত স্বপন নিজের ক্ষেত্রে জিনিয়াস। শুধু জিনিয়াস বললে ভুল হবে, ছিল এক্সট্রা অর্ডিনারি জিনিয়াস। কিন্তু তাই বলে এতদূর? কী আশ্চর্য! সর্বনাশ! মনে মনে বলল রানা।

'আপনি হট লাইন সম্পর্কে জানেন নিশ্চই?'

'জানি।'

'আমাদের আইসিবিএম-এর পাল্টা জবাব যে মস্কোর আছে, সে…'

'জানি। তবু বলুন আপনি।'

'দেশের এখানে-সেখানে অসংখ্য আন্ত মহাদেশীয় ব্যালিস্টিক মিসাইল প্ল্যান্ট করা আছে আমাদের, শত্রুদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় নির্ভুল আঘাত করার জন্যে প্রস্তুত। প্রশাসন বিশেষ রাডার স্ক্রীনে বিশেষ এক ব্লিপের অপেক্ষায় আছে। ঈশ্বর না করুন, যদি কখনও রাডার সে ব্লিপ দেয়, সাথে সাথে বিষয়টা প্রেসিডেন্টের গোচরে আনা হবে। তাঁর হাতেই রয়েছে আইসিবিএম-এর পুশ বাটন ডিভাইস। বাটন অ্যাকটিভেট করা ছাড়া কোন বিকল্প থাকবে না তখন প্রেসিডেন্টের। যদিও আমাদেরগুলো লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানার আগেই আক্রান্ত হব আমরা, ধ্বংস হয়ে যাবে সব। ফলাফল দেখার জন্যে কেউ বেঁচে থাকব না; তবে মরার আগে অন্তত এই সান্ত্বনা নিয়ে যেতে পারব যে ওরাও থাকছে না, প্রতিশোধের ব্যবস্থা নিয়ে মরতে পেরেছি আমরা।'

আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা।

'পিস্তলের সেফটি ক্যাচের মত জিনিস এই ডিভাইস, একটামাত্র বোতামে চাপ পড়লেই ওটার ফেইল-সেফ অন হয়ে যাবে, যার যার অবস্থান থেকে ছুটে যাবে মিসাইলগুলো। আর ঢিল একবার ছোঁড়া হলে তা আর কোনমতেই ফেরানো যাবে না। সে পথ নেই।'

ভেতরে ভেতরে ঘাম ছুটে গেছে মাসুদ রানার। 'তারপর?'

'এই ব্যবস্থা পিটার মার্টিনের নিজহাতে গড়া। এবং স্বপন তার বাই-পাস আবিষ্কার করে বসেছে। ওই সার্কিটে এমন এক ডিভাইস সে বসিয়েছে, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমস্ত মিসাইল নিষ্ক্রিয় করে দিতে

পারবে। জিনিসটা যদি জায়গামত সেট করা হয়, প্রেসিডেন্ট যতই বোতামে চাপ দেন না কেন, কাজ হবে না। অর্থাৎ শত্রু যদি মিসাইল ছোঁড়ে, পাল্টা কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে না এ দেশ।

'স্বপন যখন এই বাই-পাস তৈরির কাজে হাত দেয়, তার কিছুদিন পর থেকেই আমাদের ঘিরে কেমন এক অস্বাভাবিক পরিবেশ দানা বাঁধতে থাকে। একসাথে থাকতাম আমরা সে সময়ে। সারাক্ষণ আমার মনে হত কারা যেন আমাদের চারপাশে ফিস ফিস করছে, আমাদের নিয়ে কী সব অশুভ পরিকল্পনা করছে। একেকসময় মনে হত স্বপনের টেলিফোন ট্যাপ করা হচ্ছে, পথের মাঝে থামিয়ে ওর চিঠিপত্রে নজর বোলানো হচ্ছে, এই সব। অনুভূতিটা আপনাকে আমি বোঝাতে পারব না, মিস্টার রানা। অদ্ভুত, শিহরণ জাগানো এক অনুভূতি। মনে হত যেখানেই যাই, কারা যেন অনুসরণ করে আমাদের। অথচ আমি তেমন কাউকে স্পট করতে পারিনি কখনও। স্বপনকে বললে হেসে উড়িয়ে দিত। বলত, আমার নাকি ভূতের আসর হয়েছে। এ কাজ না করার জন্যে বহু অনুরোধ করেছি আমি ওকে। পরে অবশ্য এক পর্যায়ে স্বপন আমাকে কথা দেয়, তৈরি করবে না সে ওই জিনিস। হাসতে হাসতে একদিন বলে, ওই জিনিস তৈরি করা কারও কম্ম নয়, ও আসলে কথাটা ঠাট্টা করে বলেছে। তারপরও আমি চাপাচাপি করছি দেখে আমার সামনেই একদিন ব্লু প্রিন্টটা মার্টিনকে ফিরিয়ে দিল স্বপন, কিছুটা নিশ্চিন্ত হলাম আমি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল লিলি টরনি। 'জানতাম না ব্যাপারটা সাজানো ছিল। ও ধোঁকা দিয়েছিল আমাকে। ওই প্রিন্টের কয়েকটা ফটোকপি করে রেখেছিল স্বপন আগে থেকেই। এর মধ্যে বাবার মৃত্যুর খবর পেয়ে গ্রামের বাড়ি চলে যাই আমি, অ্যারিজোনায়। দিন পনেরো ছিলাম

সেখানে। যেদিন ফিরে এলাম, তার আগেরদিনই ঘটল সেই সাজানো দুর্ঘটনা।'

'ওটা সাজানো ছিল, আপনি তা জানেন কি ভাবে? স্বপনেরই গাড়ি ছিল ওটা যতদূর জানি।'

'তা ঠিক। কিন্তু ভেতরের মৃতদেহটা ওর ছিল না। ''ব্রেক ফেল'' করে গাড়িটা অনেক উঁচু থেকে খাদে পড়েছিল ঠিকই, যে কারণে চেহারা চেনার উপায় ছিল না নিহত লোকটার, তবে আকারে-গঠনে একইরকম হলেও সে যে স্বপন ছিল না, পরদিন মর্গে লাশ দেখামাত্রই তা বুঝেছি আমি।'

'কি দেখে বুঝলেন?'

ইতস্তত করল লিলি কয়েক মুহূর্ত। 'ওর কুঁচকিতে একটা তিল ছিল। বড় তিল। মৃতদেহে সেটা ছিল না।'

'আপনিই লাশটা স্বপনের বলে মর্গের ল্যাব অ্যাসিসটেন্টকে জানিয়েছিলেন। পত্রিকায় আপনাকেই প্রথম সনাক্তকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়।'

মাথা দোলাল মেয়েটি।

'কেন? মিথ্যে কেন বলেছিলেন?'

'আমি...আমি আসলে ভেবেছিলাম এর পিছনে হয়তো স্বপনেরই হাত আছে। খুব সম্ভব আমার মত ও-ও বুঝেছে পিছনে শত্রু লেগেছে, তাই তাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে নিজেই করেছে কাজটা। মনে হয়েছে, আমি যে সব সন্দেহের কথা বলেছিলাম, সে ব্যাপারে স্বপন নিজেও হয়তো কিছু টের পেয়েছে। এবং তাদের হতাশ করার জন্যেই এ কাজ করেছে।'

'সে না হয় মানলাম, কিন্তু এসব এতদিন আমাদের জানাননি কেন?'

'উপায় ছিল না।'

'মানে?'

'আপনার নাম ছাড়া আর কিছুই জানতাম না আমি।'

'আজ জানলেন কি করে?'

ওর চোখে চোখে তাকিয়ে মৃদু গলায় বলল লিলি, 'আজ টেলিফোন করেছিল স্বপন।'

চমকে উঠল মাসুদ রানা। 'কি বললেন!'

'আজই দুপুরে করেছে।' অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল মেয়েটি।

'আজ? কোথেকে?'

'কোথেকে তা স্বপন নিজেও জানে না।'

সোজা হয়ে গেল মাসুদ রানা। 'মানে?'

'যেখানেই হোক, বন্দী করে রাখা হয়েছে ওকে। সাগরের কাছেই কোথাও হবে জায়গাটা, দিন-রাত সারাক্ষণ সাগরের গর্জন শুনতে পায় স্বপন। তবে জায়গাটা কোন লোকালয় নয়, সে ব্যাপারে ও নিশ্চিত। গাড়ি বা ট্রেনের আওয়াজ বা মানুষের গলা, কিছুই কানে যায়নি ওর এতদিনে একবারও।'

'আর কি বলেছে স্বপন?' ব্যস্ত হয়ে উঠল মাসুদ রানা। 'কারা এর পিছনে রয়েছে, বলেছে?'

'বলেছে।'

'কারা?'

'ব্ল্যাক প্যান্থার। সাইলাস হুগো।'

থমকে গেল রানা। দেহের রক্ত জমে শীতল হয়ে গেল। সাইলাস হুগো! ইয়া আল্লা। বর্তমানে আমেরিকার এক নম্বর ক্রিমিনাল হিসেবে পরিচিত এই হুগো। ওয়ান ম্যান মাফিয়া সে, তার সংগঠনের নাম 'ব্ল্যাক

প্যান্থার'। হেন কুকাজ নেই, যার সাথে জড়িত নয় সাইলাস হুগো। জুয়া, রেস, বুককীপিং, নারী ব্যবসা, মাদক ব্যবসা ইত্যাদির এতবছর যারা অগ্রদূত ছিল, ইটালিয়ান সেই সমস্ত মাফিয়া পরিবারকে টেক্কা দিয়ে দেখতে দেখতে পিছনে ফেলে বহুদূর এগিয়ে গেছে এ লোক, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। ইদানীং তার ব্যবসায় নতুন এক আইটেম যোগ হয়েছে, তা হচ্ছে ব্ল্যাকমেইলিং। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা যে পুলিস, এফ.বি.আই. অথবা অন্য কোন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাছে সাইলাস হুগোর আসল পরিচয় নেই, যোগাড় করতে পারেনি তারা কেউ। ছবি দূরে থাক, মানুষটা দেখতে কেমন, সেই তথ্যটুকু পর্যন্ত জানা নেই কারও।

কিন্তু সাইলাস হুগো স্বপন সাহাকে···ভাবতে গিয়ে আতঙ্কের হিম শীতল একটা ধারা বয়ে গেল মাসুদ রানার শিরদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে। চিকন ঘামে ভরে উঠল ওর কপাল। ব্ল্যাকমেইলিং! কাকে? সর্বনাশ! এই আশঙ্কা ভুলেও করেনি ও।

'ওই সড়ক দুর্ঘটনা পিটার মার্টিন সাজিয়েছিল,' নীরবতা ভাঙল লিলি টরনি। 'খুব সম্ভব।'

'কিন্তু কেন?'

'পিটার মার্টিনের সাথে যোগাযোগ ছিল সাইলাস হুগোর, ফোনে স্বপন বলেছে আমাকে।'

দম আটকে গেল রানার। 'তারপর?'

'স্বপনের আবিষ্কৃত বাই-পাস কন্ট্রোল তার কাছে বিক্রি করবে বলে মার্টিন প্রচুর টাকা নিয়েছিল হুগোর কাছ থেকে। ওটা দিয়ে ব্ল্যাকমেইল করবে হুগো···'

'কাকে!' আঁতকে উঠল রানা।

'আমেরিকা-সোভিয়েত ইউনিয়ন, দুই দেশকেই। যে বেশি অফার করবে, তার কাছেই সেটা বিক্রি করার ইচ্ছে হুগোর।'

স্থির দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখছে রানা। 'বলে যান।'

'কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপার টের পেয়ে যায় স্বপন। সামান্য একটু বাকি থাকতে কাজ বন্ধ করে দেয়। মার্টিনকে জানায় যে এ খুব জটিল কাজ, ওর পক্ষে সম্পন্ন করা অসম্ভব। ও আসলে ঠাট্টা করেছিল তার সঙ্গে, বাই-পাস কন্ট্রোল কারও পক্ষেই তৈরি করা সম্ভব নয়।'

'তারপর?'

'বিশ্বাস করেনি পিটার মার্টিন। চাপাচাপি করতে থাকে স্বপনকে; তখনই মনে সন্দেহ জাগে ওর। তারপর তো...' থেমে পড়ল লিলি।

'সেদিনের "অ্যাকসিডেন্ট" সম্পর্কে কিছু বলেছে স্বপন?'

পুরো বিষয়টাই গোলমেলে। ও ছিল পিটার মার্টিনের বাসায়, তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। সে সময়ে ফোনে হুগোর সাথে খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছিল তার। তখনই স্বপন জানতে পারে ওদের দু'জনের সম্পর্ক আছে। ও চলে আসতে যাচ্ছিল, কিন্তু মার্টিন মাথায় আঘাত করে অজ্ঞান করে ফেলে ওকে। তারপর আর বিশেষ কিছু মনে নেই ওর। ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেয়া হয়, কতদিন অজ্ঞান ছিল বলতে পারেনি। দিন দশেক আগে জ্ঞান ফিরেছে স্বপনের, সেই থেকে সারাক্ষণ কেবল সাগরের গর্জন শুনে আসছে। একই জায়গায় আছে ও এখনও। একটা কাঠের ঘরে।'

'কাঠের ঘর?'

'হ্যাঁ, তাই তো বলল। ওর গলার স্বর খুব দুর্বল মনে হয়েছে আমার। থেমে থেমে কথা বলছিল। পিটার মার্টিন আছে ওর পাহারায়।'

'আর কিছু?' আনমনে গাল চুলকাল মাসুদ রানা। 'আমার নাম্বারে

কেন ফোন করল না?'

'চব্বিশ ঘন্টা হাত-পা বেঁধে ফেলে রাখা হয় স্বপনকে, আজই প্রথম সুযোগ পেল ফোন করার। ঘরে ছিল না কেউ, সেই সুযোগে অনেক কষ্টে হাত-পায়ের বাঁধন খুলে ফোন করেছে। তা ছাড়া ও নিশ্চই জানত না আপনি এখন নিউ ইয়র্কে।'

'ওই ঘরে আর কতজন থাকে, জানা গেছে?'

মাথা দোলাল মেয়েটি। 'না। সময় পাইনি। একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চিঠির ব্যাপারে কি যেন বলছিল স্বপন, এমন সময় হঠাৎ লাইন কেটে গেল। খুব সম্ভব কেউ এসে পড়েছিল, ধরে ফেলে ওকে হাতেনাতে। মনে হয় একটা মোটা গলাও যেন শুনতে পেয়েছি আমি একেবারে শেষ মুহূর্তে।'

'চিঠির ব্যাপারটা কি?' আরেকটা সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। ঝড়ের বেগে কাজ করছে ওর মাথা।'

'জানি না, মিস্টার রানা। শুধু ''আমার নামে খুব জরুরী একটা চিঠি'' পর্যন্ত বলার সুযোগ পেয়েছিল স্বপন, তারপর লাইন কেটে গেল।'

ওর অসমাপ্ত বাক্যটা নিয়ে খানিক মাথা ঘামাল রানা, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই বোঝা গেল না। স্বপনের নামে কেউ কোন চিঠি পাঠিয়েছে কি না জানতে চাইছিল ও? খুব জরুরী...কি হতে পারে তা? 'ও কত নাম্বার থেকে ফোন করেছে জানতে পেরেছেন?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলতে পারেনি। স্বপন অবশ্য বলেছিল, আমার সাথে জরুরী কথা সেরে অপারেটরকে জিজ্ঞেস করে নাম্বারটা জেনে আমাকে জানাবে, কিন্তু...দুর্ভাগ্য!'

'স্বপন তাহলে ডিভাইসটা তৈরি করেনি?' আনমনে বলল মাসুদ রানা।

'এখনও করেনি, তবে কতদিন না করে পারবে জানি না।'

'মানে?'

সামনের কয়েকটা অবাধ্য চুল কানের পিছনে গুঁজল লিলি টরনি। মলিন চোখে দেখল রানাকে। 'ওকে পুরোপুরি হেরোইনে আসক্ত করে তোলা হয়েছে।'

'হায় খোদা!'

'এতদিন পুশ করা হত হাই ডোজ। এখন মাত্রা কমিয়ে আনতে শুরু করেছে মার্টিন। স্বপনের দেহ যখন বেশি মাত্রার ডোজ দাবি করছে, তখন হঠাৎ তা কমিয়ে দেয়ার কারণ খুব সহজ, মিস্টার রানা। যাতে নিরুপায় হয়ে ওর ইচ্ছেমত কাজ করে স্বপন, সে জন্যেই এ পথ বেছে নিয়েছে পিটার মার্টিন।'

'তারও কোন খোঁজ নেই?'

'না। স্বপন যেদিন নিখোঁজ হয়, সে-ও সেদিন থেকে নিখোঁজ।' হাত ব্যাগ থেকে ছোট একটা নোট বই বের করল লিলি। 'এটা স্বপনের। মাসদুয়েক ধরে পড়ে ছিল আমার ফ্ল্যাটে। স্বপনও চায়নি, আমারও মনে ছিল না দিতে। এতে কয়েকটা নাম-ঠিকানা আছে, আপনার কাজে লাগতে পারে ভেবে নিয়ে এলাম।'

নীরবে ওটার পাতা ওল্টাতে থাকল মাসুদ রানা। দেখছে না যদিও। অন্যমনস্ক। গভীর ভাবনায় ডুবে আছে।

'যে করেই হোক, আপনার সাথে দেখা করার অনুরাধ জানিয়েছে আমাকে স্বপন। আপনাকে জানাতে বলেছে সব। আপনার সাহায্য চেয়েছে।'

'আপনার পিছনে লোক লেগেছে বললেন?'

'হ্যাঁ। খুব সম্ভব।'

'কি করে বুঝলেন?'

'দুপুরে স্বপনের ফোন পাওয়ার পরই আপনার সাথে দেখা করব বলে বের হয়েছিলাম, কিন্তু সন্দেহজনক দু'জনকে পিছু নিতে দেখে সাহস হারিয়ে ফেলি, ফিরে যাই অফিসে।'

'বেল্ট এয়ারের কোন্ সেকশনে কাজ করেন আপনি?'

'ফরেন সেকশনে। আমাদের অনেক বিদেশী ক্রেতা আছে, তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষার কাজ করি আমি।'

'সন্ধের পর সেই দু'জনকে দেখেছেন আপনাকে অনুসরণ করতে?'

'বাসা থেকে বের হওয়ার সময় একবার মনে হলো যেন দেখেছি। তারপর আর দেখিনি।'

উঠল মাসুদ রানা। 'চলুন, বাসায় পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে।'

'স্বপন যদি আবার ফোন করে?' ইতস্তত ভঙ্গিতে আসন ছাড়ল লিলি। 'কি বলব ওকে?'

'সে সুযোগ ও আর পাবে বলে মনে হয় না। তবু, যদি করে, শুধু ওর ফোন নাম্বারটা জানার চেষ্টা করবেন প্রথমেই। আমি এদিকে দেখছি ওকে ট্রেস্ করার আর কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না।'

দুই

হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে বসল রক্তাক্ত মাসুদ রানা। ওয়ালথারের নল থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে এখনও। টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল, মাথা ঘুরছে। যন্ত্রণায় কুঁচকে আছে চোখমুখ। ওর সামনেই মেঝেতে পড়ে আছে রক্তমাংসের একটা পিণ্ড, রক্ত মাখা মাঝারি আকারের একটা সকার বলের ওপর বসানো দুটো চোখ দেখলে বোঝা যায় ওটা মানুষ।

খুব ঘন ঘন দম নিচ্ছে সে, গলা দিয়ে বেরিয়ে আসছে গোঙানি। দু'হাতে পেটের কাটা স্থান আঁকড়ে ধরে আছে লোকটা, যাতে ওপথ দিয়ে নাড়িভুঁড়ি বেরিয়ে আসার সুযোগ না পায়। একটু আগে যে ছুরি প্রায় গেঁথে ফেলেছিল সে মাসুদ রানার উরুতে, পড়ে আছে সেটা তার মুখের সামনেই, কিন্তু জিনিসটা তোলার কথা ভাবছে না সে। ক্ষমতা নেই। অসহায়ের মত মাসুদ রানার দিকে তাকিয়ে আছে কেবল লোকটা।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কয়েক পা এগোল রানা, একটা চেয়ারে বসে পড়ল ঝপ করে। ঘেমে একাকার। মুখ ঘুরিয়ে ওপাশের আধবোজা দরজাটা দেখল। দরজার ওদিকের রূম অন্ধকার, রূমের মাঝে এক টেবিল ঘিরে দুই চেয়ারে বসা রয়েছে দু'জন। হাত-পা চেয়ারের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা তাদের। সবচেয়ে খারাপ কথা, তারা মৃত। রূমটা সাউণ্ডপ্রূফ। হত্যা

করার আগে তাদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছে মেঝেতে পড়ে থাকা মানুষটা। মুখ খুলতে বাধ্য করেছে সে তাদের।

দু'জনের একজন সিআইয়ের, জানে রানা। অন্যজন অপরিচিত।

মুখ খুলেছে তারা নিঃসন্দেহে। পিওতর আরনস্কি ও-কাজ খুব ভালই জানে, মুখ খোলাবার কাজ। ইন্টারোগেশনের ব্যাপারে কেজিবির যারা শীর্ষে, তাদের মধ্যে আরনস্কি এক নম্বর। এ ক্ষেত্রে কেমিক্যালস ও বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে লাগানো পছন্দ তার, এবং এদের দু'জনের মুখ খোলাতে ও দুটোই ব্যবহার করেছে সে। অথচ যখন নিজের সময় এল···। পিওতর আরনস্কির ফ্যাসফেসে গলায় সচকিত হলো মাসুদ রানা।

'ভু-ভুল করলে···তুমি!' রানাকে বলল সে, 'মারাত্-তক ভুল করলে।'

কথা বলল না মাসুদ রানা। কপালের ঘাম মুছে তাকিয়ে থাকল লোকটার দিকে। মারা যেতে বসেছে পিওতর আরনস্কি, যে কোন মুহূর্তে সমস্ত ক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে যাবে তার। মৃত্যু হতে যাচ্ছে কেজিবির সেরা ইন্টারোগেটরের।

'আমাকে···আমাকে পুলিসের হাতে···তুলে দাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল লোকটা। কষা দিয়ে ফেনা ফেনা রক্ত বেরিয়ে এল। 'আমি তোমাকে···আমি তোমাকে অনেক···মূল্যবান তথ্য দিতে পারি। কিন্তু···কিন্তু আগে আমাকে হাস···হাসপাতালে নিয়ে চলো, প্লী-ই-জ!'

নিজের প্রাণ কী মূল্যবান, ভাবল মাসুদ রানা, ওটা হারাবার ভয়ে নিজেকে এখন বিক্রি করে দিতেও বাধবে না আরনস্কির। অথচ কত অনায়াসে এতদিন ধরে অন্যের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে সে। কত জীবন ঝরে গেছে এই মানুষটির হাতে, কোন লেখাজোখা নেই। আর

আজ? নিজের মৃত্যুর মুখোমুখি এসে সে-ই কত সহজে অন্যের হাতে সমর্পণ করতে চাইছে নিজেকে।

'তা-তাড়াতাড়ি করো, প্লীজ!' জ্বলন্ত মার্বেলের মত দু'চোখে করুণা ভিক্ষা করছে লোকটা মাসুদ রানার। 'আমি মরে গেলে, অনেক, অনেক ক্ষ-ক্ষতি হয়ে যাবে। তুমি, তুমি জানো না, কী ভয়ঙ্কর...প্লী-ই-জ! তাড়াতাড়ি করো।'

নড়ল না মাসুদ রানা। নিজের অবস্থাও কম সঙ্গীন নয়। বাঁ বাহুর ঠিক নিচে গুলি খেয়েছে ও। ভাগ্য ভাল যে বুলেটটা সরাসরি বুকে লাগেনি, লেগেছে ওর হোলস্টারের এক পাশে। পুরু, শক্ত চামড়ার আবরণ ভেদ করে সরাসরি গায়ে বিদ্ধ হতে ব্যর্থ হয়েছে ওটা। নইলে... তবু যেটুকু লেগেছে, তা-ও কম নয়। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর বুকের বাঁ দিকটা। বেশি ভোগাচ্ছে অবশ্য উরুর আঘাত। ওখান থেকে কম করেও লিটারখানেক রক্ত ঝরেছে। গড়িয়ে জুতোর মধ্যে গিয়ে জমছে, পা নাড়লেই প্যাচ প্যাচ আওয়াজ করছে।

আবার কপালের ঘাম মুছল ও। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে হয়তো আরনস্কির অনুরোধে সাড়া দিত। কিন্তু এখন কারও কিছু করার নেই। করলেও লাভ হবে না। নিশ্চিত জানে মাসুদ রানা, বড়জোর আর পাঁচ মিনিট টিকবে আরনস্কি।

'আগে শুনতে চাই কি বলার আছে তোমার,' বলল রানা। 'তারপর ঠিক করব তোমাকে হাসপাতালে নেব কি না।'

ঘন ঘন হাঁপাল কিছুক্ষণ আরনস্কি। তারপর মুখ খুলল। থেমে থেমে বলে গেল লোকটা। এক সময় বক্তব্য শেষ হলো তার, এবং প্রায় পরমুহূর্তে মৃত্যু এসে চিরতরে মুক্তি দিল তাকে। যা বলে গেল আরনস্কি, বিনা দ্বিধায় বিশ্বাস করছে তা মাসুদ রানা। সত্যি কথাই বলছে লোকটা,

জানে ও, এ মুহূর্তে সীনে তার উপস্থিতিই সে-সত্য প্রমাণ করে। পুরোটা নিয়ে একটু মাথা ঘামাতে চাইল মাসুদ রানা, কিন্তু সময় হলো না। উঠে দাঁড়াবার জন্যে নিজের সাথে যুদ্ধ শুরু করল ও, এমন সময় আচমকা সশব্দে বিস্ফোরিত হলো ঘরের দরজা। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়ল একদল পুলিস। সবার হাতে উদ্যত ভয়ঙ্কর দর্শন কোল্ট অটোমেটিক। সব ক'টার লক্ষ্য মাসুদ রানা।

আধ ঘণ্টা পর। দুই সিআইএ এজেন্টের মুখোমুখি বসে আছে মাসুদ রানা। তাদের একজনের চেহারায় পরিষ্কার রাগের আভাস। তার নাম হ্যারি স্টুয়ার্ট, অন্যজন মার্ক বিভান। এ লোক বেশ মার্জিত স্বভাবের।

প্রতিবেশীদের কে একজন আরনস্কির ফ্ল্যাটে গুলির শব্দ শুনে ফোন করে পুলিসে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসে পুলিস, সিটি স্কোয়াডের কয়েকজন ডিটেকটিভ ছিল তাদের সাথে। পরে যখন বোঝা গেল এ কেস পুলিসের নয়, এফবিআইয়ের, ডাকা হলো তাদের। মাসুদ রানার বক্তব্য থেকে বোঝা গেল, তাদেরও নয় এ কেস। এ বহির্বিশ্ব সম্পর্কিত ব্যাপার-স্যাপার। অতএব ছুটে এল স্টুয়ার্ট আর বিভান।

পিওতর আরনস্কির শেষ মুহূর্তে দেয়া তথ্য-বোমা চেপে রেখে বাকি সব জানাল তাদের মাসুদ রানা। দু'জনেই শুনল মন দিয়ে, মাঝেমধ্যে মাথাও দোলাল, তবে খুব একটা সন্তুষ্ট দেখাল না একজনকেও। 'তবু,' সমঝদারের মত মুখভঙ্গি করল হ্যারি স্টুয়ার্ট। 'খুব দ্রুত রিঅ্যাক্ট করেছেন আপনি। লোকটাকে মেরে ফেলা উচিত হয়নি আপনার।'

শীতল চোখে লোকটাকে দেখল মাসুদ রানা। 'তাহলে কি উচিত ছিল? ওর গুলি খেয়ে পটল তোলা?'

'আচ্ছা, বেশ,' দ্রুত বাধা দিল অন্যজন, মার্ক বিভান। একটা কালো

নোট বই আর কলম নিয়ে তৈরি হলো সে। 'দয়া করে আরেকবার পুরো ঘটনা ব্যাখ্যা করুন, মিস্টার মাসুদ রানা। একদম প্রথম থেকে।'

শুরু করল ও, কিন্তু প্রায় সাথে সাথে বাধা দিল স্টুয়ার্ট। 'আপনার লোক?'

'আমার এজেন্সির অপারেটর।'

'আপনার এজেন্সি?'

'হ্যাঁ, রানা এজেন্সি। খোঁজ নিলে...

'জানি,' বলল বিভান। 'তারপর?'

'বেল্ট এয়ার ইলেক্ট্রনিকস-এর সিকিউরিটি-ইন-চার্জ ছিল সে।'

'কি নাম?'

'স্বপন। স্বপন সাহা।'

'তারপর?'

'তিন সপ্তা আগে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যায় সে।'

'এক মিনিট!' বলল বিভান। 'নিখোঁজ হয়েছে কে বলল? সবাই জানে যে সে কার অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। আপনিও তাই জানতেন।'

'হ্যাঁ, আমিও তাই জানতাম গতকাল পর্যন্ত। কিন্তু আসলে তা সত্যি নয়। স্বপন বেঁচে আছে।'

'মানলাম আপনার কথা,' বলল হ্যারি স্টুয়ার্ট। 'কি করে তা মিথ্যে হলো বলবেন কি দয়া করে?'

নাক টানল মাসুদ রানা। 'দুঃখিত, অফিসার। আমি আমার সোর্স ফাঁস করতে রাজি নই। অ্যাট লীস্ট, নট নাউ।'

তেড়েমেরে কিছু বলতে যাচ্ছিল স্টুয়ার্ট, হাত তুলে শান্ত করল তাকে অন্যজন। 'ঠিক আছে। আপাতত ও-প্রসঙ্গ না হয় থাক। তারপর কি হলো বলুন।'

'স্বপনের একটা নোট বই হাতে পড়েছে আমার, তাতে এই বিল্ডিঙের ঠিকানা লেখা ছিল। একবার এক বন্ধুর সাথে এখানে এসেছে সে, কোন এক ভিটো সালভির সাথে পরিচিত হতে। যার সাথে এসেছিল, তার বন্ধু ছিল ভিটো সালভি।'

'যার সাথে এসেছে স্বপন, সে কে?'

'আইসিবিএমের চীফ টেকনিশিয়ান, পিটার মার্টিন।'

'বুঝেছি!' বলল স্টুয়ার্ট ঝাঁঝের সাথে। 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। কড়া চোখে লোকটাকে দেখল কেবল।

'আপনি বললেন, এই বিল্ডিঙের ঠিকানা ছিল স্বপনের নোট বইয়ে, তাই তো? ফ্ল্যাটের নয়?' ঝুঁকে এল বিভান।

'না। বিল্ডিঙের।' আহত পা'টা কয়েকবার ভাঁজ করল মাসুদ রানা, খুলল। টনটন করছে জখম হওয়া জায়গাটা।

'তাহলে এই ফ্ল্যাটেই কি ভেবে ঢুকলেন আপনি? কি করে বুঝলেন এখানেই আসতে হবে আপনাকে?'

'পাশের রুমের একমাত্র জানালাটা খুব তাড়াহুড়ো করে ইঁট-সিমেন্ট দিয়ে বুজে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে রুম সাউণ্ডপ্রুফ করার জন্যে। বিল্ডিঙের পিছনের ইয়ার্ডে ইঁট-সিমেন্ট পড়ে থাকতে দেখেছি আমি। তাছাড়া জানালা সীল করার যে কাজ, তাও কাঁচা হাতের। তাই...

সমীহ ফুটল বিভানের চেহারায়। 'এত বড় ঝুঁকি না নিয়ে পুলিসকে ফোন করলেই পারতেন।' তার সতীর্থের হত্যাকারী নিজেও যে যথেষ্ট ভুগে মরেছে, তা বুঝতে পেরে মনে হলো যেন খুশি সে।

'ভেতরে ঢুকেই যে এই অবস্থায় পড়তে হবে, ভাবিনি। তাছাড়া, ধারেকাছে কোন ফোন বুদ নেই। এতরাতে ঘুমের মানুষদের ডেকে

ফোন করার...'

'বুঝলাম। কিন্তু একা এই ফ্ল্যাটে ঢোকা কি উচিত হয়েছে আপনার? এর মত,' পিওতর আরনস্কিকে দেখাল বিভান, অ্যাম্বুলেন্সের দুই অ্যাটেনডেন্ট স্ট্রেচার নিয়ে ঘরে ঢুকল এই সময়, লাশগুলো নিতে এসেছে তারা, 'অবস্থা আপনারও তো হতে পারত।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'একা আসিনি। এটাও ছিল সাথে,' ওয়ালথারটা দেখাল ওদের।

কয়েক মুহূর্ত দেখল ওকে দুই সিআইএ এজেন্ট। হ্যারি স্টুয়ার্ট প্রশ্ন করল, 'ঢুকলেন কি করে ভেতরে? দরজা নিশ্চই তালা মারা ছিল?'

পকেট থেকে সেলুলয়েডের সরু একটা টুকরো বের করল মাসুদ রানা। দু'আঙুলে খাড়া করে দেখাল জিনিসটা। 'এটা দিয়ে খুলে।'

পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা দু'জন। যে কারণেই হোক, প্রথম থেকেই মাসুদ রানার ওপর রেগে আছে হ্যারি স্টুয়ার্ট। ওটা দেখে আরও রেগে উঠল। প্রায় ফুঁসতে লাগল সে রাগে। ওকে কি করে ফাঁসানো যায়, সেই উপায় খুঁজছে। 'আপনি বেআইনীভাবে...

তার মুখের ওপর সশব্দে হেসে উঠল মাসুদ রানা। কণ্ঠে টিটকিরি। 'ঠিক ধরেছেন আপনি, বেআইনীভাবেই ঢুকেছি।' ও খুব ভাল জানে, এখন ওকে ফাঁসাবার চেষ্টাই করবে এরা।

হাত তুলে স্টুয়ার্টকে নিরস্ত করল বিভান। 'আপনি চিনতেন এই লোকটিকে?' চোখ ঘুরিয়ে কম্বল ঢাকা আরনস্কির মৃতদেহ দেখাল।

'চিনতাম। আগেও কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছে আমাদের।'

'অর্থাৎ ভালই চিনতেন?' প্রায় ধমকের সুরে বলল স্টুয়ার্ট।

'তা বলতে পারেন।'

'একে হত্যা না করে...' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেল

বিভান।

'অনর্থক খুনখারাবি পছন্দ করি না আমি। আমি যখন ভেতরে পা রাখি, ওই রুম থেকে বেরিয়ে আসছিল লোকটা। ও-ই প্রথমে গুলি করে আমাকে। ছুরি মারে। আমি উপযুক্ত কাজটা না করলে ওর জায়গায় আমার লাশ পড়ে থাকত এখন, বুঝতেই পারছেন,' নিজের জখম দুটো দেখাল রানা।

নীরবে মাথা দোলাল বিভান।

হাতলে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। চাউনি সরু করে ওর কার্যকলাপ দেখছে স্টুয়ার্ট। ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখে সে-ও উঠল। 'কোথাও চললেন মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ,' কাঁধের ওপর দিয়ে পিছনে তাকাল রানা। 'ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। কেন, বাধা দেবেন?'

মুখ খুলল লোকটা, সাথে সাথে বাতাসে হাত ঝাপটা মেরে থামিয়ে দিল অন্যজন। 'ঠিক আছে, যান। আপনার সঙ্গে পরে আবার কথা বলতে হতে পারে আমাদের, মিস্টার রানা।'

'নিশ্চয়ই!'

নিজের কাজ খুব দ্রুত শেষ করলেন ড. কার্কল্যাণ্ড। নিউ ইয়র্কে বি.সি.আই ও রানা এজেন্সির বেতনভুক্ত ডাক্তার ইনি। তবে পুলিসী ঝামেলার কারণে বিষয়টা দুই তরফ থেকেই গোপন রাখা হয়েছে। ওপরে ওপরে যথারীতি প্র্যাকটিস করেন কার্কল্যাণ্ড।

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ছোট এক শিশি ক্যাপসুল তুলে দিলেন তিনি রানার হাতে। 'যদি দেখেন আঘাতের জায়গা ব্যথা করছে, একসঙ্গে দুটো করে খেয়ে নেবেন। তারপরও যদি সুবিধে হচ্ছে না মনে

হয়, ফোন করবেন আমাকে।'

'নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ ডক্টর।'

ফ্ল্যাটে ফিরে এল মাসুদ রানা। খিদেয় চোঁ-চোঁ করছে পেট। কিন্তু আপাতত কয়েক মিনিটের জন্যে হলেও বিষয়টা ভুলে থাকতে হবে। ডাক্তারের ওখান থেকেই ফোন করে এজেন্সি চীফকে ঘটনা যা ঘটেছে, জানিয়ে দিয়েছে ও। কি কি পদক্ষেপ নিতে হবে, তাও বলে দিয়েছে। এখন যোগাযোগ করতে হবে ওকে ঢাকার সাথে। বি.সি.আই হেড-অফিসের বিশেষ এক নাম্বারে ফোন করল রানা।

রিং হলো, রিসিভারও তোলা হলো ও প্রান্তে, কিন্তু কারও সাড়া মিলল না। না মেলারই কথা। নাম্বারটা একটা অটোমেটিক রিসিভার, অপারেটরদের পাঠানো বার্তা রেকর্ড করে নেয় কেবল। নিজের কোডেড পরিচয় জানাল রানা প্রথমে, তারপর স্বপন সাহা সম্পর্কিত সমস্ত কিছু বিস্তারিত বলে গেল।

রিসিভার রেখে কিচেনের দিকে পা বাড়াল রানা। পেটের নাড়িভুঁড়ি সব হজম হয়ে যাওয়ার অবস্থা হয়েছে, তাড়াতাড়ি যা হোক কিছু মুখে না দিলেই নয়।

পরদিন সকাল দশটায় বাযারের আওয়াজে ঘুম ভাঙল রানার। অবাক হলো ও আহত পা এবং বুকের ব্যথা প্রায় নেই দেখে। কাটাছেঁড়া সারাবার ব্যাপারে কার্কল্যাণ্ডের 'জাদুকর' উপাধি আছে, তা যে খামোকা দেয়া হয়নি, নতুন করে আরেকবার উপলব্ধি করল তা রানা। মনে মনে ধন্যবাদ জানাল ও ভদ্রলোককে।

এগিয়ে এসে দরজা খুলল মাসুদ রানা। তার আগে অবশ্য পীপহোল দিয়ে বাইরেটা দেখে নিতে ভুল করেনি। ভেতরে ঢুকল বি. সি.

আইয়ের স্থানীয় চীফ, আসাদুল হক। বিশালদেহী মানুষ আসাদুল হক। লম্বায় মাসুদ রানার সমান, কিন্তু পাশে প্রায় দ্বিগুণ। অথচ খুব চটপটে। মোটা মানুষ সাধারণত শ্লথগতি হয়, এ তেমন নয়। 'স্লামালেকুম, রানা ভাই,' আকর্ণবিস্তৃত হাসি দিল আসাদুল হক। 'কেমন বোধ করছেন এখন?'

'ওয়ালাইকুম আসসালাম! ভাল, ধন্যবাদ। আসুন।'

'এসে গেছি অলরেডি।'

মুচকে হাসল রানা। 'খেয়াল ছিল না। বসুন। কি মনে করে?'

'কি আবার! বুড়া মিয়া (রাহাত খান) ফোন করেছিলেন একটু আগে। বললেন আপনার সাথে কথা বলতে। ওদিকে তো তুলকালাম শুরু হয়ে গেছে।'

'কোথায়?' ভুরু কোঁচকাল ও।

'ল্যাংলিতে। গত কিছুদিন থেকে পিওতর আরনস্কির পিছনে লেগে ছিল নাকি সি.আই.এ, মানে, হ্যারি স্টুয়ার্ট আর মার্ক বিভান। ব্যাটাকে আপনি মেরে ফেলেছেন বলে সে কী রাগ তেনাদের! চোপার ঠ্যালায় ঝড় বইয়ে দিচ্ছে বিশেষ করে স্টুয়ার্ট। ব্যাটা একেবারে সহ্যই করতে পারছে না আপনাকে।'

'তাই নাকি?' গত রাতে ওর সাথে লোকটার অসহিষ্ণু আচরণের কারণ বুঝল এবার রানা।

'হ্যাঁ। ওদের চীফ যোগাযোগ করেছিল বসের সাথে। ঠিক জানি না, তবে বসের কথা শুনে মনে হয়েছে দু'পক্ষই গরম গরম মশলা বিনিময় করেছে ফোনে।'

একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'সিআইএর চাইতে ভাল অবস্থানে আছি আমরা এ ক্ষেত্রে। ওরা এখন পা ধরে মাফ চাইবে হয়তো আমাদের।

ওদের চীফ যদি বসের সাথে কোনরকম দুর্ব্যবহার করে থাকে, তাহলে তাকে রাহাত খানের কাছে মাফ চাইতে বাধ্য করব আমি।'

'বলেন কি?'

মাথা দোলাল ও। 'ঠিকই বলেছি।'

'যাক। বল আমাদের পায়ে আছে ভাবতে ভালই লাগছে। সে যাক, বুড়া মিয়া যে জন্যে পাঠিয়েছেন আমাকে। যে দুটো মৃতদেহ দেখেছেন আপনি আরনস্কির ফ্ল্যাটে, তাদের একজন রুশ, কেজিবি। সিআইএর দামী কন্ট্যাক্ট। কিছুদিন আগে লোকটা সি.আই.এ.কে জানায় যে সাইলাস হুগোর কাছে পিটার মার্টিন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু বিক্রি করতে যাচ্ছে, এবং জিনিসটা কি, তা জানার জন্যে মস্কোও কেজিবির এক কর্নেলকে নিউ ইয়র্ক পাঠিয়েছে। কর্নেলের নাম অবশ্য বলতে পারেনি সে। পরে জিনিসটা কি এবং কে তা তৈরি করেছে, তা সে জানতে পেরেছিল। এবং তার পরপরই গা ঢাকা দেয় পিটার মার্টিন, খুব সম্ভব স্বপনের তথাকথিত "দুর্ঘটনা" তার পরামর্শেই ঘটানো হয়েছে।'

'হুঁম! আমিও এরকম কিছুই অনুমান করেছি।' সিগারেট ধরাল মাসুদ রানা। আসাদকেও অফার করল। চিন্তায় পড়ে গেল ও। যতটা আশঙ্কা করেছিল, পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে তারচেয়ে অনেক অনেক বেশি ঘোরালো। মার্টিন কি হুগোকে এড়িয়ে সরাসরি কেজিবিকে স্বপনের বাই-পাস কন্ট্রোল বিক্রি করার কথা ভাবছে? নাকি...? 'আর কিছু।'

রানার বাড়ানো লাইটারের আগুনে সিগারেট ধরাল আসাদুল হক। 'স্বপন কেন যে বাহাদুরী দেখাতে গিয়ে এই যন্ত্রণা ডেকে আনল!' মৃদু ক্ষোভের সাথে বলল সে। 'কতদূর গড়ায় এখন এই ঝামেলা, কে জানে!'

নীরবে সিগারেট টেনে চলল রানা। চিন্তিত।

'এর সাথে ওর জড়িত থাকার বিষয়টা সি.আই.এ. জেনে ফেলেছে

রানা ভাই। এই জন্যেই ওরা আরও বেশি খেপেছে।'

অর্ধেক খাওয়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে টিপে মারল ও। মনটা অস্থির লাগছে। সত্যিই বড় কঠিন সমস্যায় ফেঁসেছে এবার বি.সি.আই—রানা এজেন্সি। স্বপনের উদ্ভাবনী ব্রেন আজ এ দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে কতবড় এক হুমকির সৃষ্টি করেছে, কল্পনা করলেও গায়ে কাঁটা দেয়। কমপ্লিট বাই-পাস কন্ট্রোল যদি কোনমতে একবার হস্তগত হয় কারও...ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠল মাসুদ রানা। যে করে হোক, খুব দ্রুত স্বপনকে উদ্ধার করতে হবে এখন। আর কোন পথ নেই। ওকে উদ্ধার করতে হবে, ধ্বংস করে দিতে হবে ওই জিনিস। মনে মনে আস্ত এক ডিগবাজি খেল রানা আসাদুল হকের পরের মন্তব্য শুনে।

'সি.আই.এর সন্দেহ, কেটে পড়ার আগে আইসিবিএম প্রজেক্টের কোথাও হয়তো কোন সার্কিট ব্রেকার ধরনের কিছু পেতে রেখে গেছে পিটার মার্টিন।'

শক্ত হয়ে গেল মাসুদ রানা। একটু একটু করে ঘাড় ঘোরাল, চোখে চোখে তাকাল আসাদের। 'কি?'

'সার্কিট ব্রেকার জাতীয় কিছু, রানা ভাই। পরের কাজ আগেভাগে সেরে রেখে গেছে আর কি! ওদিকে স্বপনের কাজ শেষ হলেই যাতে অ্যাকটিভেট করা যায় ওগুলো রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে, অকেজো করে দেয়া যায় এদের মিসাইলের ফায়ারিং সিস্টেম।'

আতঙ্কে গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেল মাসুদ রানার। 'তারপর?'

'ওরা এখনও শিওর নয় অবশ্য। তবে যেহেতু গা ঢাকা দেয়ার আগেই মার্টিন জানত যে ওখানে আর কোনদিন ঢোকার সুযোগ হবে না তার, তাই সিআইয়ের সন্দেহ স্বভাবতই কাজটা সেরে রেখে গেছে লোকটা।'

কপালে জমে ওঠা ঘাম মুছল মাসুদ রানা। 'সিআইয়ের সাথে যোগাযোগ হয়েছে আপনার?'

'হ্যাঁ। ওরা আপনাকে তলব করবে যে-কোন মুহূর্তে।' একটু ভাবল সে। 'রানা ভাই, স্বপন আর মার্টিনকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঠেকাতে হবে। সর্বনাশ হয়ে যাবে নইলে। যদি একটু আভাসও পেতাম কোথায় আছে ওরা!'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

ল্যাংলি।

বড়সড় এক রুমে রুদ্ধদ্বার বৈঠক বসেছে। হ্যারি স্টুয়ার্ট আর মার্ক বিভানের মুখোমুখি বসেছে মাসুদ রানা। ওর দু'পাশে বসা দুই কোর্ট রিপোর্টার চেহারার শর্টহ্যাণ্ড রাইটার। আলোচ্য প্রতিটি শব্দ নোট করার জন্যে কাগজ-কলম নিয়ে প্রস্তুত তারা।

রানার চোখে চোখে তাকিয়ে সামান্য হাসির ভঙ্গি করল স্টুয়ার্ট। যেন বোঝাতে চায়, ঘাবড়িয়ো না। তোমার কোন ক্ষতি করব না। রানাও প্রায় একই ভঙ্গি করল। ও অবশ্য বোঝাতে চাইল, তুমি কেন? তোমার বাপেরও সাধ্য নেই আমার কিছু করে। ঘণ্টাখানেক আগে ওকে ফোন করেছিল বিভান। বলেছে, সি.আই.এ. চীফ কথা বলতে চান ওর সঙ্গে। খুব জরুরী। জানাই ছিল, অতএব দ্রুত বেরিয়ে পড়েছে রানা।

দরজার শব্দে চোখ তুলল মাসুদ রানা। ভেতরে ঢুকলেন সি.আই.এ-র দোর্দণ্ডপ্রতাপ চীফ। ভদ্রলোকের বয়স সত্তরের মত, তবে এখনও যথেষ্ট কর্মক্ষম। চুল মাথায় কম, যা আছে তাও সব সাদা। চোখে পুরু কাঁচের চশমা। প্রায় সাড়ে ছয় ফুট হবেন দৈর্ঘ্যে। নিজের দুই এজেন্টের মাঝের খালি চেয়ারটার সামনে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ভদ্রতার

খাতিরে মৃদু নড করলেন মাসুদ রানার উদ্দেশে। 'হ্যালো!' মুখ যদিও ব্যাজার। 'আপনার ক্ষতগুলো কেমন এখন?' বললেন তিনি।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'মোটামুটি ভাল, ধন্যবাদ।'

নীরবতা। কেউ মুখ খুলছে না। রানাকে অপলক দেখছে তিনজোড়া চোখ। নড়েচড়ে বসল ও, বিরক্তি লাগছে। ফেরার তাড়া আছে, কাজেই ওকেই শুরু করতে হলো শেষ পর্যন্ত। 'ওয়েল, জেন্টলমেন!' চোখের কোণ দিয়ে দেখল রানা, শব্দ দুটো টুকে নিয়েছে দুই স্টেনোগ্রাফার।

অন্যমনস্কের মত স্টুয়ার্টের উদ্দেশে মাথা দোলালেন চীফ। শুরু করতে বলছেন তাকে। গলা খাঁকারি দিল সে, রানার দিকে তাকাল। 'আপনাকে নিশ্চই জানানো হয়েছে, কেন এখানে আসতে বলা হয়েছে আপনাকে?'

মাথা দোলাল ও। 'হয়েছে।'

'তাহলে সরাসরি মূল বিষয়ে আসতে পারি আমরা, কি বলেন?'

'পারেন।' চাঁছাছোলা উত্তর রানার।

ভুরুজোড়া মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে উঠেই সমান হয়ে গেল স্টুয়ার্টের। 'মিস্টার রানা, গতরাতে পিওতর আরনস্কির ফ্ল্যাটে ঠিক কি ঘটেছিল শুনতে আগ্রহী আমাদের চীফ। একদম শুরু থেকে, প্লীজ!'

তিন মিনিটের বেশি সময় লাগল না মাসুদ রানার পুরোটা ব্যাখ্যা করতে। তবে এবারও লোকটার শেষ মুহূর্তে দিয়ে যাওয়া তথ্য চেপে গেল ও সযত্নে। ওর বক্তব্য শেষ হতে ভীষণরকম থমথমে হয়ে উঠল রুমের পরিবেশ, তেমনি শ্রবণকারী তিনজনের চেহারাও। টানটান উত্তেজিত সি.আই.এ চীফ। দুই স্টেনোর কোন ভাবান্তর নেই। লেখা শেষ করে বসে আছে তারা। ফের কলম চযার জন্যে প্রস্তুত। নজর প্যাডের পাতায়।

'মিস্টার মাসুদ রানা,' খুক্ করে কাশি দিলেন সি.আই.এ. প্রধান। 'কাল রাতে ঠিক কি ঘটেছিল, তার পুরোটা আমরা এখনও জানতে পেরেছি বলে আমি মনে করি না। হয়তো সবটা বলেননি আপনি, কিছু কিছু চেপে গেছেন। যদিও তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না আমরা, এ মুহূর্তে অন্তত। কারণ প্রত্যেকেরই ইচ্ছে হলে সব বলার, বা কিছু চেপে যাওয়ার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে এ দেশে। তবে ইউ নো, তারও সময়-অসময় আছে। এখন আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্ন ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে। এর পিছনে দায়ী একজনের সুপার ব্রেন, আরেকজনের টাকার লোভ। বিজ্ঞান আমাদের যেমন অগ্রগতি দিয়েছে, তেমনি দুর্গতিও দিয়েছে।

'বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কৃত গাড়িতে-বিমানে চড়ি আমরা, আবার ওগুলো দুর্ঘটনায় পড়লে যখন প্রিয় কারও প্রাণহানী ঘটে, তখন কেঁদে বুকও ভাসাই। তবু বিজ্ঞানকে প্রত্যাখ্যান করার কথা কেউ ভাবি না। ভাবা সম্ভবও নয়। আমরা কাঁদি, তারপরও আবার বিজ্ঞানকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরি। এ ক্ষেত্রেও ব্যাপার অনেকটা তাই ঘটেছে। স্বপন একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বসেছে। তবে যেহেতু জিনিসটা এ মুহূর্তে বেহাতে রয়েছে, তাই উদ্বেগ আর দুঃখের সীমা নেই আমাদের। যে-কোন মুহূর্তে যা-তা ঘটে যেতে পারে। যে মুহূর্তে আমরা পিটারকে ধরব ভাবছিলাম, ঠিক সেই মুহূর্তেই উধাও হয়ে গেল সে। আমাদের বড় দুর্ভাগ্য। স্বপনের ব্যাকগ্রাউণ্ড আমরা জানি। সে-ও গায়েব হয়ে গেছে, বুঝতেই পারছেন আমাদের অবস্থা।

'আমরা জানি না ওটা স্বপন এরইমধ্যে কমপ্লিট করে ফেলেছে কি না, উম্মাদ পিটার মার্টিন তার সুইচে হাত রেখে বসে আছে কি না। সে যাক, আমাদের এক সোর্সের দেয়া খবর অনুযায়ী, মার্টিন ওই বাই-পাস

কন্ট্রোল সাইলাস হুগোর কাছে পাঁচ মিলিয়ন ডলারে বিক্রি করবে বলে অঙ্গীকার করেছে। মস্কো তা হুগোর কাছ থেকে হাতাবার চেষ্টায় আছে।

'কাল রাতে যাকে আপনি হত্যা করেছেন, তাকে ভালই চেনেন নিশ্চই। ভিটো সালভি ছদ্মনামে ওই ফ্ল্যাটে ছিল সে গত দু'মাস। আমাদের অনুমান হুগোর সাথে মস্কোর ওই বাই-পাস কন্ট্রোল কেনাবেচার কথা পাকাপাকি হয়ে আছে, এবং জিনিসটা সংগ্রহ করতেই এ দেশে এসেছিল আরনস্কি। ওর পিছনে দু'জন লোক লেগে ছিল আমাদের, দুর্ভাগ্য যে তাদের চিনে ফেলে আরনস্কি। হত্যা করে দু'জনকেই। ওরা তার অ্যাকটিভিটিজ সম্পর্কে কতটা জেনেছে তা বের করার জন্যেই কাজটা সে করেছে।'

নড়েচড়ে বসলেন বৃদ্ধ। নীরবে কয়েক মুহূর্ত পর্যবেক্ষণ করলেন মাসুদ রানাকে। 'আমি জানি, আরনস্কি সম্পর্কিত কোন ইনফর্মেশন জানা ছিল না আপনার, অথচ তারপরও জায়গামত পৌঁছে গেছেন আপনি। হত্যা করেছেন লোকটাকে। কি পরিস্থিতিতে, সে আপনি জানেন। আমার দুই লোকের হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছেন আপনি কাজটা করে, সে জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত আমার। বাট ইউ নো, এর ফলে সূত্র হারিয়ে ফেলেছি আমরা পুরোপুরি। আমাদের আশা ছিল আরনস্কি আমাদের পথ দেখিয়ে অন্তত পিটার মার্টিন পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। সে পথ রুদ্ধ এখন।'

'আমি দুঃখিত। উপায় ছিল না কোন।' সিগারেট ধরাল রানা।

মাথা ঝাঁকালেন চীফ। 'জানি। আমি আসলে বলতে চাইছি, আমাদের আরনস্কির কাঁধে সওয়ার হয়ে মার্টিনকে পাকড়াও করার আশা শেষ। কিন্তু আপনি এ কাজে সাহায্য করতে পারেন আমাদের। স্বপন পর্যন্ত পৌঁছার কোন সূত্র যদি থেকে থাকে আপনার হাতে, তার মাধ্যমে

আমাদের সাহায্য করতে পারেন আপনি। সম্ভব হলে এই মুহূর্তে তাকে চাই আমার। আমাদের আইসিবিএম...সে যাক। ওসব আপনি আমাদের কারও চাইতে কম জানেন না। এ-ও বোঝেন, খারাপ কিছু ঘটলে তা কতখানি খারাপ হয়ে দেখা দেবে।'

চুপ করে থাকল মাসুদ রানা।

'ইন ফ্যাক্ট, আমাদের সাহায্য করা এখন আপনার নৈতিক দায়িত্ব হয়ে পড়েছে, মিস্টার রানা। অন্তত স্বপনের কারণে।'

'অস্বীকার করি না,' বলল ও।

'তাহলে সাহায্য করছেন আপনি?' ঝুঁকে বসলেন বৃদ্ধ।

'গতকাল আমার বসের সাথে টেলিফোনে অনর্থক দুর্ব্যবহার করেছেন আপনি,' সিগারেট অ্যাশট্রেতে ফেলে দিল মাসুদ রানা।

থতমত খেয়ে গেলেন চীফ। 'না, মানে...।' আমতা আমতা করতে লাগলেন। 'ঠিক দুর্ব্যবহার...'

'এ ঘটনার সাথে রাহাত খান কোন ভাবেই জড়িত ছিলেন না।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই!' ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি।

'দয়া করে আরেকবার তাঁর সাথে যোগাযোগ করবেন কি?' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'অন্তত দুঃখ প্রকাশ করা উচিত আপনার।'

'শিওর! মীটিং শেষ করেই ঢাকায় যোগাযোগ করব আমি। তা নিয়ে ভাববেন না আপনি।' খানিক বিরতি। 'তাহলে, মিস্টার রানা, সাহায্য করছেন আপনি আমাদের?'

নরম হলো মাসুদ রানা। 'কি উপায়ে কাজ উদ্ধার করতে চাইছেন আপনি?'

'আপনি শুধু সূত্র ধরিয়ে দেবেন। এরা,' নিজের দু'পাশের দু'জনকে দেখালেন চীফ, 'দু'জন মিলে...

রানাকে এপাশ ওপাশ মাথা দোলাতে দেখে থেমে গেলেন তিনি। 'দুঃখিত। কাজটা আমি একা করতে চাই।'

'একা!' ঘেউ করে উঠল হ্যারি স্টুয়ার্ট। এমনভাবে তাকিয়ে আছে ওর দিকে, পারলে যেন কাঁচা চিবিয়ে খায়।

'হ্যাঁ। আমি চাই না আমার দেশ এ নিয়ে কোনরকম বদনামের ভাগী হোক, তাই নিজেই কাজটা শেষ করতে চাই আমি।'

খানিক চুপ করে থাকলেন বৃদ্ধ। স্টুয়ার্টও চুপ। কারণ এরই মধ্যে অসহিষ্ণুতার জন্যে নীরবে তাকে শাসিয়েছেন চীফ। একটু একটু করে চওড়া, তবে নীরব হাসি ফুটল বৃদ্ধের মুখে। 'অর্থাৎ, আপনি জানেন কোথায় আছে ওরা?'

'জানলে এখানে বসে থাকতাম না।'

নীরব হয়ে গেলেন বৃদ্ধ। গভীর চিন্তায় মগ্ন। ওদিকে হ্যারি স্টুয়ার্ট যে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে, তার চেহারা দেখেই বুঝল মাসুদ রানা। হাসল ও মনে মনে। মার্ক বিভানের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ওর দিকেই তাকিয়ে আছে সে, মুখে বন্ধুসুলভ মিটি মিটি হাসি।

'আপনি একা কাজ করার ব্যাপারে সিরিয়াস, মিস্টার রানা?'

উত্তর দিল না ও। নীরবে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধের চোখের দিকে। এরকম জরুরী মুহূর্তে ভদ্রলোক বিষয়টাকে ইয়ার্কি ধরে নিলেন কি না ভাবছে। 'যদি আপনি ঢাকায় যোগাযোগ করে একবার দয়া করে...

'ওহ্, ও নিয়ে ভাববেন না। আমরা যেমন ভুল করি, তেমনি তা সংশোধন করতেও জানি।'

'সেক্ষেত্রে, আমি সিরিয়াস।'

'ওয়েল...আঁ...' ঘুরে নিজের দুই সঙ্গীর দিকে তাকালেন চীফ। তাদের কারও কিছু বলার আছে কি না বুঝতে চাইছেন।

মাতবরির সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠল স্টুয়ার্ট, 'তাহলে কি দাঁড়াল ব্যাপারটা? লোকটাকে খুঁজে বের করার জন্যে যে পথে এগোতে চান, তার বেনিফিট অভ থট আমাদের জানাচ্ছেন আপনি?'

'এমন কথা বলেছি নাকি?'

বেকুবের মত চেহারা হলো লোকটার। কয়েকবার মুখ খুলল আর বুজল সে। 'তো...তাহলে?'

'বড়জোর বেনিফিট অভ ফাইণ্ডিংস পেতে পারেন আপনারা আমার। আর কিছু নয়; আমি একা কাজ করতে পছন্দ করি, এবং সবসময় তাই-ই করি।'

'তাহলে আমাদের অবস্থান হচ্ছে কোথায়?'

'মাঝনদীতে। নোঙর ছেঁড়া পরিত্যক্ত অচল জাহাজে। বলেইছি তো, পিটার মার্টিনকে খুঁজে বের করার দায়িত্ব আমি নিজের গরজেই নেব। আপনাদের সেখানে প্রয়োজন নেই।'

রেগে উঠল স্টুয়ার্ট। এবং তা চেপে রাখার বিন্দুমাত্র চেষ্টাও করল না লোকটা, অক্ষম রাগে জ্বলছে ভেতরে ভেতরে। মুখের সামনে হাত তুলে 'খুক্' করে উঠল মার্ক রিভান। বুদ্ধি আছে মানুষটার, ঝগড়া-ফ্যাসাদে যেতে চায় না। 'আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

সবাই ঘুরে তাকাল তার দিকে। 'কি?' জানতে চাইলেন তার চীফ।

'অতীতে আমাদের ঠেকা-বেঠেকায় অনেকবার মাসুদ রানার সাহায্য নিয়েছি আমরা। বলা ভাল, নিতে হয়েছে আমাদের বাধ্য হয়ে। এবং কোনবারই তিনি আমাদের হতাশ করেননি। কারণ কাজ যা-ই হোক, যত ভয়ঙ্করই হোক, প্রতিবারই সাফল্যের সাথে তা সমাধা করেছেন মিস্টার রানা। ব্যর্থতা বলে কোন শব্দ তার অভিধানে নেই

সম্ভবত।

'আমাদের কারও ভাল লাগুক বা না লাগুক, আমার মতে এবারও কাজটার দায়িত্ব পুরোপুরি তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে পারি আমরা। সে ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের আশা করা যায় চোদ্দ আনা।'

'ধন্যবাদ,' বলে উঠল রানা। 'যদি না তার আগেই মৃত্যু ঘটে আমার।'

শুনেও শুনল না বিভান। 'তাঁকে যদি আমরা সহযোগিতা করি, তাতে আমাদের নিজেদেরই উপকার হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তিগত নয়, সমষ্টিগত সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি এখানে আমরা। অনেক বড়, অনেক মারাত্মক সমস্যা। আর এ সমস্যা তৈরির সাথে বিসিআই বা মিস্টার রানা কোনমতেই দায়ী নয়। এ সমস্যাকে স্রেফ দুর্ঘটনা বলে ধরে নেয়াই সঠিক হবে আমাদের জন্যে। তাতে কাজ উদ্ধার করা সহজ হবে।'

মাসুদ রানার দিকে তাকাল মার্ক। মৃদু হাসি ফুটল তার মুখে। 'যদি এ ক্ষেত্রে ভোটাভুটির প্রশ্ন আসে, মিস্টার রানার পক্ষেই ভোট দেব আমি।'

সুতো হাত থেকে পুরো ছুটে গেছে বুঝতে পেরে সহকর্মীর ওপর চরম বিরক্ত হলো স্টুয়ার্ট। রাগও হলো তেমনি। কিন্তু বসের সামনে তা প্রকাশ করতে ভরসা হলো না। রাগ-বিরক্তি হজম করে তিক্তস্বরে বলল, 'প্রস্তাব দিলে, না ভাষণ দিলে?'

তাকে এক পলক দেখল বিভান। তারপর চোখ ঘুরিয়ে বসের দিকে তাকাল প্রত্যাশার চোখে। দুই মিনিট স্থির বসে থাকলেন তিনি। নজর মাসুদ রানার মাথার সামান্য ওপরে, পিছনের দেয়ালে নিবদ্ধ।

'ওয়েল,' বলল হ্যারি স্টুয়ার্ট। 'আমার মতে...' চীফের অসহিষ্ণু হাত ঝাপটা দেখে থেমে গেল সে।

'আমার ভোটটাও মাসুদ রানার বাক্সে যাচ্ছে,' বললেন তিনি। 'আশা করি আপনি সফল হবেন।'

'আমি বলেছি, রাহাত খানের নির্দেশ ছাড়া...

'শিওর শিওর। আমি এখনই কথা বলছি জেনারেল খানের সাথে।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'তাঁকে বলবেন আমাকে ফোন করতে।'

'নিশ্চই বলব। এবার বলুন, আমাদের কোন সাহায্য প্রয়োজন কি না আপনার। ম্যানপাওয়ার বা অন্য যে-কোন সাহায্য, চাইলেই পাবেন আপনি। যে-কোন মুহূর্তে।'

'এখনই তেমন কোন প্রয়োজন দেখছি না। হলে জানাব।'

মাথা দোলালেন সি.আই.এ. প্রধান। 'দিনে-রাতে যখন হোক, প্রয়োজন পড়লেই সরাসরি আমাকে ফোন করবেন আপনি, অল রাইট?'

সংক্ষিপ্ত মীটিং শেষ হয়ে গেল মাসুদ রানার নৈতিক বিজয়ের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে আসন ত্যাগ করলেন সি.আই.এ. প্রধান। বললেন, 'রাহাত খানের সাথে যা ঘটেছে, সে জন্যে আমি আন্তরিক দুঃখিত, মিস্টার রানা। আশা করি এ নিয়ে কোন ব্যক্তিগত রোষ পোষণ করবেন না আপনি। কাল সব শুনে মাথা ঠিক রাখতে পারিনি আমি।'

উত্তর দিল না ও। নাক দিয়ে বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল হ্যারি স্টুয়ার্ট, ভোটে হেরে গিয়ে যারপরনাই কষ্টে ভুগছে। তারচেয়েও বড় কষ্ট বসের সামনে মাসুদ রানার কড়া কড়া কথা হজম করতে হয়েছে তাকে। শুধু তাকেই নয়, এমনকি বসকে পর্যন্ত। পরিস্থিতি অন্যরকম হলে ওর এই ঔদ্ধত্যের জন্যে উচিত সাজা অবশ্যই দিত স্টুয়ার্ট, কিন্তু মুশকিল যে ওটা এ মুহূর্তে তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

'আরেকটা কথা,' বলল মাসুদ রানা।

'বলুন।'

'এই মীটিঙে যে মৌখিক চুক্তি হলো আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে, তার একটা লিখিত রেকর্ড চাইব আমি। ওতে আমাকে নিজের মত করে মিশন চালানোর পূর্ণ ক্ষমতা দিতে হবে। মিশন এককভাবে পরিচালনা করব আমি।'

মৃদু হাসি ফুটল পরাক্রমশালী চীফের মুখে। 'আমি ভাবছিলাম এখনও তুলছেন না কেন আপনি প্রসঙ্গটা। অল রাইট, জেন্টলম্যান। পেয়ে যাবেন যথাসময়ে।'

'ধন্যবাদ।' এই প্রথম সামান্য হাসির আভাস দেখা দিল মাসুদ রানার মুখে। উঠে পড়ল ও। হাসিমুখে এগিয়ে এল মার্ক বিভান। হাত বাড়াল হ্যাণ্ডশেক করার জন্যে। গ্রহণ করল রানা হাতটা।

'কংগ্রাচুলেশনস, মাই ফ্রেণ্ড,' বলল সে। 'আপনার দ্রুত সাফল্য কামনা করি।'

'ধন্যবাদ।'

'আশা করছি খুব শীঘ্রি আবার দেখা হবে আমাদের।'

'আমিও।' হ্যারি স্টুয়ার্টের দিকে তাকাল রানা। স্রেফ ভদ্রতা রক্ষার খাতিরে সে-ও হাত মেলাল ওর সাথে, তবে অভদ্রের মত মুখ হাঁড়ি করে। পাঁচ মিনিট পর সি.আই.এ. হেড অফিস ত্যাগ করল মাসুদ রানা।

পরদিন।

বিকেল পাঁচটায় সেভেনথ অ্যাভিনিউর কাছে ফর্টি ফোর্থ স্ট্রীটের ব্লু রিবন রেস্টুরেন্টে মার্ক বিভানের সাথে মিলিত হলো মাসুদ রানা। মনটা মোটামুটি ভাল আজ রানার। কথা রেখেছেন সি.আই.এ. প্রধান। গতকালই ফোনে রাহাত খানের কাছে দুর্ব্যবহার করার জন্যে দুঃখ

প্রকাশ করেছেন তিনি, ক্ষমাও চেয়েছেন।

দুই কাপ কফি অর্ডার দিল বিভান। ব্লু রিবনের কফি নিউ ইয়র্কের সেরা। একটা মুখ খোলা খাম এগিয়ে দিল সে রানার দিকে। 'অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট।'

'ধন্যবাদ।' ওটা কোটের ভেতরের পকেটে রাখল রানা।

'দেখে নিলেন না?'

'কোন প্রয়োজন নেই।'

'আমি আপনার অফিশিয়াল বেবি সিটার নিযুক্ত হয়েছি, মিস্টার রানা।'

কিছু বলল না ও, চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল।

'মানে নেক্সট টু বস্ আর কি! তিনি কোন কারণে অনুপস্থিত থাকলে আমাকেই মেটাতে হবে আপনার চাহিদা। অবশ্য যদি তেমন কিছু প্রয়োজন পড়ে কখনও।'

কফিতে চুমুক দিল রানা। 'আচ্ছা।'

'এ মুহূর্তে কোন সাহায্য চাই আপনার?'

'পিটার মার্টিন সম্পর্কিত আপনাদের ফাইলের একটা কপি চাই।'

'ব্যস?' রানাকে মাথা দোলাতে দেখে যোগ করল সে। 'আজই পৌঁছে যাবে সে ফাইল।'

তিন

রানা এজেন্সি।

নিজ অফিসরুমে বসে আছে মাসুদ রানা। চিন্তিত। স্বপনের কথা ভাবছে ও। ভাবছে তার নিকট অতীতের কথা। তার নোটবইয়ে ভিটো সালভি ওরফে আরনস্কির ঠিকানা কেন? কেন? কেন নিজেকে জড়াল ও এর সাথে?

নকের শব্দে চিন্তাজাল ছিন্ন হলো ওর। 'এসো।'

ভেতরে ঢুকল হালকা-পাতলা গড়নের পরিচ্ছন্ন চেহারার এক যুবক। উচ্চতা পাঁচ ফুট আট, বয়স ছাব্বিশ-সাতাশ। কথা বলার চাইতে শুনতে বেশি পছন্দ করে সে। নাম ফরহাদ। রানা এজেন্সির মাদক বিষয়ক এক্সপার্ট।

'বোসো।' সামনে রাখা ফোল্ডারটা দেখল মাসুদ রানা। ওতে মার্ক বিডানের-সরবরাহ করা পিটার মার্টিন সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য আছে। বসল যুবক। 'কিছু ফিল্ডওয়ার্কের ব্যবস্থা হয়েছে তোমার জন্যে,' বলল রানা।

'খুব খুশি লাগছে শুনে। বেশ কিছুদিন যাবৎ বসে আছি।'

ইন্টারকমে দু'কাপ কফির নির্দেশ পাঠাল মাসুদ রানা। 'তবে এবারের পাল্লাটা বেশ শক্ত হবে মনে হচ্ছে। প্রচণ্ড খাটুনি হবে।'

'তাই তো চাই, মাসুদ ভাই।'

কফি এল। যার যার কাপে চুমুক দিল ওরা দু'জনে। পানের ফাঁকে করণীয় সম্পর্কে বলতে আরম্ভ করল রানা ফরহাদকে। থেমে থেমে, গুছিয়ে বলছে ও, নজর যুবকের মুখের ওপর নিবদ্ধ। তার কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না, বুঝতে চায় মাসুদ রানা। কিন্তু ফরহাদ নির্বিকার, বিনা প্রশ্নে বসের প্রতিটি শব্দ, তথ্য হজম করে ফেলল সে। ঝাড়া দশ মিনিট পর থামল রানা, অপেক্ষা করতে লাগল যুবকের সম্ভাব্য প্রশ্নের।

কোন প্রশ্ন করল না ফরহাদ। কেবল মাথা সামান্য ঝাঁকিয়ে বোঝাতে চাইল, ওর বক্তব্য সে বুঝতে পেরেছে। কাজটা যে কঠিন, সেটাও যে সে অনুমান করছে, তাও বুঝিয়ে দিল ফরহাদ শীতল চাউনি দিয়ে।

'বুঝেছি, মাসুদ ভাই। সহজ হবে না কাজটা, এবং একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই বড়রকম ঝামেলা দেখা দেবে।'

'শুধু বড় নয়। অনেক অ-নে-ক বড়।'

'বুঝেছি। কোত্থেকে শুরু করতে বলছেন তাহলে?'

'পিওতর আরনস্কিকে ব্যাকট্র্যাক করা দিয়ে। তুমি সফল হলে হয়তো একটা লীড পাওয়া যাবে এগোবার।'

'মনে করুন শুরু করে দিয়েছি,' কাপের কিনারার ওপর দিয়ে তাকাল ফরহাদ। 'কিন্তু লোকটা সম্পর্কে যা বললেন, তাতে তার অতীত ফলো করলে তেমন কিছু সুবিধে হবে বলে আপনি মনে করেন?'

'না। তা অবশ্য মনে করি না। তবে সে যে আমাকে সমস্ত তথ্যই নির্ভুল দিয়েছে, তাও মনে করি না। কিছু না কিছু অবশ্যই চেপে গেছে আরনস্কি। আমাকে ও যা বলেছে, ওরকম বিপদে আর কেউ ফেললে তাকেও সেটুকুই বলত। কাজেই চেক করে দেখা দরকার পুরোটাই।'

'ঠিক আছে।'

'তুমি ওদিক দেখো, আমি আরেকদিক দেখি।'

'জ্বি।'

ম্যানহাটনে নতুন গড়ে ওঠা চোখ ধাঁধানো এক অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে বাসা স্বপনের। পুরানো সব দালানকোঠা ভেঙে গড়ে উঠেছে এই আবাসিক ব্লক। একই ধাঁচের আকাশছোঁয়া ভবন প্রতিটি। এর একটার আটতলায় চার রুমের বিলাসবহুল বাসা তার।

রানা এজেন্সিতে স্বপনের বেতন ছিল প্রতি সপ্তাহে সাড়ে আটশো ডলার। সেই তুলনায় তেমন একটা ব্যয়বহুল নয় এটা। তাছাড়া স্বপন অতিরিক্ত ভাতাও পেত বেল্ট এয়ার থেকে। ওর মারফত রানা এজেন্সির যা আয় হত, তার একটা অংশ পেত স্বপন। তিন কুলে নেই কেউ, অতএব খরচ করত হাত খুলে। তবু, ভাবল রানা, বাড়ি ভাড়া একটু বেশি-ই তার অন্যদের তুলনায়। চারশো ডলার সপ্তাহে। যদিও একা একজনের জন্যে এত বড় বাড়ি নিষ্প্রয়োজন। কোন দরকার ছিল না তার এ বাড়ির।

মনে আছে রানার, দু'বছর আগে ব্রুকলিনের যে দু'রুমের ফ্ল্যাটে থাকত স্বপন, তার ভাড়া ছিল সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ ডলার। হঠাৎ করে খরচের হাত এত বেড়ে গেল কেন তার? চিন্তা করছে রানা, কোনও বেআইনী পথে টাকা আসতে শুরু করেছিল স্বপনের হাতে? কোন সূত্রে? ভাবনাটা অস্বস্তিকর, অথচ ভুলে থাকতেও পারছে না রানা। বরাবরই সৎ বলে এজেন্সিতে সুনাম ছিল স্বপনের।

ওর আগমনের কারণ শুনে বিল্ডিং সুপারকে ডেকে পাঠাল ডোরম্যান। সুপার লোকটা বয়স্ক, এবং বুদ্ধিমান। মাসুদ রানার চাউনি দেখেই বুঝে নিল যা বোঝার, কোন প্রশ্ন করল না। গত ক'দিন থেকে সাদা পোশাকের 'এদের' দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে।

'ভাবছি কবে এই যন্ত্রণা শেষ হবে,' বিড়বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করল সুপার।

'খুব শীঘ্রি,' বলল রানা।

'কয়েকশো ছবি তোলা হয়েছে মিস্টার স্বপনের অ্যাপার্টমেন্টের, প্রিন্টের আশায় ছড়ানো পাউডারে গোড়ালি ডুবে যাওয়ার দশা। পুলিসের প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জিভের ডগা খয়ে গেছে আমার প্রায়। আর কত? আর কোন তথ্য আমার ভাণ্ডারে নেই যা আপনার কোন কাজে আসবে, মিস্টার।'

'আপনার অসুবিধে আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কি করি বলুন? কর্তব্য যে করতেই হবে।'

'জানি বলেই তো চুপ করে আছি,' কাঁধ ঝাঁকাল সুপার। মুখ ঘুরিয়ে লক্ষ্যহীনভাবে রাস্তা দেখাল সে। 'ওদের হাজারো প্রশ্নের জবাব দিয়েছি এতদিন, এবার শুনি আপনার প্রশ্নগুলো।'

'ভদ্রলোক কেমন ছিলেন?'

'পুরোপুরি ভদ্রলোক ছিলেন,' দ্রুত জবাব দিল সুপার। 'খাঁটি ভদ্রলোক যাকে বলে। কাউকে কখনও বিরক্ত করেননি, ভাড়া সব সময় অগ্রিম পরিশোধ করতেন। বাসায় পার্টি দেয়ার নামে হৈ-হুল্লোড় করা বা মেয়ে নিয়ে রাত কাটানো, একদম ছিল না স্বপন সাহেবের মধ্যে। পছন্দ করতাম আমি তাঁকে।'

'ভাল মানুষকে পছন্দ করতেই হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে ডোরম্যানকে নিজের জায়গায় যাওয়ার নির্দেশ দিল বৃদ্ধ সুপার। রানার দিকে ফিরে নরম গলায় বলল, 'আসলে ব্যাপারটা কি বলুন তো? এতদিন শুনে এসেছি অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন ভদ্রলোক। কিন্তু...'

'বিষয়টা জটিল। নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা যাচ্ছে না এখনই।'

মাথা ঝাঁকাল সুপার। 'বড় আফসোসের কথা। প্রাইভেট ডিটেকটিভ ছিলেন স্বপন সাহেব, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'খুন-টুনের ব্যাপার না তো?'

না শোনার ভান করল মাসুদ রানা।

'এদিকে ফ্ল্যাটটা খালি পড়ে আছে। কি করি ওটা নিয়ে বলুন তো? ভদ্রলোক অবশ্য পুরো বছরের ভাড়াই অগ্রিম দিয়ে গেছেন।'

এ-ও একটা তথ্য বটে! ভাবল মাসুদ রানা, প্রায় বিশ হাজার ডলার একসঙ্গে বাড়ি ভাড়া হিসেবে দিয়েছে স্বপন, এত টাকা। নাকি মাস বলতে গিয়ে বছর বলে ফেলেছে লোকটা? 'আপনি নিশ্চই মাস বোঝাতে চাইছেন?'

'না না, বছর বোঝাতে চাইছি আমি। এ বছরের পুরো ভাড়া দিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। নিশ্চই খুব ভাল ব্যবসা করত তাঁর কোম্পানি।'

'হয়তো,' চিন্তিত গলায় বলল রানা।

'কি যে করি ফ্ল্যাটটা নিয়ে!'

'আপনার লইয়ারের সাথে কথা বলে দেখুন সে কি বলে। ফ্ল্যাটটা দেখতে চাই আমি।'

ইঙ্গিতে এলিভেটর দেখাল সুপার। 'বি মাই গেস্ট। এইটথ ফ্লোরে চলে যান। দরজা খোলাই আছে ও-ফ্ল্যাটের।'

'ধন্যবাদ।' সেদিকে পা বাড়াল ও।

'আমি এখানেই থাকছি আপনার অপেক্ষায়।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা। ছোট একটা লবিতে এসে থামল ওটা। বেরিয়ে এসে ডানে-বাঁয়ে তাকাল

রানা। মেঝে দামী কার্পেটে মোড়া। দেয়ালে চমৎকার হালকা রঙ করা। কয়েকটা সুন্দর, তবে অখ্যাত শিল্পীর আঁকা তেলছবি ঝুলছে দেয়ালে। স্বপন সাহার বন্ধ ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়াল মাসুদ রানা। সেই চিরপরিচিত হাসিখুশি স্বপন এখানে নেই, ভাবতেই বুকটা মুচড়ে উঠল। নব ঘুরিয়ে দরজা খুলে ফেলল রানা, আস্তে করে ঠেলা দিয়ে পুরো মেলে দিল পাল্লা। দাঁড়াল গিয়ে ভেতরে।

বাতাসে চুরুটের হাল্কা ধোঁয়া ভাসছে। হলওয়ে পেরিয়ে এসে দাঁড়াল ও আবার, সামনে, ডাইনে-বাঁয়ে তাকাল। ভেতরের আলো সবগুলোই জ্বলছে। কেউ নিভিয়ে দেয়ার গরজ বোধ করেনি। দামী দামী সব ফার্নিচারে ঘর প্রায় বোঝাই। ঘরের প্রতিটি জিনিস থেকে টাকার গন্ধ আসছে। আগের সেই সন্দেহটা আবার খোঁচাতে শুরু করল রানাকে। মনটা খারাপ হয়ে গেল।

অবৈধ অর্থের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল স্বপন? তাও কি সম্ভব? ওর মত নীতিবান একজনের পক্ষে...

এখানে আসলে কিছু খুঁজতে আসেনি মাসুদ রানা, কারণ তেমন কিছু এ বাড়িতে পাওয়া যাবে বলে মনে করে না ও। বাসাটাই কেবল দেখতে এসেছে। দশ মিনিট ধরে এ-রুম ও-রুম ঘুরে বেড়াল। কেবিনেট, ড্রয়ার সব খোলা। ওগুলোর ভেতরে চোখ বোলাল। একজন বিলাসী মানুষের যত কিছুর চাহিদা থাকতে পারে, তার সবই স্বপনের আছে দেখা গেল। অবাক কাণ্ড!

পিতলমোড়া মেহগনি কাঠের দামী এক লিকার কেবিনেটের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। মজুত পরীক্ষা করতে লাগল। কোন্ পানীয় নেই, ভেবে পেল না ও। হরেক বোতলে হরেক পানীয়। কাবার্ড ভর্তি শার্ট, প্যান্ট, স্যুট, টাই আর এটা-ওটায়।

সবকিছুই চেক করেছে সি.আই.এ, সবখানেই হাতের ছাপ খুঁজেছে তারা পাউডার ছড়িয়ে। থরো এবং মেথডিকাল সার্চ যাকে বলে পুলিসের ভাষায়। তবে রুটিন চেক। নিজের কাজ চালিয়ে গেল মাসুদ রানা। কিছু যদি পাওয়া যায়, সেই ভরসায়।

লিভিংরুমের এক কোণে একটা কাঠের টেবিল ও ফাইল কেবিনেট দেখে সেদিকে এগোল ও। এক নজর দেখেই বোঝা গেল, ঘরে বসেই কিছু কিছু অফিশিয়াল কাজ করত স্বপন। কিন্তু খুঁজেপেতে শেষ পর্যন্ত কাজে লাগে তেমন কিছু পাওয়া গেল না। সবগুলো ফাইল শূন্য।

ওপরের ড্রয়ারে বেল্ট এয়ার ইলেক্ট্রনিকস কোম্পানি সম্পর্কিত একটা ফাইল পাওয়া গেল। সেটাও খালি। তবে ভেতরে এক পলক চোখ বুলিয়েই বুঝল রানা, কয়েকদিন আগেও প্রায় ভরা ছিল এ ফাইল। কাগজ আটকে রাখার গজ লাইন দেখলেই বোঝা যায় অন্তত আধ ইঞ্চি পুরু কাগজ ছিল এ ফাইলে। কভারটা জায়গামত রেখে দিল মাসুদ রানা। ড্রয়ার বন্ধ করে দিল। কাগজগুলো স্বপন নিজেই সরিয়েছে, না আর কেউ, মাথায় সেই চিন্তা।

নিচে চলে এল মাসুদ রানা। রিসেপশন লেখা বড়সড় কাঁচের এক পার্টিশনের ওপাশে নিজের ডেস্কে বসে আছে সুপার, সামনে একটা খোলা ফাইল। ওর পায়ের শব্দে চোখ তুলল সে। 'হয়ে গেল?'

'আপাতত।'

'মানে আবার আসতে হতে পারে?' মুখ বাঁকা হয়ে গেল সুপারের।

'হ্যাঁ।'

'ওহ্, গড!'

'একটা কথা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, বলুন! একটা কেন, দশটা বলুন না, কে নিষেধ করতে

যাচ্ছে? আর করলেই বা কে শুনছে?'

'মিস্টার স্বপনের ব্যক্তিগত মেইল বক্স আছে?'

'আছে।'

'কোন চিঠিপত্র আছে ওতে?'

'না। একটু আগেই চেক করেছি আমি।'

'যদি আসে, নিজের কাছে রেখে দেবেন। আমি আসব ওগুলো দেখতে।'

'নিশ্চই!' কি যেন ভাবল সুপার। 'আপনার কি মনে হয়, ফ্ল্যাটটা খালি করে ফেলতে পারি আমরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'অল্পদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে কোর্ট-অর্ডার পাবেন আপনি। ততদিন ও দরজায় তালা মেরে রাখবেন। আমি ছাড়া অন্য কেউ ওই ফ্ল্যাট আর দেখতে আসবে না।'

'আচ্ছা!'

বেল্ট এয়ার ইলেক্ট্রনিকস কোম্পানির কারখানাটা লা গুয়ারডিয়া ও কেনেডি এয়ারপোর্টের মাঝামাঝি জায়গায়। বিশাল এক কমপ্লেক্স। মোটা তারের ফেন্সঘেরা সুরক্ষিত এক দুর্গ প্রায়। গেটে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী, ভেতরে আরও আটজন। ভেতরের প্রতি দু'জনের সাথে আছে একটা করে কুকুর।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প এটা, মিসাইল গাইডেন্স সিস্টেম নিয়ে এদের কারবার, অতএব এই সাবধানতার প্রয়োজন আছে। ঝাড়া বারো মিনিট অপেক্ষা করতে হলো রানাকে ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেতে। দুই গার্ড ভেতরের মেইন অফিস রুমে প্ল্যান্ট ম্যানেজারের কক্ষে পৌঁছে দিয়ে গেল ওকে। হেনরি স্ট্যানটন তার নাম।

'আপনাকে প্রতি মুহূর্তে আশা করছিলাম আমরা, মিস্টার মাসুদ রানা,' বলল সে। 'এসেছেন বলে ধন্যবাদ।'

'মাই প্লেজার।'

'আমাদের এখানে তেমন একটা দর্শনার্থী আসে না, আমরা এন্টারটেইন করি না। সেজন্যেই আপনাকে একটু বেশি সময় অপেক্ষা করতে হলো গেটে। আশা করি কিছু মনে করবেন না আপনি?'

'না না। ঠিক আছে।' তার বাড়ানো হাত ঝাঁকিয়ে দিল রানা।

'এবার বলুন, আপনার জন্যে কি করতে পারি?'

'আমি স্বপন সাহা সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছি।'

'বুঝতে পারছি,' মাথা দোলাল স্ট্যানটন।

'এ ছাড়া তিনি আপনাদের নিয়োগ পাওয়া কর্মচারীদের যে সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্স ফাইল মেইনটেইন করতেন, সেগুলোতেও চোখ বোলাব।'

'কোন সমস্যা নেই। আর...

'আপাতত এ পর্যন্তই। আর কিছু প্রয়োজন হলে পরে জানাব।'

'তাহলে তো অনেক সহজ হয়ে গেল।' হাত বাড়িয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপল প্রজেক্ট ম্যানেজার। 'মিস চেরি, একটু আসুন, প্লীজ!'

অতি বিদ্যান টাইপ চেহারা তার সেক্রেটারির। বয়স ত্রিশের মত। বাদামী চুল এত জোরে টেনে বেঁধেছে পিছনে যে কপালের চামড়া টানটান হয়ে আছে। বস্ ইশারা না করা তক মাসুদ রানার দিকে সে তাকাল না পর্যন্ত।

'মিস চেরি, ইনি জনাব মাসুদ রানা। রানা এজেন্সির প্রধান। আমাদের সিকিউরিটি এঁর ফার্ম-ই রক্ষা করছে। আপনি এঁকে পারসোনেল ডিপার্টমেন্টে নিয়ে যান; পরিচয় করিয়ে দিন মিস হান্টের

সাথে। তাকে বলবেন, এঁকে যেন পূর্ণ সহযোগিতা দেয়া হয়। জনাব মাসুদ রানা আমাদের পারসোনেল ফাইলগুলো চেক করবেন হয়তো।'

'নিশ্চই, স্যার.' নার্ভাস এক টুকরো হাসি ফুটল অতি বিদ্যানের মুখে। 'আসুন. মিস্টার মাসুদ রানা।'

আসন ছাড়ল ও। 'মিস্টার স্ট্যানটন, প্রয়োজন হলে আমি পুরো প্রকল্প ঘুরে দেখব, একা। দয়া করে সে ব্যবস্থা করে রাখবেন।'

'নিশ্চই করে রাখব, ভাববেন না।'

'ধন্যবাদ।' বেরিয়ে এল রানা মিস চেরির সাথে। প্রথমে আউটার অফিসে নিয়ে আসা হলো মাসুদ রানাকে। এখান থেকে এক সশস্ত্র গার্ড সঙ্গ নিল, ওদের পাঁচ গজ পিছন পিছন চলতে লাগল সে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দীর্ঘ এক করিডর ধরে এগোল ওরা। চোখ সওয়া নরম আলো জ্বলছে করিডরে। তার শেষ মাথায় বড় করে 'ক্যামিলি হান্ট, পারসোনেল' লেখা বন্ধ এক দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল চেরি।

ডানদিকে, দরজার ফ্রেমের পাশে একটা সুইচ টিপল সে, ভেতরে বাযারের মৃদু চাপা আওয়াজ উঠল। দরজা খুলে রানাকে ভেতরে ঢুকতে বলল চেরি বিনীতভাবে। ওর পর সে-ও ঢুকল। গার্ড দাঁড়িয়ে থাকল করিডরে।

ভেতরে প্রথমে ক্যামিলি হান্টের সেক্রেটারির অফিস। তার পিছনে প্রাইভেট লেখা আরেক বন্ধ দরজা। স্ট্যানটনের নির্দেশ চেরি জানাল একে, এ জানাল ক্যামিলি হান্টকে। তারপর আবার প্রতীক্ষা। তবে এবার সময় বেশি লাগল না। এক মিনিট পুরো হওয়ার আগেই ভেতরে ঢোকার অনুমতি পেল মাসুদ রানা।

ক্যামিলি হান্ট একজন স্ট্র্যাটেজিস্ট। এ কোম্পানির পার্সোনেল ডিরেক্টর। সব নিয়োগ তার হাত দিয়েই হয়। তবে রানা এজেন্সি, অর্থাৎ

স্বপন, প্রার্থীর ব্যাকগ্রাউণ্ড পরীক্ষা করে ও-কে সঙ্কেত দেয়ার পর কাউকে নিয়োগ করতে পারে সে। আগে নয়। যার অতীত রেকর্ডে সামান্যতম আঁচড়ও আছে, সে সুযোগ পায় না এখানে চাকরির। যারা এখানে কর্মরত, প্রত্যেকে পরিষ্কার অতীত রেকর্ডের অধিকারী।

ক্যামিলি হান্টের রুমটা প্রকাণ্ড। দেয়ালের রং আজব, গাঢ় সবুজ। দেয়ালে ঝুলছে অসংখ্য ফ্রেমে বাঁধানো প্লেনের ছবি। এ পর্যন্ত মার্কিনীরা যত প্লেন উড়িয়েছে আকাশে, তার সবগুলোর ছবিই আছে এখানে। হান্টের বসার জায়গাটাও আজব। পর্দা ঢাকা এক ফলস জানালার কাছে এমনভাবে সেট করা তার ডেস্ক, ওখানকার সিলিং এমনভাবে আলোকিত করা হয়েছে, কারও বোঝার সাধ্য নেই যে ওটা একটা ডেস্ক, এবং তার ওপাশে কেউ একজন বসে আছে।

অবশ্য ডেস্কে ছিল না ক্যামিলি হান্ট। মাসুদ রানার বাঁ দিকে, রুমের এক প্রান্তে আধো আলো, আধো আঁধারিতে বসে সতর্ক চোখে রানাকে দেখছে সে। বুঝতে পারেনি, ধরা পড়ে গেছে আগন্তুকের চোখে। চোখের কোণে তার চকচকে কানের দুল দেখে ফেলেছে মাসুদ রানা। যদিও তা টের পেতে দিল না ও। মেয়েটি বোধহয় মজা দেখছে, দেখুক। তার আসনের পিছনে দেয়ালে ঝোলানো প্রকাণ্ড এক ন্যুড পেইন্টিঙের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। এমনভাবে আঁকা হয়েছে ছবিটা, জ্যান্ত মনে হয়। যেন মুগ্ধ হয়েছে, এমন চোখে দেখতে লাগল ও। দারুণ আঁকা হয়েছে মেয়েটির ফিগার। চেহারাও চোখা।

'চমৎকার!' যেন আপনমনে নিজেকেই বলল মাসুদ রানা। ধীরপায়ে হান্টের চেয়ারে এসে বসল। টেবিলের ওপর দুটো মূল্যবান টেবিল ল্যাম্প রয়েছে। ফ্লেক্সিবল হেডেড। ও দুটোর মাথা ক্যামিলি হান্টের দিকে ঘোরাল মাসুদ রানা, তারপর একযোগে জ্বেলে দিল আলো দুটো।

চোখাচোখি হলো দু'জনের। টের পেল রানা, হাসি শুরু হওয়ার আগেই জমে গেছে ওর। পিছনের দেয়ালে ঝোলানো ন্যুড পেইন্টিংটা শিল্পীর কল্পনা নয়, বাস্তব। ক্যামিলি হান্টের ছবি ওটা।

অনড় বসে আছে সে একটা আর্ম চেয়ারে। বসার ভঙ্গি শিথিল, তবে মেরুদণ্ড খাড়া। ছবির থেকেও সুন্দরী মেয়েটি। ডান হাতের আঙুল ভাঁজ করে তার ওপর থুতনি রেখে ওকে দেখছে ক্যামিলি। 'হ্যালো!' সুগঠিত দাঁত দেখা গেল মেয়েটির।

'হ্যালো!'

'আলো দুটো নিভিয়ে দিতে বললে কিছু মনে করবেন আপনি?'

'আপনাকে পরিষ্কার আলোয় দেখতে ভালই তো লাগছে।'

'ওই পেইন্টিঙে কি আরও বেশি পরিষ্কার দেখেননি আমাকে?' আবার হাসল ক্যামিলি হান্ট। রোমাঞ্চিত হলো মাসুদ রানা।

'তা দেখেছি। কিন্তু ছবি ছবি-ই। আসল জিনিস চোখের সামনে থাকতে ছবি দেখে মন ভরে না আমার।'

উঠল ক্যামিলি। 'ধন্যবাদ।' ব্যালে নর্তকীর ভঙ্গিতে দীর্ঘ, মেদহীন পা ফেলে এগিয়ে এল। কাছ থেকে ভাল করে দেখল তাকে রানা। তেইশ-চব্বিশ হবে বয়স। উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত। হালকা-পাতলা, অথচ ভরাট দেহ। বাঁধ ভাঙা যৌবন উপচে পড়ছে যেন সর্বাঙ্গ দিয়ে। নারীর যৌনাবেদনের যদি কোন মাত্রা থেকে থাকে, তাহলে এ যাবৎ ওর দেখা মেয়েদের মধ্যে এ নিঃসন্দেহে তাতে চ্যাম্পিয়ন। মৃদু উত্তেজনা অনুভব করল মাসুদ রানা।

'আপনিই তাহলে সেই গ্রেট?'

'কোন্?'

পাল্টা প্রশ্নটা শুনেও শুনল না ক্যামিলি। 'এতদিন আপনার নামই

শুনে এসেছি কেবল। আজ স্বচক্ষে দেখে ধন্য হলাম।'

মৃদু হাসি ফুটল মাসুদ রানার মুখে। বুকে কামনার তীব্র এক খোঁচা খেলো ক্যামিলি। 'ভবিষ্যতে কোন প্রয়োজন পড়লে আমাকে ভাড়া করতে দ্বিধা করবেন না,' বলল রানা। 'আপনাকে সার্ভিস দেয়ার জন্যে অলওয়েজ স্ট্যাণ্ড বাই থাকব আমি।

'কোন সার্ভিস?'

'সে যখন যা হয় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেব আমরা প্রয়োজনে।'

'আচ্ছা বেশ। তাই হবে।'

মেয়েটিকে আসন ছেড়ে দিল মাসুদ রানা। ডেস্কের এ পাশে এসে বসল, ক্যামিলি বসল নিজের চেয়ারে। 'এবার বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি, মিস্টার রানা?'

হেলান দিয়ে বসল ও। 'পার্সোনেলদের ব্যাপারে স্বপনের সাবমিট করা সমস্ত রিপোর্ট আপনার হাতেই প্রথম আসে, তাই না?'

'হ্যাঁ, সব। প্রার্থীদের ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করে ক্লিয়ারেন্স দেন তিনি, আই মীন, দিতেন। তারপর অবস্থা বুঝে তাদের নিয়োগ করা হয়। আমিই করি সে কাজ। তবে ইদানীং পলিসি পাল্টে ফেলেছে আমাদের কোম্পানি। যারা পুরানো কর্মচারী, তাদের ব্যাকগ্রাউণ্ডও নতুন করে চেক করে দেখার নির্দেশ পেয়েছি আমি। সে মোতাবেক কাজ শুরু করেছিলেন মিস্টার স্বপন। কিন্তু...'

'ব্যাকগ্রাউণ্ডের কোন কোন বিষয়কে গুরুত্ব দেন আপনারা?'

'সবকিছুকে। প্রার্থীর সঙ্গী-সাথী, তার দেনা-পাওনা, পুলিস রেকর্ড, স্কুল-কলেজ রিপোর্ট, সব।'

'স্বপনের ফাইলটা দেখতে পারি আমি? মানে তার সাবমিট করা রিপোর্টগুলো আর কি!'

'নিশ্চই পারেন,' আবার হাসল ক্যামিলি হান্ট। বাঁ হাত বাড়িয়ে সরু, দীর্ঘ ম্যানিকিউর করা তর্জনী দিয়ে ইন্টারকমের সুইচ টিপল। মুখ এগিয়ে নিয়ে এল সামনে। 'লিন্ডা, ভল্ট থেকে মিস্টার স্বপনের জমা দেয়া রিপোর্টের ফাইলটা নিয়ে এসো, প্লীজ।'

'ওই ফাইলের আর কোন কপি আছে?'

'না।'

'আপনি ছাড়া আর কেউ চেক করে ওই ফাইল?'

'হেড অফিস করে। ওয়াশিংটন। স্রেফ রুটিন আর কি!'

'ওরা কখনও আপনাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে?'

'তেমন না। খুব কম। আমার সন্তুষ্টি ওরা মেনে নেয়।'

'সব লেভেলের প্রার্থীর ব্যাকগ্রাউণ্ড চেক করা হয় এখানে?'

'সব লেভেলের। ক্লিনার থেকে একেবারে মাথা পর্যন্ত সবার।'

লিন্ডা এসে ঢুকল ভেতরে। বিনা বাক্যে টেবিলে একটা ফাইল রাখল সে, তারপর বেরিয়ে গেল। ফাইলটা তুলে নিল মাসুদ রানা। ভেতরের কাগজগুলোয় চোখ বুলিয়ে গেল দ্রুত। স্বপনের বাসার ফাইল থেকে যে পরিমাণ কাগজ উধাও হয়েছে, তারচেয়ে কিছু বেশি কাগজ আছে এটায়। পরক্ষণেই নিজের ভুল বুঝতে পারল রানা। ওই ফাইলের কাগজগুলো ছিল আসলে অনিয়নস্কিন পেপারের, আর এগুলো পুরু কাগজ। অর্থাৎ? খুব সম্ভব দুই ফাইলের কাগজের পরিমাণ একই হবে। গুনে দেখল ও, মোট চুরাশিটা শীট।

'এই ফাইল কত পুরনো?' চোখ তুলল মাসুদ রানা।

'প্রায় তিন বছরের।'

'এরা প্রত্যেকে এখনও কর্মরত আছে?'

'হ্যাঁ। এখানে যারা একবার আসে, তারা সহজে যেতে চায় না।

কারণ, আমরা কর্মচারীদের বেতন-ভাতা ইত্যাদি যথেষ্ট দিয়ে থাকি।'

'আই সী!'

'বছর তিনেক আগে আমাদের কারখানার কার্যক্রম বেড়ে গেছে। সে সময় বেশ কয়েকজনকে নতুন নিয়োগ করেছি আমরা। তারপর থেকে নিয়োগ বন্ধ।'

ভেতরের কাগজগুলোয় নজর বোলাতে লাগল রানা। পরপর কয়েকটা শীটে প্রার্থীদের নাম, পুলিস রেকর্ড, স্বপনের অনুমোদন ইত্যাদি পড়ল সংক্ষেপে। 'কারও ব্যাপারে কখনও কোন নেগেটিভ মতামত প্রকাশ করেছে স্বপন?'

'না।'

'এ পর্যন্ত কোন কর্মচারীকে বরখাস্ত করেছেন আপনারা?'

'না। আমরা ও কাজ করি না। কারণ বরখাস্ত করতে হতে পারে তেমন কাউকে নিয়োগই দিই না আমরা। ও কাজ যাতে করতে না হয় সে জন্যেই আমাদের এই প্রি-এমপ্লয়মেন্টারি কার্যক্রম। তবে কেউ কোন রকম বেআইনী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে বসলে তাকে শাস্তিমূলক ট্রান্সফারের বিধান আছে এখানে। তবে তা-ও খুবই কম।'

'এমনকি কখনও ঘটেছে, স্বপন রেকমেন্ড করা সত্ত্বেও কাউকে নিয়োগ দেয়নি আপনার কর্তৃপক্ষ?'

'ঘটেছে। তবে সে জন্যে মিস্টার স্বপনের রেকমেণ্ডেশন দায়ী, তেমনটা ভাববেন না যেন। সে জন্যে দায়ী প্রার্থীর টেকনিক্যাল অপারগতা। আমাদের এখানে মূলত নেয়া হয় টেকনিক্যাল হ্যান্ড। তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড সন্তোষজনক হলেও নিয়োগের সময় দেখা গেল কারও কারও টেকনিক্যাল জ্ঞান কম, সেইসব ক্ষেত্রে এ পদক্ষেপ নিতেই হয়।'

ফাইলটা বন্ধ করল মাসুদ রানা। 'সে কাজটা আপনিই করে থাকেন,

তাই না? স্বপন রেকমেন্ড করার পর সমস্যা বুঝলে আপনি কাউকে কাউকে নিয়োগ দেয়া বন্ধ রাখেন, এই তো?'

'ঠিক।'

'ফাইলটা আমি নিয়ে যেতে পারি?'

'পারেন। তবে খুব যত্নে রাখবেন দয়া করে।'

'নিশ্চই।'

'আপনাদের কর্মচারীদের অ্যালফাবেটিক্যাল নামের কোন তালিকা আছে?'

'আছে।' নিজের বাঁ দিকের একটা ড্রয়ার খুলল ক্যামিলি, একটা হীনস্বাস্থ্যের ফোল্ডার বের করে এগিয়ে দিল। 'এই যে।'

ভেতরে চোখ বোলাল মাসুদ রানা। খুঁজল কিছু একটা। কিন্তু পেল না।

'একটা প্রশ্ন করব ভাবছিলাম।'

'করুন,' চোখ তুলল ও।

'এতদিন জানতাম মিস্টার স্বপন দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। হঠাৎ এমন কি ঘটল যে সিআইএ, তারপর আপনি, সবাই মিলে তার আর পিটার মার্টিন সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করে দিলেন?'

ভুবন ভোলানো হাসি দিল মাসুদ রানা। 'কি যে ঘটেছে, সেটা নিশ্চিত জানতে চাই বলেই তো তদন্ত করছি। কাজ শেষ না হতে কি করে বলি, বলুন?'

কয়েক মুহূর্ত নীরবে দেখল ওকে মেয়েটি। কি ভাবল কে জানে। 'সিআইএ-র নির্দেশ আছে আপনাকে সবরকমের সহায়তা প্রদানের। অতএব যখন যা প্রয়োজন, জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

'নিশ্চয়ই। ধন্যবাদ।'

চার

ক্যামিলি হান্টের অফিস থেকে বেরিয়ে স্বপন সাহার অফিসে এল মাসুদ রানা। প্রজেক্ট ম্যানেজারের অফিসের কাছাকাছি মাঝারি একটা রুম বরাদ্দ করেছিল কোম্পানি ওর জন্যে। স্বপনের সুন্দরী সেক্রেটারি ভেতরে নিয়ে এল রানাকে। নাম ন্যান্সি।

বিশ-বাইশ বছর হবে তার বয়স। সাদামাঠা চেহারা। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। নিচে হালকা কালির ছোপ। বসের 'মৃত্যুশোক' এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি, দেখলেই বোঝা যায়। বিনা বাক্য ব্যয়ে কেবিনেট ড্রয়ার থেকে একটা ফাইল বের করে দিল সে। ওটা খুলল মাসুদ রানা, চোখ বুলিয়ে গেল দ্রুত। নতুন কিছু নেই এতে। যা আছে, তা ক্যামিলির অফিসে দেখেছে ও, নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

'আর কেউ দেখেছে এ ফাইল? কোন এজেন্সি?' ন্যান্সির দিকে ভাল করে তাকাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ,' সর্দি সর্দি গলায় বলল মেয়েটি। 'হ্যারি স্টুয়ার্ট নামে এক ভদ্রলোক দেখেছেন। উনি...'

'চিনেছি আমি।'

মুখ নিচু করে হাতের কলম নাড়াচাড়া করতে লাগল ন্যান্সি। আনমনা।

'এখান থেকে কোন কাগজ নিয়েছে কেউ?'

'না। লক্ষ করলে দেখবেন, প্রতিটি শীটে ক্রমিক নম্বর লেখা আছে হাতে। শীট সবগুলোই আছে।' একটু ভাবল সে। 'আমি জানি না ভদ্রলোক কি খুঁজেছেন ওই ফোল্ডারে। তেমন কিছু জানতেও চাননি. তিনি আমার কাছে।'

ফোল্ডার ফিরিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'কত বছর আছেন এখানে?'

'পাঁচ বছর, মিস্টার রানা।'

'স্বপন সাহেব সিকিউরিটির দায়িত্ব নেয়ার আগে থেকেই আছেন আপনি, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'আপনার মূল কাজ কি?'

'এখানকার স্টাফদের ব্যাপারে মিস্টার স্বপনের তৈরি রিপোর্ট টাইপ করা ইত্যাদি।'

'অর্থাৎ সে সব রেকর্ড সংরক্ষণ করা আছে?'

'কেউ নিয়োজিত হওয়ার আগ পর্যন্ত থাকে ওসব, তারপর নষ্ট করে ফেলা হয়।'

'সব?' মনে মনে খানিকটা হতাশ হলো ও।

'হ্যাঁ।'

'আপনার বস্ ব্যক্তিগতভাবেও সংরক্ষণ করতেন না কিছু?'

একটু চিন্তা করল ন্যান্সি। 'কখনও কখনও। বছর দুয়েক আগে হঠাৎ করে অন্য কাজে মিস হান্টের সাথে কিছুদিন থাকতে হয় আমাকে, ওই সময়ে তিনি কিছু কিছু রিপোর্ট তৈরি করেন জানি।'

'ওগুলো কার কার রিপোর্ট ছিল মনে করতে পারেন?'

'না...মানে, দুঃখিত, না। অনেক আগের কথা...তা ছাড়া নিজের

হাতে করিনি আমি কাজগুলো। তাই জানি না।'

মাথা দোলাল ও। 'বুঝতে পারছি। আরেকটা কথা, কিছুদিন আগে নতুন এক ফ্ল্যাটে উঠেছিল স্বপন, এক্সপেনসিভ ফ্ল্যাট। হঠাৎ এত টাকা কোথায় পেল সে জানেন কিছু এ ব্যাপারে?'

'কয়েক মাস আগে কাউন্টি লটারির দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছিলেন তিনি পাঁচ লাখ ডলার। তারপরই বাসা বদল করেন।'

খবরটা যেমন বিস্মিত করল রানাকে, তেমনি লজ্জায়ও ফেলল। ছি-ছি! না জেনে অনেক আজেবাজে সন্দেহ করেছে ও স্বপনকে। মনের খুঁতখুঁতি দূর হয়ে গেল রানার, স্বপন কোন বেআইনী পথে টাকা পায়নি জেনে খুশি হয়ে উঠল মন। 'আপনারা কতটা ঘনিষ্ঠ ছিলেন?'

মুহূর্তের জন্যে আরক্ত হলো ন্যান্সি। মুখ নামিয়ে নিল। 'আমি আর বস্? তেমন একটা না। মিস্ লিলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ওঁর।'

আবার যখন চোখ তুলল সে, তার চাউনি কি লুকাতে চাইছে বুঝে নিল মাসুদ রানা। সেই পুরানো কাহিনী—বস্ আর সেক্রেটারির প্রেম। বিশ্বের সর্বত্র এ যেন রীতিতে পরিণত হয়েছে, হতেই হবে। ঘটতেই হবে। তবে এরটা খুব সম্ভব একতরফা ছিল।

'ডিপার্টমেন্ট এখন আপনি একাই দেখাশুনা করছেন?'

'হ্যাঁ। নতুন কোন ব্যবস্থা এখনও নেয়নি অথরিটি।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' উঠে পড়ল রানা। 'যদি আর কিছু প্রয়োজন হয়, যোগাযোগ করব আমি।'

'নিশ্চই, স্যার।'

'আর স্বপন সাহেব নিজে যে রিপোর্টগুলো করেছিলেন, সেগুলো খুঁজে পাওয়া যায় কি না দেখবেন দয়া করে।'

'দেখব। তবে তা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না।'

'তবু দেখবেন।'

বেরিয়ে এল মাসুদ রানা। তিনজন মৃত, দুইজন নিখোঁজ, যার একজনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে সভ্যতা ধ্বংসের চাবিকাঠি। কোথায় আছে মানুষটা? কি করছে? বাই-পাস কন্ট্রোল নাড়াচাড়া করছে, আঙুল বোলাচ্ছে ওটার সুইচে?

স্বপনের কথা ভাবল মাসুদ রানা। ওর বাসার শূন্য ফাইলটা কি কিছু মীন করে? নাকি কিছুই মীন করে না? ভেতরের রিপোর্টগুলো কি নিজেই বের করে নিয়েছে সে? কেন?

গাড়ি ছাড়ল মাসুদ রানা।

'আসুন,' সাদর অভ্যর্থনা জানাল ওকে বি. সি. আইয়ের নিউ ইয়র্ক চীফ। 'কি দেব, ড্রিঙ্ক না কফি?'

'কফি, ধন্যবাদ।'

ইন্টারকমে কফির নির্দেশ দিয়ে ওর দিকে তাকাল আসাদুল হক। 'তারপর, রানা ভাই? কতদূর এগোলেন?'

'খুব একটা না।'

'সেরেছে!'

'বস্ যোগাযোগ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, আপনার অফিসে আপনাকে না পেয়ে আমাকে ফোন করেছিলেন। জানতে চাইছিলেন কোন খবর আছে কি না।'

গত দু'দিনে কতটুকু এগোনো সম্ভব হয়েছে, জানাল ও হককে। 'ফরহাদ এখন পর্যন্ত রিপোর্ট করেনি। ওদিকে বেল্ট এয়ারে গিয়েছিলাম পিটার মার্টিনের ব্যাপারে কোন তথ্য পাওয়া যায় কি না, তার খোঁজে।'

'আচ্ছা!'

'ওর যা রেকর্ড দেখলাম, তাতে সন্দেহ করার মত নেই তেমন কিছু। কাজপাগল মানুষ। আত্মভোলা টাইপের।'

'কিছুই পেলেন না?'

'নাহ!' হতাশ কণ্ঠে বলল রানা। চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল। 'একদিক দিয়ে একদম পরিষ্কার রেকর্ড। কোন পুলিস রেকর্ড নেই, বাজে সংসর্গের রেকর্ড নেই, রাজনৈতিক কোন বিশেষ মতাদর্শ তার ছিল বলে মনে হলো না। কারণ ভোটার হওয়া সত্ত্বেও কখনও ভোট দিতে যায়নি পিটার কষ্ট করে। তবে....

সামনে ঝুঁকে এল আসাদ। 'তবে?'

'একটা ছোট তথ্য অবশ্য পাওয়া গেছে।'

'তাই?'

'ওর কলেজ ডীনের সাথে কথা বলেছি আজ। ভদ্রলোক জানালেন, কলেজ জীবনের শেষ দিকে একবার নার্ভাস ব্রেকডাউন ঘটেছিল পিটার মার্টিনের। অতিরিক্ত পড়াশুনার চাপে। সে সময় তাকে যে ফিজিশিয়ান চিকিৎসা করেন, তিনি বেঁচে নেই। তবে সে রেকর্ড আমি দেখে এসেছি। দু'সপ্তা চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে ছিল সে, তারপর আবার অবশ্য ফিরে আসে কলেজে। ব্যস্, এই পর্যন্তই। আর কখনও ঘটেনি ব্যাপারটা।'

'না ঘটুক,' ব্যস্ত গলায় বলল সে। 'ব্যাপারটা তার ভবিষ্যৎ মস্তিষ্ক বিকৃতির সূত্রপাত হতেও তো পারে!'

'হ্যাঁ, তাও ভেবেছি আমি।' কফিতে চুমুক দিয়ে সিগারেট ধরাল রানা। প্যাকেট এগিয়ে দিল আসাদের দিকে। 'বিষয়টা চেপে রাখা হয়েছিল। আমার সন্দেহ, এ খবর জানা গেলে মার্টিন ওই প্রজেক্টে চাকরি পেত না কোনমতেই।'

'তার মানে ডীন চেপে গিয়েছিল বিষয়টা?'

'ঠিক তা নয়। ওটা যেহেতু কোন মানসিক রোগ ছিল না, সেহেতু সে রিপোর্ট করা প্রয়োজন মনে করেনি। তাছাড়া, নিজের সেরা ছাত্রের ব্যাপারে কেউ এমন রিপোর্ট করবেও না। আফটার অল, রেকর্ড অনুযায়ী পিটার ছিল কলেজের সবচে' মেধাবী, কর্মঠ ছাত্র। এমন কারও ভবিষ্যৎ কর্মজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হোক, কোন ডীনই তা চাইবে না।'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।'

'বেশ কয়েক বছর পর পিটারের সেই ব্রেকডাউনের রিপিটেশন দেখা দেয়।'

'কখন?'

'গত বছরের শেষ দিকে। এক স্পেস প্রজেক্টের রকেট ওড়ানোর কাজ করার সময়। পর পর দু'বার কাজটা সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় পিটার মার্টিন। অবশ্য তৃতীয় প্রচেষ্টায় রকেট ওড়াতে পেরেছে। এর পর আরেকটা বুস্টার এঞ্জিন নিয়ে কাজ করার কথা ছিল তার, কিন্তু তা শুরু করতে ব্যর্থ হয় মার্টিন। কার অ্যাক্সিডেন্টে সামান্য আহত হয় সে। হাসপাতালের রিপোর্টে দেখা যায়, সে সময়ে আবারও প্রায় নার্ভাস ব্রেকডাউনের পর্যায় চলে গিয়েছিল মার্টিন। যা হোক, দুর্ঘটনায় বাঁ হাতের একটা আঙুল ভেঙে যায়, মেরুদণ্ডে জোর আঘাত পায় সে। খুব ভুগেছে পিঠের ব্যথায়।

'এক মাসের ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি, ফ্লোরিডার ইউ গ্যালি চলে যায় মার্টিন এরপর। অনুমান, এ ঘটনা স্বপন বাই-পাস কন্ট্রোল তৈরি করার যে বাজী ধরে, তার পরের ঘটনা। ওখানে হঠাৎ বেশ বড় অঙ্কের টাকা ব্যাঙ্কে জমা করে সে। ছুটি শেষে জয়েন করার দিন পনেরো পরই উধাও হয়ে যায় সে আবার।'

'বউ-বাচ্চা নেই পিটারের?'

'বিয়ে করেনি পিটার মার্টিন। বাপ-মা, ভাই-বোন কেউ নেই।'

'রানা ভাই,' বিস্মিত দৃষ্টিতে ওকে দেখল আসাদ। 'এত খবর জানলেন কি করে আপনি এর মধ্যে? বেল্ট এয়ারে ওর রেকর্ড নাকি...এই বুঝি ছোট তথ্য?'

চোখ মটকাল ও। 'সি.আই.এর রেকর্ড।'

'তাই বলুন। কিন্তু এতকিছু যখন ওদের জানাই আছে, নিজেরাই কেন...

'সূত্র হারিয়ে ফেলেছে।'

'কোন মেয়ে জড়িত ছিল ওর সাথে?' প্রশ্ন করল আসাদুল হক।

'না। মেয়েমানুষ, মদ আর জুয়া, কোনটিই জড়িত ছিল না তার জীবনের সাথে। তবে ইউ গ্যালি ছেড়ে আসার আগেই ব্যাঙ্কের সমস্ত টাকা তুলে ফেলে সে।'

'তখন না বললেন বেশ বড় অঙ্কের টাকা জমা করেছিল মার্টিন। এক মাসে সব তুলে নিয়েছে? কি করল ব্যাটা এত টাকা?'

'অনুমান করতে পারি কি করেছে। তবে এখনই তা নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না আমি। শিওর হতে হবে আগে।'

'আর কিছু জানা যায়নি?'

আবার সিগারেট ধরাল রানা। 'বেশি কিছু না। বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে দুই সুটকেসে একান্ত প্রয়োজনীয় টুকিটাকি, কিছু কাপড়-চোপড় নিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে ইউ গ্যালি ত্যাগ করে পিটার মার্টিন। এর দু'দিন পর দক্ষিণ ক্যারোলিনার মার্টল বীচের এক কার ডিলারের কাছে নিজের পাঁচ বছরের পুরানো ফোর্ড গাড়িটাও কয়েকশো ডলারে বেচে দেয়। চাকরিতে এসে জয়েন করে। এর দুই সপ্তা পর উধাও। এরপর থেকে

আর কোন খবর নেই।'

'বোঝা যায়, সে সময়ে কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিল মার্টিন। সে ক্ষেত্রে তার কাজে থেকে যাওয়াই উচিত ছিল না?'

'তাই তো ভাবছি।'

'আশ্চর্য!' রানার প্যাকেট থেকে আরেকটা সিগারেট নিল আসাদ।

'কোথাও নিজের সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড দেখিয়ে সাহায্য দাবি করেনি পিটার মার্টিন, সরকারী, বেসরকারী কোন সংস্থার কাছেও সাহায্য চায়নি। দেশের প্রতিটি জেলখানা, পাগলা গারদ, হাসপাতাল সবখানে তাকে খুঁজেছে সি.আই.এ, পায়নি। বর্ডার অতিক্রম করে কানাডা বা মেক্সিকো চলে গেছে, তেমন কোন রেকর্ডও নেই কাস্টমসের কাছে। কর্তৃপক্ষ পিটার মার্টিনের নামে নতুন কোন পাসপোর্ট ইস্যু করেনি। অথচ সে যে মরে যায়নি, তাও নিশ্চিত।'

'কেমন?'

'পিটার মার্টিন মরে গিয়ে থাকলে পিওতর আরনস্কি কেন খুঁজবে তাকে?'

চমকে উঠল আসাদুল হক। 'কে বলল আরনস্কি তাকে খুঁজছে?'

'মৃত্যুর আগে সে নিজেই বলেছে আমাকে,' বলল রানা। 'ভাবছি, সাইলাস হুগোর সাথে মস্কোর বনিবনা হয়নি বোধহয়। যে জন্যে হুগোই হয়তো কায়দা করে সরিয়ে ফেলেছে মার্টিন আর স্বপনকে।'

চোখ বুজে খানিক ভাবল আসাদুল হক। 'আপনি এখনও তাকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আশাবাদী?'

'হ্যাঁ। অবশ্যই।'

'কিন্তু...' থেমে গেল সে।

'তাকে খুঁজে বের করার কাজে নিযুক্ত আরনস্কি নিহত। এখন

ক্রেমলিন নিশ্চয়ই তার বিকল্প কাউকে একই কাজে লাগাবে। আশা করছি ও ব্যাটাকে আটকে কিছু একটা করা হয়তো সম্ভব হবে।'

'সে আপনাকে পিটার মার্টিনের কাছে নিয়ে যাবে?'

'আশা করতে দোষ কি?'

'সে-ই বা কি ভাবে জানবে কোথায় আছে পিটার?'

'দেখাই যাক না পানি কোনদিক থেকে কোনদিকে যায়।'

'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না এর মধ্যে স্বপন নিজেকে জড়িয়ে ফেলল কি ভাবে?'

'নির্দোষ মজা করতে গিয়ে,' মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'আপনি কি মনে করেন স্বপন নিজেকে পিটার মার্টিনের সাথে জড়িয়ে কালোটাকা রোজগার করতে লেগেছিল?'

'না, আমি তা মনে করি না,' দৃঢ় আস্থার সুরে বলল রানা। 'স্বপন তা করতে পারে না।'

'সি.আই.এ. তো আগে থেকেই লেগে ছিল পিটার মার্টিনের পিছনে। ওরা কিছুই জানে না তার অবস্থানের ব্যাপারে?'

মাথা দোলাল রানা। 'না। লোকটা হঠাৎ গায়েব হয়ে যাওয়ায় অকূল সাগরে পড়েছে ওরা। সেই জন্যেই তাকে ছেড়ে পিওতর আরনস্কির পিছু নিয়েছিল, হয়তো লোকটা ওদের পিটারের কাছে পৌঁছে দেবে, সেই আশায়।'

'মুশকিল!'

'এর মাঝে সি.আই.এ. জানতে পেরেছে, এক মাইনর সোভিয়েত অ্যাটাশের ছদ্মবেশে ছিল কিছুদিন আরনস্কি। সম্ভবত। এই অ্যাটাশের ওপর দীর্ঘদিন ধরে নজর রাখছিল ওরা, এ দেশে কর্মরত রুশ এজেন্টদের ফাণ্ড সরবরাহ করত নাকি সে। দৈহিক আকার-গঠন তার

আরনস্কির মতই, তবে চেহারা আলাদা।'

'ওরা কি হাল ছেড়ে দিয়েছে পিটার মার্টিনের ব্যাপারে?'

'প্রশ্নই আসে না। কিন্তু তাতে কি? কিছুই তো করতে পারল না এখনও। কবে নয় মণ তেল জোগাড় হবে, কবে রাধা নাচবে, সেই আশায় বসে থাকলে কোন ফায়দা হবে না। ওদের আমি আণ্ডার এস্টিমেট করছি না, মরিয়া হয়ে পিছু নিলে হয়তো ওরা মার্টিনকে ধরার মত কোন সূত্র পেয়েও যাবে। কিন্তু তাতে দেরি হয়ে যাবে। অত সময় সে দেবে বলে মনে হয় না।'

'তার মানে যা করার এখন আপনাকেই করতে হবে।' নাক চুলকাল আসাদুল হক।

উত্তর দিল না ও। অন্যমনস্ক।

'এবং যথাসম্ভব অল্প সময়ের মধ্যে।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। আসন ছাড়ল। 'ব্রুকলিনের সালেম হোটেলে উঠতে যাচ্ছি আমি। আণ্ডারওয়ার্ল্ডের খবর কেনাবেচার খুব ভাল জায়গা ওটা। এদিকে আপনি ঢাকায় যোগাযোগ করুন, বুড়া মিয়াকে খবরগুলো জানান।'

'ঠিক আছে,' আসাদও উঠে পড়ল। 'এখনই জানাচ্ছি আমি।'

'চলি।' ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

এই সময় একবার নক করেই রুমে ঢুকে পড়ল মার্ক বিভান। 'যাক, শেষ পর্যন্ত পেলাম আপনাকে,' বলল সে।

'কি ব্যাপার?'

'জরুরী একটা খবর দিতে এলাম। বস্ পাঠিয়েছেন।'

'খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে?' বলল মাসুদ রানা।

'একটু হুড়োহুড়ির মধ্যে আছি, দ্যাট'স অল। আপনার এজেন্সিতে

গিয়েছিলাম, আপনি নেই জেনে ছুটে এসেছি।'

'বসুন!' বলল আসাদুল হক।

এগিয়ে এসে বসল লোকটা। রানাও বসল। 'বলুন, কি খবর?'

'একটু আগে খবর এসেছে, আরনস্কির জায়গায় মস্কো আরেকজনকে নিয়োগ করেছে আজই সকালে।'

'জানতাম,' আনমনে বলল রানা। 'নাম জানা গেছে তার?'

'না, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। আমাদের প্যারিস এমব্যাসির এক্সপার্ট সোর্স ঘণ্টাখানেক আগে নতুন এজেন্ট নিয়োগের খবরটাই পেয়েছে কেবল। খুব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা, আশা করছি বেশি সময় লাগবে না নাম জানতে। জেনে যাব। তবে একটা ব্যাপারে শিওর সে। যাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, সে বাইরে থেকে আসছে না, অলরেডি আগেই এসে বসে আছে। সমস্ত সোর্স নিয়োগ করেছি আমরা তার নামটা জানার জন্যে। প্রতিটি লিসনিং চ্যানেল ব্যস্ত আমাদের। আশা করছি আজকের মধ্যেই জেনে যাব। একটু ভুগতে হবে, এই যা।'

'বুঝলাম।'

'মস্কোর নাম করা এক স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানার, বনে কর্মরত, তাকে নাকি দেশে ডেকে পাঠিয়েছে ক্রেমলিন।'

'কবে?'

'গত পরশু।'

'আই সী!'

'এই হচ্ছে অবস্থা। এখন আপনি আরেকবার ভেবে দেখুন, আমাদের আউটফিট থেকে যোগ্য কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে নেবেন কি না।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'এখনই তার কোন প্রয়োজন দেখছি না। তাছাড়া আমার সহকর্মীদের সাথে কাজ করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি

আমি। ইন ফ্যাক্ট, এ ক্ষেত্রেও সেরকমই ইচ্ছে আছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল মার্ক বিভান। 'যেমন আপনার পছন্দ। খেলা আপনিই নিয়ন্ত্রণ করছেন এখন।'

নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে এল মাসুদ রানা। ছোট একটা শোল্ডার ব্যাগে কয়েকদিন বাইরে থাকার জন্যে প্রয়োজনীয় এটা-ওটা গুছিয়ে নিল ঝটপট। মার্ক বিভানের প্রস্তাবটার কথা ভাবল খানিক। ওর সঙ্গে নিজেদের কাউকে জুড়ে দেয়ার জন্যে এটা নতুন কোন ফন্দি নয়তো সি.আই.এ-র? হোক গিয়ে, কাঁধ ঝাঁকাল রানা। কারও কোন সাহায্য নেবে না ও আসল বেলায়। যা করার একাই করবে। টেলিফোনের শব্দে সচকিত হলো ও।

'ইয়েস!'

'ফরহাদ বলছি।'

'বলো।'

'খবর আছে, আমি আসছি। ফোনে বলা যাবে না।'

'চলে এসো।'

পনেরো মিনিট পর এল যুবক। 'কি খবর নিয়ে এলে?' দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'পিওতর আরনস্কির ফ্ল্যাটে একটু ঢুঁ মারতে গিয়েছিলাম।'

'আচ্ছা! পেলে কিছু?'

'হ্যাঁ, মজার জিনিস। তেমনি চিন্তারও বটে।'

'যেমন?'

'ওর বাথরুমের কোট হ্যাঙ্গারটা ফলস। ওটার পিছনে ছোট একটা কুঠুরি আছে।'

বিস্মিত হলো রানা। 'তারপর?'

'ওর মধ্যে বড় এক প্যাকেট হেরোইন পেয়েছি আমি।'

'হোয়াট!' প্রায় বিস্ফোরিত হলো ও।

'আমি নিজের চোখে দেখেছি, মাসুদ ভাই। প্রায় কোয়ার্টার পাউণ্ড। একদম খাঁটি।'

'মাই গড! এত? ওই লোক হেরোইন আসক্ত হতে পারে ভাবাই যায় না।'

'তবু ভাবতে হবে আপনাকে।'

'প্যাকেটটা কোথায়?'

'আনিনি। জায়গায় রেখে এসেছি।'

'দাঁড়াও দাঁড়াও! ভাল একটা চিন্তার খোরাক নিয়ে এসেছ তুমি। বোসো। ভাবতে দাও একটু।' পাঁচ মিনিট চোখ বুজে ভাবল রানা, তারপর তাকাল। 'ওর প্রতিবেশী কারও সাথে কথা বলেছ?'

'বলেছি। কিন্তু তাদের কেউই চেনে না আরনস্কিকে। সে যে ওই ফ্ল্যাটে দীর্ঘদিন ধরে বাস করছে, জানতই না কেউ সে রাতে গোলাগুলির আগপর্যন্ত। টেলিফোনে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছিল সে, ভাড়া দিত অগ্রিম, ডাকযোগে পাঠানো চেকের মাধ্যমে। এতদিনে কারও সামনে পড়েনি সে একবারও।'

'আচ্ছা!' —

'এমনকি ওই ভবনের ডোরম্যান পর্যন্ত ভাল করে আগে দেখেনি কোনদিন তাকে।'

'আই সী!'

সিটি মর্গের সামনে গাড়ি দাঁড় করাল মাসুদ রানা। ওর টেলিফোন পেয়ে আগেই সেখানে পৌঁছেছে মার্ক বিভান। নামল রানা গাড়ি থেকে। সঙ্গে

ফরহাদও আছে, চীফকে অনুসরণ করল সে। পিওতর আরনস্কির অটোপসি রিপোর্ট দেখতে এসেছে ওরা।

মর্গের অ্যাটেনড্যান্ট বয়স্ক, ছোটখাট মানুষ। তার উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল বিভান। 'দেখান ওঁকে।'

নিজের ড্রয়ার থেকে স্ট্যাপল করা দুটো শীট বের করল সে। এগিয়ে দিল রানার দিকে। ওর শেষ দিকে মৃত্যুর কারণটা পড়ল মাসুদ রানা। পয়েন্ট থ্রী টু ক্যালিবার বুলেটের আঘাতে পিওতরের মৃত্যু হয়েছে লেখা আছে ওতে। ব্যবচ্ছেদের সময় আরও তিনটি বুলেট এবং অসংখ্য ছুরিকাঘাতের পুরানো চিহ্ন পাওয়া গেছে তার দেহে। এছাড়া পাকস্থলির আলসার, সেরে যাওয়া সিফিলিস এবং বাঁ চোখে হালকা ছানির আভাসও পাওয়া গেছে।

শেষবার চিলি, ক্রীমড কর্ন ও পাউরুটি খেয়েছিল আরনস্কি। কাগজ দুটো ফিরিয়ে দিল মাসুদ রানা। ড্রয়ারে রেখে দিল অ্যাটেনড্যান্ট। রানার দিকে তাকাল অনুসন্ধানী চোখে। 'সন্তুষ্ট?'

'মোটামুটি।'

'কেন?' চোখ পিট পিট করল তার। 'আরও কিছু আশা করছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'কি?' অ্যাটেনডেন্ট নয়, প্রশ্নটা করল বিভান।

'মাদক গ্রহণের প্রমাণ।'

চোখ কপালে উঠল তার। 'মাদক?'

'হ্যাঁ। হেরোইন।' কপাল চুলকাল মাসুদ রানা।

'কি বললেন?' প্রায় বিষম খাওয়ার অবস্থা হলো বিভানের। 'হিরোইন? আপনি জানলেন কি করে?'

'যে ভাবেই হোক।'

ওর কণ্ঠে বিরক্তি টের পেয়ে তাড়াতাড়ি বলল বিভান, 'না, মানে আমি সেভাবে মীন করিনি। বলতে চাইছিলাম লোকটার ওই অভ্যাস ছিল না জানি আমরা।'

'আমিও সবে জেনেছি।'

গভীর চিন্তায় পড়ে গেল বিভান। 'কিন্তু...

পাঁচ মিনিট পর বেরিয়ে এল ওরা মর্গ থেকে।

পাঁচ

'আমাদের যত টেকনিশিয়ান আছে, সবাইকে লাগিয়ে দিয়েছি কাজে,' বলল মার্ক বিভান। চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেছে লোকটার। 'আমাদের পুরো ইনস্টলেশন তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখবে ওরা কোথাও সেট করা হয়েছে কি না বাই-পাস কন্ট্রোল ডিভাইস বা সার্কিট ব্রেকার জাতীয় কিছু। সময় তাতে প্রচুর লাগবে, জানি, কিন্তু কিছু তো করা হবে। যদি বাই চান্স পাওয়া যায় খুঁজে?'

'সিস্টেমটা কিরকম?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা। 'কোথায় ওটা সেট করা হয়ে থাকতে পারে বুঝবে কি করে তারা?' আসাদুল হকের অফিসে বসে আছে ওরা, রানা ও মার্ক বিভান। সকাল দশটা।

'কয়েক ডজন পজিটিভ লক আছে ওতে, ইলেক্ট্রনিক লক। ওগুলো স্থাপন করা হয়েছে সিস্টেমের কোথায়ও দুর্ঘটনাবশত কোন গোলযোগ দেখা দিলে বা অটোমেটিক ফায়ারিঙের মত হুমকি দেখা দিলে তা মোকাবেলা করার জন্যে। বাই-পাস ডিভাইস যদি সেট করা হয়ে থাকে, সন্দেহ করা হচ্ছে এই লকগুলোর কোন একটায় করা হয়ে থাকবে। সম্ভবত। ওগুলোতেই হতে হবে তেমন কোন কথা অবশ্য নেই। তবু, হতে পারে। ওয়াশিংটন খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। এদিকে আপনার সময় কত লাগবে বলা তো যায় না। এর মধ্যে অঘটন যদি ঘটে যায়, সেই ভয়ে কাজটা খুব কঠিন জেনেও হাতে নিয়েছি আমরা। তবে,' থেমে মুখ

বিকৃত করল বিভান, 'ভয় হচ্ছে, কখন না জানি কি ঘটে যায়। যে জটিল একটা প্রজেক্ট!'

নীরবে মাথা দোলাল রানা।

'এদিকে পিটার মার্টিনের দু'জন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে যোগাযোগ করেছে আমাদের লোক। তারা জানিয়েছে, অবসর কাটানোর আজব এক হবি ছিল পিটারের।'

'কি সেটা?'

'যে কোন ধরনের ইলেক্ট্রনিক কম্পোনেন্টের মিনি সংস্করণ তৈরি করা।'

'তাই নাকি?' সিগারেট ধরাল রানা। লক্ষ করল, হাত কাঁপছে ওর। নতুন আরেক দুশ্চিন্তা যোগ হলো। এতক্ষণ ওর খেয়ালই ছিল না যে পিটার মার্টিন নিজেও একজন এক্সপার্ট। স্বপন যদি পুরো কাজ না করে, হয়তো সে নিজেই করে নেবে বাকিটুকু। সর্বনাশের ষোলো কলা...

'হ্যাঁ। তারা দেখেছে, বছরখানেক আগে এমনি এক সাব-মিনি সার্কিট সে তৈরি করে, যা দিয়ে একটা একুশ ইঞ্চি কালার টিভি টানা চব্বিশ ঘণ্টা চালানো যায়। শুধু যায় না, চালিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছে সে। কিন্তু কিভাবে এসব করে সে কাউকে বলে না। কোথাও কোন টেকনিক্যাল ডাটা নোট করেও রাখে না। থাকলে খুঁজে বের করে কাজে লাগাতে পারতাম আমরা।'

'বিপদের কথা,' বিড়বিড় করে আপনমনে বলল রানা।

চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিল চিন্তিত সি.আই.এ. অপারেটর। 'আমি জানি কি ভাবছেন আপনি। হ্যাঁ, সিস্টেমটা রিমোট কন্ট্রোলের সাহায্যে অ্যাকটিভেট করাও খুবই সম্ভব। ওয়াশিংটন যদিও পুরো ইন্সটলেশন নতুন করে সেট করতে নির্দেশ দিয়েছে, তবু সে কাজে

এখনই হাত দিচ্ছি না আমরা।'

নীরবে সিগারেট টেনে চলল মাসুদ রানা। বলল না কিছু।

'কারণ এখনও আপনার ওপর অনেকটা ভরসা করে বসে আছেন বস্। আর ও-কাজ এত ব্যাপক, এত জটিল যে পুরোটা রিইন্সটলেশনের কথা ভাবতে গেলে সবার মাথা ঘোরে।'

'জানি।' একটু ভাবল মাসুদ রানা। 'পিটারের বন্ধুদের নাম বলুন দেখি, যারা তার এই হবির কথা জানত।'

'ক্লড বোস্টার নামে একজন আছে। ইউ গ্যালি থাকে। সে নিজেও একজন টেকনিশিয়ান। আরেকজন ভিনসেন্টস্মল। সে-ও ওখানকার। তবে আমি আপনাকে যা বললাম, তার চেয়ে বেশি কিছু জানে না তারা। আমার লোক কথা বলেছে তাদের সাথে।'

'হ্যাল্লো, মিস্টার রানা!' খোলা দরজার সামনে ওকে দাঁড়ানো দেখে চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল ক্যামিলি হান্টের। 'আসুন, প্লীজ!'

'হ্যালো!' মেয়েটির ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা।

'বসুন।'

'ধন্যবাদ।'

'তারপর, কেমন চলছে আপনার তদন্ত?'

'সবে তো দুটো দিন গেল।'

'আপনার মত নামকরা গোয়েন্দার জন্যে দু'দিনই তো যথেষ্ট হওয়ার কথা। আমি হলে এতক্ষণে...'

'শেষ করুন কথাটা,' মুখে প্রশ্রয়ের হাসি ফুটল মাসুদ রানার।

'কেসের কিনারা করে ফেলতাম।' হেলান দিল ক্যামিলি। হাতে ধরা সুদৃশ্য একটা কলম নাড়াচাড়া করছে। মুখে পুরুষ পটানো হাসি।

'বুঝুন তাহলে কত নামকরা গোয়েন্দা আমি।'

'তারপর, কি মনে করে?'

'আপনাকে দেখতে।'

'হোয়াট!' সুন্দর দু'চোখ ঈষৎ বিস্ফারিত হলো মেয়েটির। 'আমাকে দেখতে! ইউ রিয়েলি...

'বিশ্বাস হলো না বুঝি?' মিটিমিটি হাসছে মাসুদ রানা।

'যাক, তবু ভাল। ধন্যবাদ।'

'ধন্যবাদ দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ আপনি সত্যিই দেখার মতো। সে যাক্, একটা তো হলো, এবার আরেকটা।'

ভুরু নাচাল মেয়েটি। 'কি?'

'মানে পরের কাজ আরকি!'

'হ্যাঁ, বলুন।' মুহূর্তে সিরিয়াস হয়ে গেল ক্যামিলি হার্ট।

হাতের ফাইলটা তার সামনে রাখল রানা। 'এই রইল আপনার অফিস রেকর্ড।'

'হয়ে গেল চেক্ করা?'

'হ্যাঁ।'

'কিছু সুবিধে হলো?'

'তেমন নয়।'

'আই সী! কিন্তু এ ছাড়া তেমন আর কিছু নেই আমাদের যা দিয়ে সাহায্য করা যায় আপনাকে।'

'ওগুলো থাক, আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দিন এবার।'

'একশোবার!'

'আপনাদের আইসিবিএম প্রজেক্টের চীফ টেকনিশিয়ান, পিটার মার্টিনের কার অ্যাকসিডেন্টের খবর জানতেন নিশ্চই আপনারা?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই!'

'সে সময়ে তার মেন্টাল স্টেটের কোন পরিবর্তন হয়েছিল কি না, জানেন কিছু সে ব্যাপারে?'

মাথা দোলাল ক্যামিলি। 'হয়নি। হলে অবশ্যই জানতাম। ডাক্তার জানাত ম্যানেজমেন্টকে। জানায়নি যখন, তখন ধরে নেয়া যায় হয়নি।'

'ওই সময়ে বড় অঙ্কের কোন অ্যামাউন্ট লোন চেয়েছে মার্টিন চিকিৎসা বা অন্য কোন প্রয়োজনের কথা বলে?'

'উঁমম! নাহ্, চায়নি।'

'আপনি শিওর?'

'ড্যাম শিওর! তাছাড়া আমাদের যত স্টাফ আছে, সবার চিকিৎসার খরচ কোম্পানি দিয়ে থাকে।'

'খরচটা নিশ্চই লিমিটেড?'

'হ্যাঁ, তা ঠিক। কিন্তু সে যে লোন চায়নি, সেটাও ঠিক। কেউ লোন চাইলে আমার নলেজে থাকত।'

পকেট থেকে পিওতর আরনস্কি ওরফে ভিটো সালভির মর্গে তোলা এক কপি ছবি বের করে ক্যামিলির দিকে এগিয়ে দিল মাসুদ রানা। 'দেখুন তো, এই লোককে চেনা মনে হয় কি না!'

যথেষ্ট সময় নিয়ে ওটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল সে। 'কই, না! কে এ লোক? মৃত মনে হচ্ছে?'

'ঠিক ধরেছেন। মৃত। ভাল করে দেখুন।'

'উঁম্‌ম্, নাহ্! মনে পড়ছে না...দাঁড়ান!' ফিরিয়ে দিতে গিয়েও দিল না ওটা। আবার মুখটা চেনার কসরত আরম্ভ করল মেয়েটি। 'মনে হয়...মনে হচ্ছে...!'

'কি?' ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা।

'খুব সম্ভব...পিটার মার্টিনের সাথে একে দেখেছিলাম একবার। রেস্টুরেন্টে। হ্যাঁ, সেরকমই তো লাগছে চেহারাটা। আমার সাথে বন্ধু বলে পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিল মার্টিন। কি যেন নাম?'

'আরনস্কি?'

'না।'

'ভিটো সালভি?'

'রাইট রাইট! ভিটো সালভি। খুব বড় ব্যবসায়ী ছিল নাকি। কিন্তু এ ছবি, মানে কি ভাবে মারা গেল...'

'সেটাই জানার চেষ্টা করছি,' অম্লানবদনে বলল রানা।

নীরবে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ক্যামিলি হান্ট।

'একবারই দেখেছেন একে মার্টিনের সাথে?'

'হ্যাঁ, একবারই। তাও বেশিক্ষণ ছিল না লোকটা। কোথাও নাকি খুব জরুরী কাজ ছিল। এক কাপ কফি খেয়েই চলে গেছে।'

'রেস্টুরেন্টে আগে আপনি ঢুকেছেন, না ওরা দু'জন?'

'আমি। এক বন্ধুর সাথে ডিনারের ডেট ছিল সেদিন। সাতটার সামান্য পরে পৌঁছাই আমি। ওরা ঢোকে তার পাঁচ মিনিট পর। মিনিট দশেক ছিল ওরা।'

'সেদিনের পর আর দেখেছেন কখনও এদের একসাথে?'

'না।'

'এ কতদিন আগের ঘটনা?'

'মার্টিনের অ্যাকসিডেন্টের আগে। মাস তিনেক হবে।'

'আর কখনও কারও সাথে দেখেননি একে, এই তো?'

'রাইট।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

'আসলে ভেতরে কি ঘটছে, মিস্টার রানা? এদিকে স্বপন নেই, ওদিকে মার্টিন নেই। স্বপনের কার অ্যাক্সিডেন্ট হঠাৎ করে মনে হয় অন্য কিছু হয়ে দেখা দিয়েছে। ওদিকে আইসিবিএম-এ আমাদের অন্য যারা কাজ করে, তাদের সাথে শুনছি বেশ বাজে আচরণ করছে কর্তৃপক্ষ। কেন, জানতে পারি না আমরা?'

'এখনই নয়। সময় হলে জানতে পারবেন কোনদিন। হয়তো। তাছাড়া এসব যত কম জানবেন, ততই ভাল।'

চুপ করে থাকল মেয়েটি। কপাল কুঁচকে আছে চিন্তায়।

'চলি,' উঠে পড়ল মাসুদ রানা।

'সে কি! কফি...'

'ধন্যবাদ, আজ নয়। আরেকদিন খাব।'

বেরিয়ে এল ও। ঠিকই ছিল ওর অনুমান, ভাবল রানা, যে জন্যেই হোক, মস্কোর সাথে সম্পর্ক চটে গেছে হুগোর। নইলে ক'দিন আগেও যেখানে মার্টিন আরনস্কিকে একসাথে দেখা গেছে, সেখানে মার্টিনকে খুঁজে বের করার জন্যে কেন হন্যে হয়ে উঠেছিল আরনস্কি?

এরপর কি? জানালা দিয়ে রাতের নিউ ইয়র্ক দেখছে আর ভাবছে মাসুদ রানা, কোনদিকে যাবে ও? স্বপনকে উদ্ধার এবং পিটার মার্টিনকে ঠেকানো যাবে কি শেষ পর্যন্ত? মস্কোর সাথে সাইলাস হুগোর সত্যিই কি খটমটি বেধে গেছে বাই-পাস কন্ট্রোলকে কেন্দ্র করে? দরদাম নিয়ে? নইলে সি.আই.এ. প্রধানের অনুমান যেখানে হুগোর সাথে মস্কোর ওই জিনিস কেনা-বেচার কথা হয়েই আছে, সেখানে হঠাৎ এমন কি ঘটল যে মার্টিন-স্বপনের সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার জন্যে তাদের খুঁজে বেড়াবে কেজিবি?

সত্যিই কি ওদের খুঁজছিল আরনস্কি? না আর কিছু? মাসুদ রানাকে মিথ্যে তথ্য দিয়ে গেছে সে মৃত্যুর সময়? পুরো বিষয়টা কেমন কেমন লাগছে যেন ওর। পছন্দ হচ্ছে না। কোথায় যেন বড় একটা কিন্তু রয়ে গেছে, ধরতে পারছে না রানা।

তার ওপর আরনস্কির বাসায় পাওয়া হেরোইনের প্যাকেটটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে হ-য-ব-র-লর মধ্যে। পিওতর আরনস্কি যে হেরোইন অ্যাডিক্ট নয়, তা তার অটোপসি রিপোর্টেই পরিষ্কার। হয়ে থাকলে অবশ্যই তা ধরা পড়ত। তাহলে কি হলো ব্যাপারটা? স্বপনকে পুশ করার জন্যে মজুত করা হয়েছিল ওগুলো? যদি তাই হয়ে থাকে, সে জন্যে কোটি টাকারও বেশি মূল্যের হেরোইন? এ প্রসঙ্গে মস্কো-হুগোর সম্পর্কের কথাও আবার ওঠে। স্বপনের জন্যেই যদি কেনা হয়ে থাকে ওগুলো, তাহলে আরনস্কি কেন কিনতে যাবে, মজুত করতে যাবে, হুগোর নিজেরই তো আছে হেরোইন ব্যবসা, সে-ই তো সরবরাহ করতে পারত।

এমন কি হতে পারে, হুগোর খপ্পর থেকে বেরিয়ে গেছে মার্টিন স্বপনকে নিয়ে? পালিয়ে গেছে? তাই বা কেন করবে সে? পয়সা দেয়ার বেলায় হুগো তাকে ধোঁকা দিতে পারে, সেই ভয়ে? সরাসরি মস্কোর কাছে ওটা বেচলে পয়সা বেশি পাওয়া যাবে বলে? তাই যদি হবে, তাহলে আরনস্কিকে কোন্ যুক্তিতে ফাঁকি দিয়ে পালাবে পিটার? হাজারো প্রশ্ন, অথচ একটারও উত্তর জানা নেই মাসুদ রানার।

কোথায় আছে স্বপন সাহা? কোন্ সাগরের পারে? এখনও আছে ওখানে? নাকি সরিয়ে ফেলা হয়েছে অন্য কোথাও?

ব্যাকট্র্যাক করতে হবে পিটার মার্টিনকে, সিদ্ধান্ত নিল মাসুদ রানা। ইউ গ্যালিতে ব্যাকট্র্যাক করতে হবে ব্যাটাকে। ওখানে খোঁজ-খবর

নিলে হয়তো নতুন কোন সূত্র পাওয়া যেতেও পারে। যা আগোচরে রয়ে গেছে সিআই-এর। ওরা তার ব্যাপারে যে-সব তথ্য জেনেছে, তারচেয়ে বেশি কিছু জানা যাবে বলে যদিও মনে হয় না, তবু একবার চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি?

এককালের এক জিনিয়াস, যে নার্ভাস ব্রেকডাউনের স্বীকার হয়েছিল, জিনিয়াস ক্রিমিন্যালে পরিণত হয়েছে আজ। অলক্ষ্যে কোথাও বসে অশুভ কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে সে, ভাবনাটা প্রায় অসুস্থ করে তুলল মাসুদ রানাকে। যার সাথে জড়িয়ে পড়েছে ওর দেশের মান-সম্মানের প্রশ্ন, হাজারো মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্ন। পৃথিবীর ভবিষ্যতের প্রশ্ন।

কি যেন বলে আমেরিকানরা হট-লাইন সিস্টেমকে? পারমিসিভ অ্যাকশন লিংক। শত্রুর দিকে তাক্ করে পেতে রাখা আছে অজস্র নিউক্লিয়ার ওয়ারহেডবাহী মিসাইল, আত্মরক্ষা বা আগ্রাসন, যে জন্যেই হোক, সঠিক সময়ে, কন্ট্রোলের সঠিক সুইচে চাপ পড়লেই আকাশে উড়বে ধ্বংসের বীজবাহী দৈত্যাকার চুরুটগুলো। কিন্তু যদি স্বপন সত্যিই তৈরি করে থাকে তার বাই-পাস কন্ট্রোল, যদি ঠিকমত কাজ করে ও জিনিস…শিউরে উঠল মাসুদ রানা।

মার্ক বিভান জানিয়েছে আইসিবিএম প্রজেক্ট রিইন্সটলেশনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মার্কিন সরকার। প্রায় অসম্ভব এক কাজ। তবু করতে হবে, উপায় নেই। দু'বছর লাগুক, চার বছর লাগুক, পরোয়া করে না হোয়াইট হাউস। অথচ মাসুদ রানার মন কেন জানি কেবলই সতর্ক সঙ্কেত জানাচ্ছে—সময় নেই! সময় নেই!

ও জানে, এটা এদের একান্ত জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুতর পরিস্থিতি, অতএব হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকতে পারে না সরকার। এবং বসে নেইও এরা। মুখে বিভান যা-ই বলুক, খবর পেয়েছে রানা, গোপনে

মার্টিন-স্বপনকে ট্র্যাক করার কাজ অব্যাহত রেখেছে সি.আই.এ। ওরা কাজ করছে, পাশাপাশি রানাকেও সেধে এটা-ওটা তথ্য জানাচ্ছে। যার অর্থ মাসুদ রানার ওপর এদের আস্থা এখনও বিদ্যমান। সি.আই.এ ওর সাথে লিখিত চুক্তি করেছে, এ অপারেশন এককভাবে রানা পরিচালনা করবে। এবং ইতিমধ্যে চুক্তি ভঙ্গও করেছে, যদিও গোপনে। নীরব এক প্রতিযোগিতায় জড়িয়েছে ওরা রানার সঙ্গে।

দেখেও না দেখার ভান করছে ও। দাঁতে যার ব্যথা, তাকে গোঙাতে নিষেধ করা মূর্খের কাজ। তাই নীরবে নিজের কাজ করে চলেছে মাসুদ রানা। সি.আই.এর আগে স্বপনের কাছে পৌঁছতে চাইছে ও। নইলে স্বপনকে বাঁচানো হয়তো মুশকিল হবে। আইন হৃদয় বোঝে না; বোঝে কেবল যুক্তি। সি.আই.এ যদি রানার আগে নাগাল পায় স্বপনের, তাহলে কোন আশাই থাকবে না ওর। নির্ঘাত ইলেক্ট্রিক চেয়ারে বসিয়ে ছাড়বে। আর যদি মাসুদ রানা দৌড় প্রতিযোগিতায় হারাতে পারে ওদের, তাহলে মার্কিন সরকারের সাথে কূটনৈতিক লড়াইয়ের শক্ত হাতিয়ার হবে তা।

কিন্তু সময়। সময় এখন সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টর। আবার সেই একই প্রশ্ন জাগল ওর মনে, এরপর কি? কোনদিকে যাবে ও?

ফরহাদের কথা ভাবল রানা, গেল কোথায় ছেলেটা? এখনও যোগাযোগ করছে না কেন? খুব জরুরী প্রয়োজন তাকে রানার। ইউ গ্যালি যাবে রানা কাল। তার আগে ফরহাদকে প্রয়োজন। জরুরী কিছু ইন্সট্রাকশন দিতে হবে, এবং ও কোন নতুন তথ্য পেয়েছে কি না জানতে হবে ওকে। ঘড়ি দেখল রানা। দশটা বাজতে দশ মিনিট বাকি। বিছানায় এসে বসল ও। ফরহাদের উদ্দেশ্যে ছোট একটা নোট লিখে রুমের চাবিসহ ওটা ডেস্কে জমা দিল। ডেস্ক ক্লার্ককে কিছু নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল হোটেল ছেড়ে।

মন ভার হয়ে আছে। এ লক্ষণের সাথে ভালই পরিচিত মাসুদ রানা।

অশুভ শত্রু যতক্ষণ ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকে, মন ভার হয়ে থাকে ওর। নানান অশুভ দুশ্চিন্তার ফল। ট্যাক্সি নিয়ে স্বপনের ফ্ল্যাটের উদ্দেশে চলল রানা।

রাস্তায় মোটামুটি কমেছে ট্রাফিকের চাপ। স্বপনের ফ্ল্যাটে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না মাসুদ রানার। ডোরম্যানের কাছে ওর আগমনের খবর পেয়ে গজগজ করতে করতে বেরিয়ে এল বৃদ্ধ সুপার। 'সবকিছুর একটা সময় আছে, মিস্টার,' স্পষ্ট বিরক্তির সাথে বলল সে। 'এত রাতে কোন অর্থ হয় এসবের?'

হাসির ভঙ্গি করল রানা। 'কি করি, বলুন? ডিউটি যে রাত-দিন কিছুই মানে না!'

'ঠিক আছে। এসেই যখন পড়েছেন, দয়া করে বলে ফেলুন কি জন্যে আসা হয়েছে। আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছে।'

'আমি প্রথমবার ঘুরে যাওয়ার পর স্বপন সাহেবের নামে কোন চিঠিপত্র এসেছে কি না, জানতে এসেছি।'

'এসেছে কয়েকটা।'

'আমি দেখতে চাই ওগুলো।'

'ওগুলো আমার পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে ফেরত দিয়ে আসা উচিত, কি বলেন?'

'আগে আমি দেখব, তারপর বলব কি করতে হবে।'

'আচ্ছা, আসুন।'

রানাকে নিজের ছোট্ট রুমে নিয়ে এল সুপার। কাত হয়ে ট্রাউজারের গভীর পকেট হাতড়ে হাতড়ে ডেস্কের চাবিটা বের করে ড্রয়ার খুলল। একগাদা এনভেলপের মধ্যে থেকে বেছে বেছে পাঁচটা চিঠি তুলে নিল সে। 'এই যে। এই পাঁচটা এসেছে।'

'কবে এল?'

'গত দু'দিনে।'

এক এক করে খামগুলো খুলল ও। দুটো খাম থেকে বের হলো দুটো গ্যাসোলিন কোম্পানির ক্রেডিট ভাউচার, অন্যগুলোয় তিনটে সায়েন্টিফিক সার্কুলার ইত্যাদি।

'এই ক'টাই?'

'হ্যাঁ। এমনিতেও বেশি চিঠিপত্র আসত না তার নামে।'

খামগুলো দিয়ে দিল মাসুদ রানা। হতাশ হয়েছে।

'কি বলেন, ফিরিয়ে দেব এগুলো পোস্ট অফিসে?'

'দিতে পারেন।'

ড্রয়ারে তালা মেরে সোজা হলো বৃদ্ধ।

'এর মাঝে কেউ এসেছে তার খোঁজে?'

'না। এমনিতেও তেমন একটা ভিজিটর আসত না ভদ্রলোকের কাছে। আর এসে থাকলেও সবসময় আমাদের জানা সম্ভব নয়। আমাকে এখানে-ওখানে ব্যস্ত থাকতে হয়। ডোরম্যান শুধু দিনে থাকে, রাতে থাকে না। কেউ যদি ডোরবেল বাজিয়ে সরাসরি কোন ফ্ল্যাটে ঢুকে যায়...'

বাধা দিল মাসুদ রানা, 'বুঝেছি। আপনাদের লক সিস্টেম কেমন?'

'স্ট্যাণ্ডার্ড।'

'সব ফ্ল্যাটের ডুপ্লিকেট চাবি আছে আপনার কাছে?'

'আছে।'

'ওগুলোর নকল তৈরি করা কতটা কঠিন?'

'খুব কঠিন নয়। কেন, নকল চাবি দিয়ে মিস্টার স্বপনের ঘরে কেউ ঢুকেছে বলে সন্দেহ করছেন?'

'হতে পারে না?' পাল্টা প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

ঠোঁট মুড়ে ভাবল খানিক সুপার। তারপর মাথা দোলাল। 'হতে পারে। তাছাড়া মিস্টার স্বপন নিজেও আজব মানুষ ছিলেন।'

বৃদ্ধের চোখে চোখ রাখল ও। 'কেন বললেন কথাটা?'

'কেউ নিজেকে নিজে কখনও চিঠি লেখে বলে শুনেছেন?'

'মানে?' বিস্মিত হলো রানা।

'উনি একবার লিখেছিলেন।'

'সে আবার কি?'

'হ্যাঁ,' মাথা দুলিয়ে হাসল বৃদ্ধ। 'নিজের নামে লেখা একটা পুরু খাম একদিন আমাকে ডাকে ফেলতে দিয়েছিলেন ভদ্রলোক।'

'কবে?'

'তা...প্রায় এক মাস আগে।'

'সেদিন বললেন না কেন কথাটা?'

'মনে ছিল না, সরি।'

সুপারের টেবিলে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা। 'কোন ঠিকানায় ছেড়ে ছিল সে ওটা?'

'ওয়াশিংটনের কোন এক ঠিকানায়, ঠিক মনে নেই।'

'ওয়াশিংটন?' চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ।'

'ঠিকানা মনে নেই?'

'না। খেয়াল করে দেখিনি। প্রায়ই ডাকে ফেলার জন্যে চিঠিপত্র দিতেন স্বপন সাহেব, সবাই তাই দেয়।'

'ঠিকানা মনে করার চেষ্টা করুন সে চিঠির,' কিছুটা ব্যস্ত, কিছুটা কঠোর গলায় বলল রানা। এই চিঠির কথাই হয়তো ফোনে বলতে চেয়েছিল ও লিলিকে। 'প্লীজ!'

'বললাম তো খেয়াল করে দেখিনি আমি। শুধু নাম আর ওয়াশিংটন,

এই দুটো দেখেছি।'

'তবু, আরেকবার মনে করার চেষ্টা করুন,' এবার অনেকটা অনুরোধের সুরে বলল মাসুদ রানা।

খেপে গেল সুপার। 'দেখুন, মিস্টার! আমি একবারই বলেছি চিঠির ঠিকানা আমি দেখিনি। এবার দয়া করে যান। যান তো! আমি ঘুমাতে যাব।'

কিছু সময় অপেক্ষা করল রানা, তারপর ধীরপায়ে বেরিয়ে এল। পাওয়া গেছে! ভাবছে ও, অন্তত একটা সূত্র বোধহয় পাওয়া গেছে!

গাড়ি ছাড়ল রানা, দ্রুত ফিরে চলল নিজের বর্তমান সাময়িক আখড়ার উদ্দেশে। সামনের প্রথম ফোন বুদে থেমে আসাদকে ফোন করল। 'কে বলছেন?' চতুর্থ রিঙে সাড়া দিল সে।

'মাসুদ রানা,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ও।

'রানা ভাই!' বিস্মিত হলো আসাদুল হক। 'এত রাতে! ব্যাপার কি? কোত্থেকে কথা বলছেন?'

'শুনুন, খুব জরুরী একটা খবর আছে।' স্বপনের অদ্ভুত চিঠিটার কথা ব্যাখ্যা করল রানা। 'ওদের জেনারেল ডেলিভারি সেকশনে খোঁজ নিয়ে দেখুন চিঠিটা উদ্ধার করা যায় কি না। ওটা জরুরী। খুবই জরুরী।'

খবরটা বিস্ময়কর। আসাদও বিস্মিত হলো। তবে কোন প্রশ্ন করল না। 'ঠিক আছে। আমি দেখছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন এ ব্যাপারে। দুয়েক দিনের মধ্যেই ওটা বের করে ফেলব আমি যেখান থেকে হোক।'

'তাই করুন।'

লাইন কেটে দিয়ে হোটেল সালেমের উদ্দেশে ছুটল মাসুদ রানা। আশা করছে আসাদ যদি উঠেপড়ে লাগে, কালকের মধ্যেই হয়তো উদ্ধার করা যাবে চিঠিটা। ওটা খুব প্রয়োজন। কি এমন আছে ওই খামে, নিজেকে নিজে কি লিখেছে স্বপন? ওর মধ্যে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিছু

রয়েছে, যা জানা গেলে এগোতে সুবিধে হবে রানার।

ওকে দেখতে পেয়ে হাসল ডেস্ক ক্লার্ক। 'আপনার বন্ধু ওপরে অপেক্ষা করছেন, মিস্টার রানা। আপনার রুমে। আপনি যাওয়ার একটু পর এসেছেন উনি। আমি আপনার নির্দেশমত রুমের চাবি দিয়েছি তাঁকে।'

'ধন্যবাদ। ভাল করেছেন।

সেলফ সার্ভিস এলিভেটরে চড়ে সিক্সথ ফ্লোরে উঠে এল মাসুদ রানা। মনের ভার ভার ভাব দূর হয়েছে খানিকটা। কার্পেটমোড়া হলওয়ে অতিক্রম করে নিজের রুমের সামনে এসে দাঁড়াল ও। ভেতরে আলো জ্বলছে। টিভিও চলছে, মিউজিক বাজছে আস্তে করে। পর পর দু'বার নক করল ও। জবাব নেই। কপাল কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার। দরজার সামনে থেকে সরে দেয়ালের আড়ালে দাঁড়াল ও, ওয়ালথার বের করে প্রস্তুত হলো। আবার নক করল।

না, সাড়া দিল না ফরহাদ। ডোর নব ঘুরিয়ে আলতো করে দরজার পাল্লা ভেতরদিকে ঠেলে দিল রানা। মানুষ বা আগ্নেয়াস্ত্র, কেউ সাড়া দিল না। চট্ করে ভেতরে একবার চোখ বুলিয়েই মাথা টেনে নিল মাসুদ রানা। আবার উঁকি দিল, এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল মাথা। যখন বুঝল বিপদের ভয় নেই, ঢুকে পড়ল ভেতরে।

এবং ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়ল জায়গায়। রুমের মাঝখানে চিৎ হয়ে পড়ে আছে ফরহাদ। ডান চোখটা নেই ওর। উড়িয়ে নিয়ে গেছে বুলেট। ভীতিকর কালো একটা গর্ত দেখা যাচ্ছে সেখানে। এখনও অল্প অল্প রক্ত গড়াচ্ছে। বড়জোর দুই কি তিন মিনিট আগে হত্যা করা হয়েছে ফরহাদকে।

ছয়

নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল মাসুদ রানা। চোখের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে তরতাজা ফরহাদ, তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে ফ্লোর, পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে ও, অথচ বিশ্বাস করতে পারছে না।

নিজেকে সামলে নিতে সময় লাগল রানার। এদিক ওদিক তাকাল বিহ্বল দৃষ্টিতে। একটা চেয়ারের সাথে ঝুলছে ফরহাদের কোট। অন করা টিভি সেটের ওপর রাখা আছে তার দামী হাতঘড়ি। পাশে ওয়ালেট। তিনটে একশো, দুটো পঞ্চাশ এবং তিনটে পাঁচ ডলারের নোট আছে ওতে। আর আছে কিছু ভিজিটিং কার্ড, এটা ওটা নোট করা কিছু টুকরো কাগজ ইত্যাদি।

পিস্তলটা হোলস্টারেই আছে ফরহাদের। অর্থাৎ একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় মৃত্যুকে বরণ করেছে সে। নক শুনে নিশ্চয়ই ঘাতককে মাসুদ রানা ভেবেছিল, দরজা খোলার আগে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন বোধ করেনি। এবং তার ফল হয়েছে এই। বিষণ্ন চেহারায় মৃতদেহটা দেখল রানা কিছু সময়, তারপর মাথা নাড়ল আপনমনে। মেনে নিতে পারছে না এ মৃত্যু।

কেন এসেছিল ফরহাদ ওর হোটেলে? দরজা বন্ধ করে দিয়ে ভাবল মাসুদ রানা। কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানাতে? কি হতে পারে তা?

পিওতর আরনস্কি কোত্থেকে হেরোইনের সরবরাহ পেয়েছে, সে জায়গা বের করে ফেলেছিল ফরহাদ? কোয়ার্টার পাউণ্ড খাঁটি হেরোইন, কোটি টাকার ওপর যার মূল্য। যারা তা আরনস্কিকে সরবরাহ করেছে, তার আকস্মিক মৃত্যুর খবর পেয়ে তারা নিশ্চই ওই জিনিসের সন্ধান বের করার জন্যে হন্যে হয়ে উঠেছিল। এত দামী মুফতের মাল কে ছাড়ে?

জায়গায় জায়গায় নিজেদের চর বসিয়ে রেখেছিল তারা। তাদেরই কেউ সনাক্ত করে ফেলেছে ফরহাদকে। ভুল জায়গায় ভুল প্রশ্ন করতে গিয়ে ফেঁসে গেছে ফরহাদ। জীবন দিয়ে তাকে সে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হলো। প্রশ্নকারীকে অনুসরণ করে মাসুদ রানার হোটেল রুম পর্যন্ত পৌঁছে গেছে অচেনা আততায়ী। নাকি আর কিছু?

ডেস্ক ক্লার্কের কথা ভাবল মাসুদ রানা। বেরিয়ে যাওয়ার সময় ও যখন তাকে ফরহাদের বর্ণনা-নাম ইত্যাদি জানিয়ে বলে গিয়েছিল, সে এলে চাবিটা তাকে দিতে, কেউ কি তা শুনে ফেলেছে? এদিক ওদিক তাকিয়ে অনুমান করার চেষ্টা করল রানা, ঠিক কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে গুলিটা খেয়েছে ফরহাদ।

মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ও। রক্ত বাঁচিয়ে সাবধানে, আলতো করে মাথাটা উঁচু করল তার। হ্যাঁ, পিছন দিয়ে বেরিয়ে গেছে বুলেট। পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। চোখ দিয়ে ঢুকেছে ওটা। যদি দাঁড়ানো অবস্থায়ই গুলি খেয়ে থাকে ফরহাদ, তাহলে নিশ্চয়ই···ভাবতে ভাবতেই উইণ্ডোসিল ও দেয়ালের মাঝখানের ছিদ্রটা দেখতে পেল। সদ্য তৈরি হয়েছে ছিদ্রটা। পায়ে পায়ে সেদিকে এগোল ও।

কাছে গিয়ে অবাক হলো মাসুদ রানা। প্রায় চার ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে আটকে আছে বুলেট। হাই ভেলোসিটি, ভাবল ও, নিশ্চয়ই পয়েন্ট টুটু হবে।

ফোনের রিসিভার তুলে নিল রানা। ডায়াল করল রানা এজেন্সির শাখা প্রধান হাবিবের নাম্বারে। 'হাবিব?'

'বলছি,' সতর্ক শোনাল তার কণ্ঠ। এত রাতে বসের ফোন মানেই ঝামেলা, বুঝে নিয়েছে সে মুহূর্তে।

'একটা লণ্ড্রি ভ্যান পাঠাও আমার বর্তমান ঠিকানায়,' দ্রুত, ভাবলেশহীন কণ্ঠে বলল রানা।

আঁতকে উঠল হাবিব। তার নিঃশ্বাস আটকে যাওয়ার শব্দ শুনল ও। 'লণ্ড্রি ভ্যান! ইন্নালিল্লা! কে?'

'ফরহাদ। কুইক! আমার রুমে খুন করা হয়েছে ওকে।'

'আপনি? আপনার…

'না, আমার কিছু হয়নি। বাইরে ছিলাম।'

'হায় খোদা!'

'ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি দিয়ে এসো। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি।' কিছু ভাবল মাসুদ রানা। 'এ ধরনের কাজে পয়েন্ট টুটু কে ব্যবহার করে বলতে পারো?'

'বোধহয় পারি,' গম্ভীর হয়ে গেল হাবিব।

'কে?'

'নাইজার হপস।'

'কেজিবি?'

'জ্বি। সব সময় ওই অস্ত্র ব্যবহার করে সে। তিন বছর আগে কানাডা থেকে দেশে ফিরে যায় হপস, কিন্তু বেশিদিন থাকেনি ওখানে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস মোচন করল রানা। 'বুঝলাম।'

'এ দেশের কোথাও এসে আত্মগোপন করে ছিল সে সঠিক কাজ এবং সময়ের অপেক্ষায়। মনে হয় এতদিনে কাজ পেয়েছে। পয়েন্ট টুটু

ম্যাগনাম পিস্তল ওর পছন্দের অস্ত্র, মাসুদ ভাই। এক্সপার্ট মার্কসম্যান। সাবধান! ও হচ্ছে অ্যাসাসিন টাইপের। পিওতরের সবচে' ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দু'জনে একসঙ্গে কাজ করত।'

'বুঝেছি। ফরহাদ আমার কাছে কেন এসেছিল জানো?'

'জ্বি। ও গিয়েছিল এক নারকোটিক ডিলারের কথা আপনাকে জানাতে। উপযুক্ত মূল্য পেলে সে নাকি পিওতরের ওই চালান কে দিয়েছে তা বলতে রাজি হয়েছিল। সে নিজেও ওই ব্যবসায় জড়িত, ক্যানাল স্ট্রীটে।'

'হুঁম!' আনমনে থুতনি ডলল মাসুদ রানা। 'গেল তাহলে সোর্সটা ছুটে?'

'না, মাসুদ ভাই। লোকটাকে আমি চিনি।'

'ঠিক আছে। একে আগে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করো। তারপর লোকটাকে খবর দাও।'

'আমি এখুনি আসছি, মাসুদ ভাই।'

'রুম নাম্বার সিক্স ও সিক্স।'

এক ঘণ্টা পর সালেম ত্যাগ করল মাসুদ রানা। তার আগেই ফরহাদের মৃতদেহ নিয়ে চলে গেছে হাবিব। দেয়ালের গর্ত থেকে বুলেটটাও বের করে নিয়ে গেছে সে। নিশ্চিত হতে হবে ওটা কিসের। একটা ট্যাক্সি ডাকল রানা, ড্রাইভারকে লিলি টরনির ঠিকানা জানিয়ে উঠে পড়ল।

নিউ জার্সি টার্নপাইক, লিঙ্কন টানেল হয়ে ডানে বাঁক নিল ট্যাক্সি, ফর্টি সিক্সথ অ্যাভিনিউতে এসে পড়ল। তারপর এইটথ অ্যাভিনিউ। অ্যাপার্টমেন্টের বিশালদেহী বৃদ্ধ ডোরম্যান মৃদু নড করল রানাকে। লোকটা আইরিশ। গত কয়েকদিনে তিনবার ওকে আসতে দেখেছে সে

লিলির কাছে। চেনা মুখ।

'লিলি আছে?' জানতে চাইল মাসুদ রানা।

'আছেন, স্যার।'

'অপরিচিত কেউ খোঁজ-খবর জানতে চেয়েছে লিলির?'

ইউনিফর্মের নিচে প্রশস্ত কাঁধ উঁচু হলো আইরিশের। ঠোঁট গোল করে ভাবল এক মুহূর্ত। 'শিওর হয়ে বলতে পারছি না, স্যার।'

'শিওর হওয়ার প্রয়োজন নেই।'

আবার একটু ভাবল লোকটা। 'আজ একজন এসেছিল।'

'কে?'

'চিনি না। আগে দেখিনি কখনও।'

'লিলির খোঁজ জানতে চেয়েছে?'

'না। স্ট্রীট নাম্বার।' কাঁধ ঝাঁকাল। 'আজব কাণ্ড।'

'আজব কেন?' চোখ কুঁচকে উঠল মাসুদ রানার।

'এই শহরে ক্যাব ড্রাইভাররা সব রাস্তা, ফ্ল্যাট, বাড়ি খুব ভাল চেনে। যাত্রীদের তারাই জায়গায় পৌঁছে দেয়। এখানে কেউ রাস্তার নাম্বার খোঁজে না।'

তাই তো! ভাবল রানা। 'তারপর?'

'পরে আরও একবার এসেছে সে।'

মাথার মধ্যে সতর্ক সঙ্কেত বেজে উঠল ওর। 'আবার?'

'হ্যাঁ।'

'ক্যাবে?'

'প্রথমবার ক্যাবে। পরেরবার এক ব্লু সেডানে।'

'তাকে আবার দেখলে চিনতে পারবেন?'

'না, স্যার। আমি ভালমত তাকাইনি লোকটার দিকে। তাছাড়া

টিনটেড কাঁচ সামান্য নামিয়ে কথা বলছিল সে।'

'অর্থাৎ নিজের চেহারা দেখাতে চায়নি?' যেন নিজেকেই প্রশ্ন করল রানা।

থমকাল আইরিশ। 'এ ভাবে তো ভেবে দেখিনি!'

'শেষবার কখন এসেছিল লোকটা?'

'এই তো, আধ ঘণ্টা আগে।'

দশ ডলারের একটা নোট ডোরম্যানের হাতে গুঁজে দিল রানা। 'এবার একটু কড়া নজর রাখবেন এ ধরনের অস্বাভাবিক ঘটনার ওপর। আমি লিলির ফ্ল্যাটে আছি, কিছু ঘটলে সাথে সাথে জানাবেন। অপরিচিত কাউকে ঢুকতে দেবেন না। অল রাইট?'

'অল রাইট, স্যার।' নোটটা পকেটে রেখে হাসল ডোরম্যান।

'আর এই ধরনের আজব প্রশ্ন কেউ এসে করলে তার চেহারাটা ভাল করে দেখে রাখতে ভুলবেন না।'

জোরে জোরে মাথা নাড়ল আইরিশ। 'ভুলব না। আপনি কোন সমস্যার কথা ভাবছেন, স্যার?'

'সমস্যা ছাড়া আছে কি দুনিয়ায়?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

বিজ্ঞের মত মাথা দোলাল আইরিশ। 'তা বটে, তা বটে। আপনার যদি প্রয়োজন হয়, আমাকে বলবেন, স্যার। আমার দুই শিষ্য আছে। একজন থাকে পাশের বিল্ডিঙে, অন্যজন বড় রাস্তার ওপারে। দুটোই মারামারিতে ওস্তাদ। ওদের ডেকে নিয়ে আসব আমি যদি আপনি বলেন।'

লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল মাসুদ রানা। 'ধন্যবাদ, ম্যান। কথাটা মনে থাকবে আমার।' দেয়ালে বসানো লিলির নাম লেখা ডোরবেলে চাপ দিল ও। একটু পর কয়েকটা 'ক্লিক' 'ক্লিক' আওয়াজ

উঠল, তারপর বেজে উঠল বাযার। খুলে গেল স্বয়ংক্রিয় দরজা।

ওপরে এসে লিলির দরজায় নক করল রানা। প্রায় সাথে সাথে ভেতর থেকে চেইনের মৃদু 'ঝন' আওয়াজ উঠল, খুলে গেল দরজা। রানাকে দেখে বিস্ময় ফুটল লিলি টরনির চেহারায়। 'কি ব্যাপার, মিস্টার রানা!'

'দুঃখিত। এত রাতে বিরক্ত করতে হলো।'

ওর হাত ধরে টান দিল মেয়েটি। 'ভেতরে আসুন।'

চলে এল রানা। 'ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?'

'না। ছবি দেখছি। কিন্তু আপনার ব্যাপার কি? এত রাতে কোত্থেকে? চেহারা শুকনো লাগছে কেন?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। দম নিতে দিন। বলছি ধীরেসুস্থে।'

'ড্রিঙ্কস?'

'না, ধন্যবাদ। আপনিও বসুন, জরুরী কথা আছে।'

বসল লিলি ওর পাশে। মুখ শুকিয়ে গেছে। 'কি হয়েছে?'

'আমার ধারণা, আপনার ওপর আঘাত আসতে যাচ্ছে,' বলল মাসুদ রানা। 'অথবা কিডন্যাপও করা হতে পারে আপনাকে।'

সুন্দর, মসৃণ কপালে ভাঁজ পড়ল লিলির। 'আমার ওপর? কেন, আমি কার কাছে কি অপরাধ করেছি?'

'অপরাধ একটাই, স্বপনকে আপনি ভালবাসেন।'

চুপ করে থাকল লিলি টরনি। চিন্তিত।

'কাজেই এ বাড়িতে অরক্ষিত অবস্থায় আর থাকা চলবে না আপনার। কোন ঝুঁকি নিতে চাই না আমি।'

'তাহলে এখন কি করতে বলেন আমাকে?'

'আমার সাথে আর কোথাও যেতে হবে। নিরাপদ জায়গা। আমি না

থাকলেও কেউ যেখানে আপনার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।'

একটু ভাবল লিলি। 'হঠাৎ কি এমন হলো, আমি জানতে পারি না? অবশ্য যদি বলতে না চান...

'না শোনাই ভাল,' বলল রানা। ' এ সব বিষয়ে যত কম জানবেন, ততই নিরাপদ থাকবেন।'

'ঠিক আছে। এখন তাহলে কি করব আমি?'

'ঝটপট একটা ব্যাগ গুছিয়ে তৈরি হয়ে নিন। এখনই বেরিয়ে পড়তে হবে।'

'আচ্ছা।' কথা না বাড়িয়ে নিজের বেডরুমে চলে গেল মেয়েটি। এক সুটকেসে একান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ভরে কাপড় পাল্টাল। তারপর বসল এসে রানার পাশে। 'আমি তৈরি।'

'একটু অপেক্ষা করুন।' আসন ছেড়ে বিল্ডিঙের সামনের দিকের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মাসুদ রানা। 'লিলি, ঘরের আলো অফ করে দিন।'

'কেন?'

'আহ্! কথা বাড়াবেন না।'

দ্রুত নির্দেশটা পালন করল সে। তারপর রানার পাশে এসে দাঁড়াল। 'কি করতে চাইছেন?'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। জানালার পর্দা সামান্য সরিয়ে উঁকি দিল নিচে। গেটে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী ডোরম্যান। বিল্ডিঙের সামনে দিয়ে যত গাড়ি আসা-যাওয়া করছে, সবগুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ডলার দশটা হালাল করে নিতে চাইছে। আস্তে করে পর্দা ছেড়ে দিল রানা। ঘুরে দাঁড়াল।

'কি দেখলেন?' জানতে চাইল লিলি টরনি।

'আমাদের জন্যে সামনে কোন অভ্যর্থনা কমিটি অপেক্ষা করছে কি না,' চিন্তিত গলায় বলল মাসুদ রানা।

কেঁপে গেল মেয়েটির কণ্ঠ। 'তা কেন ভাবছেন?'

'কেউ যদি ভাবতে বাধ্য করে, কি করি?'

'মানে? বুঝলাম না।'

'বোঝাচ্ছি।' ডোরম্যানের কাছে অপরিচিত একজনের স্ট্রীট নাম্বার খোঁজা এবং ডোরম্যানের সন্দেহের কথা জানাল রানা লিলিকে।

'অ্যাঁ?' চমকে উঠল সে। 'এই কাণ্ড ঘটেছে?'

'হ্যাঁ। এবার চলুন, কেটে পড়া যাক।' লিলির সুটকেসটা ওর আপত্তি সত্ত্বেও তুলে নিল মাসুদ রানা। 'এগোন।'

ওদের দু'জনকে বেরিয়ে আসতে দেখে বিস্মিত হলো আইরিশ। 'কোথাও চললেন, স্যার?' জিজ্ঞেস করল সে রানাকে।

'হ্যাঁ। কয়েকদিন অন্যখানে থাকবেন লেডি,' লিলিকে দেখাল সে।

'ওহ্, আচ্ছা। ইয়ে, সেই লোক আবার এসেছিল, স্যার।'

থেমে পড়ল রানা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ডোরম্যানের দিকে।

'এইমাত্র সামনে দিয়ে গেল সে। সেই একই গাড়ি। এই যে,' এক টুকরো কাগজ বাড়িয়ে ধরল। 'নাম্বারটা টুকে রেখেছি আমি। গাড়িটা শেভি। গত বছরের মডেল। ডার্ক ব্লু সেডান। সেম কার।'

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।' দেয়ালে ঝোলানো বিল্ডিঙের সার্ভিসম্যানদের ফোন সেটটা দেখাল ও। 'একটা ফোন করতে পারি আপনার সেট থেকে?'

'নিশ্চয়ই! করুন না।'

বি. সি. আই. স্টেশন চীফ আসাদুল হকের নম্বর ঘোরাল রানা। তাকে ডোরম্যানের দেয়া নাম্বারটা দিয়ে গাড়িটার মালিক কে, তা

জানাবার অনুরোধ করল। দশ মিনিট পর রিংব্যাক করল আসাদ। জানাল, ফিফটি ফার্স্ট স্ট্রীটের সারফ্রিট কর্পোরেশন নামের এক কার রেন্টাল সার্ভিসের গাড়ি ওই সেডান। ওদের সাথে কথা বলেছে আসাদ।

তারা জানিয়েছে, দুইদিন আগে জন ক্লার্ক নামে এক লোক ভাড়া নিয়েছে ওটা। জন ক্লার্কের ঠিকানা বাফেলো, নিউ ইয়র্ক।

'বুঝলাম,' বলল মাসুদ রানা।

'এখন কি করতে চান, রানা ভাই?'

'একটু দ্রুত নড়াচড়া করতে হবে আর কি।'

'তার মানে সময় ফুরিয়ে আসছে?'

'ওই জিনিস আদৌ আছে কি না, তাই তো জানি না।'

রিসিভার রেখে কিছু ভাবল মাসুদ রানা। ডোরম্যানের দিকে ফিরল। 'ব্যাক এক্সিট দিয়ে বেরিয়ে যেতে চাই আমরা।'

'আসুন। আমি দেখিয়ে দিচ্ছি পথ।'

লবির পিছন দিকে নিয়ে এল ওদের আইরিশ। ফায়ার ডোর দিয়ে বেরিয়ে বিল্ডিঙের সার্ভিস রুমের সামনের খোলা চত্বরে এসে পড়ল। চত্বরের শেষ প্রান্তে আরেক স্টীলের ফায়ার ডোর অতিক্রম করল ওরা। সব ইমার্জেন্সি দরজার মত এটাও বাইরের দিকে খোলে। দরজা খুলে বাইরেটা দেখে নিল আইরিশ উঁকি দিয়ে। তারপর হাসিমুখে রানার দিকে তাকাল। 'চলে আসুন, স্যার,' বলে ওদের সুবিধের জন্যে একটু সরে দাঁড়াল।

পায়ের কাছে রাখা লিলির সুটকেসটা তোলার জন্যে ঝুঁকল মাসুদ রানা, এই সময় ঘটল ব্যাপারটা। কিছু একটা 'ঠক' করে এসে লাগল ডোরম্যানের কপালে, সঙ্গে সঙ্গে চোখ কপালে উঠল তার। গুঙিয়ে উঠে এক পা পিছিয়ে এল সে, বাঁ হাত তুলে আঘাত পাওয়া জায়গাটা স্পর্শ

করতে গেল। কিন্তু সময় পেল না। জ্ঞান হারিয়ে হুড়মুড় করে আছড়ে পড়ল বিশালদেহী আইরিশ। স্প্রিঙের চাপে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল আপনা আপনি।

তবে পুরোপুরি নয়, ডোরম্যানের একটা জুতো কয়েক ইঞ্চি বাইরে রয়ে গেছে, ফলে সামান্য একটু ফাঁক থেকে গেল। লিলিকে ত্বরিত এক ধাক্কা মেরে সামনে থেকে সরিয়ে দিল মাসুদ রানা, নিজেও বসে পড়ল ঝপ্ করে। হাত বাড়িয়ে অজ্ঞান ডোরম্যানকে টেনে ভেতরে নিয়ে এল ও, মৃদু শব্দ তুলে লেগে গেল দরজা।

আঘাতটা পরখ করে দেখল মাসুদ রানা। আইরিশের ভাগ্য বলতে হবে, ক্যাপের সামনের স্টীল রিঙে ঘষা খেয়ে বেরিয়ে গেছে ঘাতকের বুলেট। নইলে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু হত তার। তবে একেবারে কম হয়নি চোট, জায়গাটা ফুলে গেছে। কালচে রং ধারণ করতে শুরু করেছে। জ্ঞান ফিরতে কিছু সময় লাগবে তার।

'কি হয়েছে, মিস্টার রানা?' চোখ বড় করে একবার আইরিশ, আরেকবার ওকে দেখছে লিলি। 'পড়ে গেল কেন লোকটা?'

তার কপাল ইঙ্গিত করল মাসুদ রানা। 'গুলি।'

'গুলি!' আঁতকে উঠল মেয়েটি সশব্দে।

'হ্যাঁ, তবে ভয়ের কিছু নেই। ক্যাপটা বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে এ যাত্রা।'

'কিন্তু ওকে কেন...

'ওকে নয়, গুলিটা করা হয়েছে আমাকে লক্ষ্য করে। সামনে থাকলে এতক্ষণে লাশ হয়ে যেতাম আমি।'

'ও মাই গড!' রুদ্ধস্বরে বলল সে।

'তবে সুবিধে একটা হয়েছে এতে আমাদের।'

'কিসের?'

'গুলি যে করেছে, দূর থেকে করেছে, এবং একটা দেহ সে পড়ে যেতে দেখেছে। নিশ্চই সে ভাববে গুলিটা আমাকেই লেগেছে। সে যাক, ওই দরজা বন্ধ করে একে ধরুন এসে। পানি দিতে হবে মাথায়।'

পনেরো মিনিট পর সামান্য নড়ে উঠল আইরিশ। গুঙিয়ে উঠল। হাত তুলে ব্যথা পাওয়া জায়গাটা ডলতে লাগল আস্তে আস্তে। চোখ সামান্য মেলেই বুজে ফেলল আবার শক্ত করে। তার কাঁধ ধরে মৃদু ঝাঁকি দিল রানা। 'শুনতে পাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ,' কোনমতে বলল আইরিশ। 'কি···কি ঘটেছিল?'

'এখন থাক, পরে বলব সে সব।'

'কে আঘাত করেছে আমাকে, তার নামটা বলুন দয়া করে।'

'আপনি খুব ভাগ্যবান,' বলল রানা। 'আরেকটু হলে মৃত্যু হত আপনার।'

মাথা দোলাল ডোরম্যান। 'তাহলে ভাগ্যবান। কিন্তু যে কাজটা করেছে, তার দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে কষ্ট হচ্ছে আমার।'

হেসে ফেলল মাসুদ রানা। 'আপাতত ভুলে যান ব্যাপারটা। আপনার পকেটে এক হাজার ডলার রেখে দিয়েছি। টাকার কথা ভাবুন, মন ভাল লাগবে।'

'লাগতে শুরু করেছে অলরেডি। বলুন, কি করতে হবে?'

'চুপ করে শুয়ে থাকুন। একটা ফোন করতে যাচ্ছি আমি। তারপর আমরা চলে যাব। কথাবার্তা যা বলার কাল বা পরশু ফিরে এসে বলব। ওকে?'

'ওকে।'

আধ ঘণ্টা পর একটা অ্যাম্বুলেন্স নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল বিল্ডিঙের সামনে। স্ট্রেচারে করে সাদা চাদরমোড়া একটা দীর্ঘ দেহ নিয়ে চলে

গেল ওটা। সঙ্গে গেল ক্রন্দনরত এক মেয়ে।

সাত

ঝম ঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। জানালার কাঁচে বৃষ্টির ছাঁটের আওয়াজ শুনে মনে হচ্ছে যেন কোন হিংস্র জন্তু নখ দিয়ে ক্রমাগত আঁচড়াচ্ছে কাঁচ, ভেঙে ভেতরে ঢুকতে চাইছে। কিছুক্ষণ পর পর থেমে যাচ্ছে ছাঁটের প্রকোপ, তখন মনে হয় ক্লান্ত জন্তুটা জিরিয়ে নিচ্ছে। একটু পর আবার শুরু হচ্ছে আঁচড়ানো।

থেকে থেকে আকাশের বুক চিরে আঁকাবাঁকা সাপের মত ঝলসে উঠছে রূপালী বিদ্যুৎ, সময় নিয়ে গুরুগম্ভীর হাঁক ছাড়ছে আকাশ। গুম্ গুম্ করে কেঁপে উঠছে ধরণী। উত্তাল বাতাসে ফুঁসছে হাডসন নদী। জানালার সামনে নিথর দাঁড়িয়ে আছে মাসুদ রানা। প্রকৃতির রুদ্ররোষ দেখছে। পাশের রূমে ঘুমিয়ে আছে লিলি টরনি। ঘণ্টা খানেক আগে ফিফটি সিক্সথ অ্যাভিনিউর এই ফ্ল্যাটে এসে উঠেছে ওরা। এটা রানা এজেন্সির এক সেফ হাউস।

লিলির অ্যাপার্টমেন্ট হাউস থেকে বেরিয়ে আসার আগে আইরিশ ডোরম্যানকে আঘাতকারী বুলেটের সন্ধান বের করতে সক্ষম হয়েছে মাসুদ রানা। ওটাও ছিল পয়েন্ট টুটু বুলেট—অর্থাৎ নাইজার হপস। এখন নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েছে সে, ভাবছে রানা। কারণ লিলির ওখানে লোকটা

যা করতে চেয়েছে, তাই ঘটেছে। অন্তত তার সেরকমই জানার কথা। সে নিশ্চয়ই দেখেছে, একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে মৃতদেহ নিয়ে গেছে মাসুদ রানার। এখন খুশি হতে বাধা নেই নাইজার হপসের। জানে, পথের সবচেয়ে বড় বাধা উপড়ে ফেলতে পেরেছে সে।

ঠোঁটের কোণে কঠোর এক চিলতে হাসি ফুটল মাসুদ রানার। আসন্ন চমক কি ভাবে সহ্য করো তুমি, দেখব, মনে মনে বলল ও।

ফোনের আচমকা কির কির শব্দে সচেতন হলো রানা। পিছিয়ে গিয়ে খাটের কোণায় বসল। রিসিভার তুলে কানে লাগাল। 'ইয়েস?'

'হাবিব।'

'বলো।'

'আপনার অনুমান সঠিক। ওটা ট্রটু।'

'আর কোন খবর?'

'না, ওকে আমাদের কেউ দেখেনি।'

'ক'জনকে কাজে লাগিয়েছ?'

'চারজন। চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ওরা। আমিও সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখছি। খবর পেলেই জানাব আপনাকে।'

'ওর চেহারার বর্ণনা বের করার চেষ্টা করো। জরুরী।'

'অনেক আগেই শুরু করে দিয়েছি সে কাজ। কিছু পুরনো, বাতিল ট্রিক কাজে লাগাচ্ছি আমি ওর এক-আধজন সঙ্গীকে টোপ গেলাতে। দেখি কি করা যায়।'

'গুড। আর শোনো, অফিশিয়ালি মৃত্যু হয়েছে আমার। সবাইকে সংবাদটা জানিয়ে দাও।'

মৃদু হাসির আওয়াজ শোনা গেল হাবিবের। 'এতক্ষণে সে খবর হজমও হয়ে গেছে অনেকের। জানতে বাকি নেই কারও।'

সন্তুষ্ট হলো মাসুদ রানা। 'ইউরোপে?'

'এখানকার আগেই ওরা জেনেছে।'

'ধন্যবাদ। আশা করছি এবার একটা সূত্র পেয়ে যাব।'

স্বল্প বিরতির পর আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠতে শুরু করল নিউ ইয়র্কের জীবনযন্ত্র। বাড়িঘর, রেস্তোরাঁর রান্নাঘর থেকে মশলার গন্ধ বেরিয়ে ভারি করে তুলতে শুরু করেছে বাতাস। নিউ ইয়র্ক, ভাবল মাসুদ রানা, বিশ্রাম নিতে জানে না। দিন-রাত সারাক্ষণই চলছে সে, কেবলই চলছে।

ফায়ার এস্কেপের সিঁড়ি বেয়ে নিঃশব্দে নেমে এল রানা। আলো এখনও ঠিকমত ফুটতে পারেনি। তারওপর মেঘও আছে আকাশে। পিছনের সার্ভিস গেট দিয়ে বেরিয়ে এল ও, হন হন করে বড় রাস্তায় এসে উঠল। ট্যাক্সি ডেকে সোজা ছুটল হাবিবের ফ্ল্যাটের উদ্দেশে। ওকে দেখে দাঁত বেরিয়ে পড়ল তার। 'পুনর্জন্ম উপলক্ষে অভিনন্দন, মাসুদ ভাই।'

'ধন্যবাদ।'

'আসুন। ভেতরে ছোটখাট একটা পার্টি চলছে।'

ঢুকে পড়ল মাসুদ রানা। খুবই ছোট পার্টি, হাবিবসহ মাত্র দু'জনের। অপরজন বেঁটে, ক্ষীণস্বাস্থ্যের। মুখে অসংখ্য কাটাকুটির দাগ। সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রুমটা। লোকটির সামনে কাঁচের বড় একটা অ্যাশট্রে থেকে প্রায় উপচে পড়ছে ফিল্টার টিপ।

'পরিচয় করিয়ে দেই,' বলল হাবিব। 'এর নাম আর্ল মসকি।' রানার পরিচয় তাকে জানাবার প্রয়োজন বোধ করল না সে। 'পরিচিতরা ডাকে সরীসৃপ বলে। ঠিক না, আর্ল?'

মাথা দোলাল লোকটা। অবাক হলো রানা ওইটুকুন মানুষের মোটা, ভরাট কণ্ঠ শুনে। 'ঠিক বলেছ।'

রানাকে দেখাল হাবিব। 'আমার বন্ধু। নামটা আপাতত জানালাম না। তবে এঁর কথাই বলেছি আমি তোমাকে।'

'আমি জানি এঁর নাম,' হাসি মুখে বলল আর্ল মসকি। 'এর সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি।'

বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হলো রানা। 'কি করে?'

'শুনলেন না, আমার নাম সরীসৃপ? বুকে হেঁটে দুনিয়ার সমস্ত খবর জোগাড় করি আমি।'

বিরক্ত চোখে হাবিবের দিকে তাকাল মাসুদ রানা। বলল, 'এত জরুরী তলব করেছ কেন? কে এই লোক?'

'কাল এর সাথেই কথা হয়েছে ফরহাদের। এই লোক পুশার, মাসুদ ভাই। অনেক বছর ধরে আণ্ডারওয়ার্ল্ডের সাথে যুক্ত, অনেক খবর রাখে।'

'এবং কখনও ধরা পড়িনি,' যোগ করল আর্ল মসকি।

'কেবলমাত্র হেরোইন ডীল করে,' বলল হাবিব। পূলরুম ট্রেড। এটাই ওর পেশা।'

বিড়বিড় করে উঠল মসকি। 'যদিও বড় কিছু নয়।'

'কি বলতে চায় বলতে বলো,' হাবিবকে উদ্দেশ করে বাংলায় বলল মাসুদ রানা।

'বলো,' মসকির দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল ও।

'আমি জানতে পেরেছি পিওতর আরনস্কি কোত্থেকে হেরোইন কিনেছে।'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'বলে যান।'

'তার বাথরুমে ফরহাদ যেটুকু খুঁজে পেয়েছে, তা কিছুই নয়। আসল চালানের সামান্য এক অংশ ছিল ওটা। লোকটা গিয়েছিল পুরো এক কিলো কিনতে। টু পয়েন্ট টু পাউণ্ডস। যার মূল্য প্রতি আউন্স পাঁচশো।'

কয়েক মুহূর্ত তাকে পর্যবেক্ষণ করল রানা। 'আপনি জানেন কিভাবে?'

হাতের আধপোড়া সিগারেট ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ আরেকটা ধরাল আর্ল মসকি। 'র‍্যাকেটে যদি দীর্ঘদিন থাকেন, আপনিও জানতে পারবেন এ জগতের কোথায় কি ঘটছে। এই র‍্যাকেটে আমরা যারা আছি, তারা সবাই সবার বন্ধু।'

'কত বছর আছেন লাইনে?'

'প্রায় তিরিশ বছর।'

'আরনস্কি নিজে গিয়েছিল কিনতে?'

'হ্যাঁ।'

'তাকে কি ভাবে চেনেন?'

'আমাদের ক্রেতা, সেভাবে।'

'কিন্তু সে তো অ্যাডিক্ট নয়। কেন তাহলে হিরোইন কিনবে সে? নিজের জন্যে...'

'ঠিক জানি না। তবে শুনেছি অন্য কারও জন্যে কিনেছে ওগুলো পিওতর।'

'নগদ টাকায় কিনেছে সে হেরোইন?'

'হ্যাঁ। নগদ। বাকিবাট্টার কোন কারবার নেই ওখানে।'

'আরেকটা প্রশ্ন।'

'বলুন।'

'আপনি কেন আমাদের জানাতে এসেছেন এসব?'

'ফরহাদ বলেছে, এ ব্যাপারে কোন তথ্য দিতে পারলে আপনি উপযুক্ত মূল্য দেবেন।'

'ঠিক আছে,' আসন ছাড়ল মসুদ রানা। হাবিবের দিকে তাকাল।

'দেব?' জানতে চাইল সে।

'হ্যাঁ, দিয়ে দাও।'

'কিন্তু যা পেলাম তার তুলনায় আপনার অঙ্কটা একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ, তা হচ্ছে। তবু দিয়ে দাও।'

'আচ্ছা!' খানিকটা যেন হতাশ দেখাল হাবিবকে।

রানা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ডেকে উঠল মসকি, 'আমার টাকা?'

পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তাকে দিল হাবিব। 'সেন্ট্রাল বাস টার্মিনালের ছত্রিশ নম্বর লকারে আছে টাকা। তবে আগে একটা উপদেশ শোনো, ও টাকা এখানে সবার নাকের ডগায় বসে খরচ করতে গিয়ে নিজের বিপদ টেনে এনো না। তোমার গরম সৌভাগ্য অনেকের সহ্য হবে না।'

হাসি ফুটল মসকির মুখে। 'আমাকে এত বেকুব না ভাবলেও পারতে। তবে ধন্যবাদ পরামর্শের জন্যে। আরও কয়েক বছর পৃথিবীর আলো-বাতাস উপভোগ করার ইচ্ছে আছে আমার।'

দুপুরে শেষবারের মত ব্লু রিবনে মিলিত হলো রানা মার্ক বিভানের সাথে। জরুরী তলব করেছে তাকে মাসুদ রানা। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মুখ আরও শুকিয়ে গেছে যুবকের। একেবারে আমসি হয়ে গেছে চেহারা। দুশ্চিন্তায় কাহিল। আলাপের ফাঁকে পর পর দু'কাপ করে কফি পান

করল দু'জনে।

'পিটার সম্পর্কে নতুন কিছু জানা গেল?' জানতে চাইল ও।

'না।' একটু বিরতি। 'ফরহাদের মৃত্যুর জন্যে আমরা দুঃখিত, মিস্টার রানা।'

'বুঝলাম। আরও বড়, অনেক বড় ক্ষতিও হয়ে যেতে পারে যে কোন মুহূর্তে।'

'হ্যাঁ, সবাই খুব ভয়ে ভয়ে আছে। অথচ তেমন কোন সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। ভয় হচ্ছে, শেষ পর্যন্ত আমাদের আগেই কেজিবি না ধরে ফেলে লোকটাকে।'

যে জন্যে ডেকেছে রানা বিভানকে, সে প্রসঙ্গে এল ও। রানার নিচু কণ্ঠের বক্তব্য শেষ হতে দ্রুত একবার মাথা ঝাঁকাল সে। 'যে কোন মুহূর্তের জন্যে প্রস্তুত ওটা। শুধু বলুন, কখন চাই।'

দশ মিনিট পর বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিল মাসুদ রানা, ছুটল সেফ হাউসের উদ্দেশে। দরজায় ওর সাঙ্কেতিক আওয়াজ পেয়ে দরজা খুলল লিলি টরনি। ও ঢুকতেই ফের লাগিয়ে দিল, এঁটে দিল সিকিউরিটি চেইন। 'আপনার কথা ভেবে দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়েছি আমি, মিস্টার রানা।'

'ওতে শুধুই এনার্জির অপচয় করা হবে, লিলি,' অভয়ের হাসি ফোটাবার চেষ্টা করল রানা মুখে। কিন্তু যথোপযুক্ত হলো না। মন-শরীর দুটোই খারাপ হয়ে যাবে, বুঝলেন?'

'একটু আগে কাল রাতে আমার ফ্ল্যাট বিল্ডিঙে যা ঘটে গেল, তার ওপর একটা টিভি রিপোর্টিং দেখলাম।'

'কেমন দেখলেন?' হাসল মাসুদ রানা। 'মারা গেছে কেউ?'

লিলিও হাসল, তবে নিষ্প্রাণ সে হাসি। 'হ্যাঁ, একজন মারা গেছে।

তবে পরিচয় জানা যায়নি, অজ্ঞাত।'

'গুড!'

'পুলিস কেস টেক ওভার করেছে।'

মাথা দোলাল রানা। ওর অনুরোধে মার্ক বিভান এই আই ওয়াশের আয়োজন করেছে। এতে অদৃশ্য আততায়ী হয়তো ধাওয়া করা বাদ দেবে। যদিও সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে রানার।

'মিস্টার রানা,' মৃদু কণ্ঠে বলে উঠল লিলি। 'একটা কথা...'

'আমি জানি কি বলবেন আপনি। দুঃখিত, না। এখনও ট্রেস্ করতে পারিনি স্বপনকে। তবে চেষ্টা চলছে।'

'ওকে যদি মার্টিন হত্যা করে থাকে?'

'প্রশ্নই আসে না!' দৃঢ় স্বরে বলল ও। 'কন্ট্রোল তৈরির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ওর কোন ক্ষতি করবে না সে।' যদিও রানার মন বলল অন্য কথা। কেন করবে না? মনে মনে নিজেকে প্রশ্ন করল ও। স্বপন ভীষণ একগুঁয়ে। ও যদি একবার কোন ব্যাপারে বেঁকে বসে, লাইনে আনা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তখন।

যদি ওরা রানা যেমন অনুমান করছে, সত্যিই হুগোর খপ্পর থেকে বেরিয়ে গিয়ে থাকে, পুরো বিষয়টা যদি এখন পিটার মার্টিনের নিয়ন্ত্রণে থেকে থাকে, এবং জেদ অব্যাহত থাকে স্বপনের, ও কাজটা হয়তো সে-ই করবে এক সময়। তারপর হয়তো বাকি কাজ নিজেই সেরে নেবে।

'আমি এখন কি করব?'

'যা করছেন, এই ঘরে নিজেকে আটকে রাখবেন। জানালার কাছে যাবেন না। তবে ঘাবড়াবেন না, আমার কয়েকজন সহকর্মী পাহারায় রেখে যাব আমি।'

'আপনি কোথাও যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায়?'

'সে আপনার জানার দরকার নেই।'

'কিন্তু আমার চাকরি? আর কতদিন...

'আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই ঘরের বাইরে এক পা-ও রাখবেন না আপনি। অফিসের চিন্তা করবেন না, ওদের যা বলার বলে দেয়া হয়েছে।'

'কবে ফিরছেন আপনি?'

উদাস কণ্ঠে বলল রানা, 'কোন ঠিক নেই। যা যা বলেছি, মনে থাকে যেন। এ লাইনে ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় জীবন দিয়ে, ভুলবেন না।'

সুবোধ বালিকার মত মাথা দোলাল লিলি।

পকেট থেকে অনেকগুলো একশো ডলারের নোট বের করে টেবিলে রাখল মাসুদ রানা। 'এগুলো রাখুন। যখন যা দরকার খরচ করবেন। কিছু কিনতে ইচ্ছে করলে কিনে আনাবেন ঝটপট, মোটেই দ্বিধা করবেন না।'

'সে জন্যে এত!' বিস্ফারিত চোখে নোটগুলো দেখছে লিলি।

'কোন ব্যাপার নয়,' হাসি ফুটল রানার মুখে। 'এ পেশায় আমাদের কাছে সবচে নগণ্য হচ্ছে টাকা। তারপর মানুষের জীবন। রেখে দিন।'

নিউআর্ক এয়ারপোর্ট।

চকচকে চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা এফ-ফিফটি ওয়ান মাসটাং। যে-কোন মুহূর্তে নীলিমায় পাখা মেলার জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

ছোট একটা সুটকেস হাতে গাড়ি থেকে নেমে এল মাসুদ রানা। টার্মিনাল ভবনে ওর অপেক্ষায় ছিল মার্ক বিভান। বেরিয়ে এসে রানার সাথে করমর্দন করল সে। ততক্ষণে স্টার্ট নিয়ে ফেলেছে মাসটাং। বিভানের সাথে সংক্ষিপ্ত আলাপ সেরে ওটার ব্যাক সীটে উঠে বসল রানা। সুটকেসটা আগেই প্লেনে রেখে এসেছে এক সাদা পোশাকের সি.আই.এ গ্রাউণ্ড ক্রু।

দশ মিনিট পর উড়াল দিল বিমান। নাক দক্ষিণ বরাবর। আট হাজার ফুট উঁচু দিয়ে হালকা কুয়াশার পর্দামোড়া নিউ জার্সি অতিক্রম করল। আরও অনেক ওপরে উঠে তীব্র গতিতে ছোটাল ওটাকে পাইলট। আকাশ ফাটানো তার হুঙ্কারে কানে হেডসেট পরে থাকা অবস্থাতেও ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হলো মাসুদ রানার। সাউথ ক্যারোলাইনার চার্লসটনে রিফুয়েলিং করা হলো, তারপর ফের দৌড়।

ঝাড়া এক ঘণ্টা দশ মিনিট আকাশ ভ্রমণের পর ইউ গ্যালির সামান্য দক্ষিণের খুদে এক এয়ারফিল্ডে অবতরণ করল ওরা। বিভানের ব্যবস্থা করা একটা কার রানার জন্যে অপেক্ষা করছিল টার্মিনালের বাইরে। পাইলটকে যে কোন মুহূর্তে আবার যে কোনদিকে ছুটতে হতে পারে বলে সতর্ক করে সেদিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। দশ মিনিট পর শহরে পৌঁছল ও। খুঁজে পেতে পছন্দমত একটা মোটেল বের করল। অনেকটা জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একতলা, 'U' শেপ্ড্ মোটেল। গাড়ি থেকে নেমে এক পা বাড়ালেই সিঁড়ি, তারপর আর দু'পা বাড়ালে রুম। সিঁড়িও 'U' শেপ্ড্, একেবারে একমাথা থেকে আরেক মাথা পর্যন্ত।

সোয়া আটটায় শাওয়ার সেরে নতুন এক সেট কাপড় পরল রানা। বেরিয়ে একটা রেস্টুরেন্টে রাতের খাবার খেলো, তারপর চলল মিডো

লেনের দিকে। বত্রিশ নম্বর বাড়িটা র‍্যাঞ্চ টাইপের, লাল ইঁটের। রাস্তা থেকে বেশ ভেতরে। গাড়ি ঘুরিয়ে ও বাড়ির ড্রাইভওয়েতে উঠে এল মাসুদ রানা। পোর্টিকোয় একটা শেভ্রোলে কনভার্টিবল দাঁড়িয়ে আছে, ওটার পিছনে থামল।

নক করতে হলো না, আগেই খুলে গেল দরজা। বেঁটে, কুমড়োর মত মোটাসোটা এক মানুষ চোখে আগ্রহ নিয়ে দেখছে ওকে। মুখে চওড়া বন্ধুত্বসুলভ হাসি। 'হ্যালো! আমি ভিনসেন্ট স্মল। কোন সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

লোকটার বাড়ানো চর্বির তৈরি বেলুনের মত হাতটা ধরল মাসুদ রানা। 'আমি মরভিন। আমি আমার এক বন্ধুর খোঁজে এসেছি। ভাবলাম আপনি হয়তো কোন সাহায্য করতে পারেন।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'নিউ ইয়র্ক।'

'আসুন, ভেতরে আসুন।' দরজার সামনে থেকে সরে গেল কুমড়ো ওর প্রবেশের সুবিধের জন্যে। হাত ইশারায় পিছনের প্রকাণ্ড লিভিংরুম দেখাল। রুমের দুই দেয়াল ঢাকা পড়ে আছে বুক শেলফে। ও ঢুকতে দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল স্মল। 'এনি ড্রিঙ্ক?'

'আপনার হাতে ওটা কি?'

'বীয়ার।'

'তাহলে বীয়ারই দিন। ধন্যবাদ।'

ফ্রিজ থেকে দুটো ক্যান খুলে নিয়ে এল মোটকু। একটা রানার হাতে ধরিয়ে দিয়ে ওর মুখোমুখি একটা উইকার রকিং চেয়ারে বসল আয়েশ করে।

'বলুন শুনি কি সমস্যা আপনার। কে আপনার বন্ধু?'

'পিটার মার্টিন,' কুমড়োর চোখে চোখ রেখে বলল মাসুদ রানা।

'ওহ্!'

'ওকে আপনি চেনেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! চিনব না মানে?'

মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'আপনারও বন্ধু সে?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, বন্ধু। ওকে খুঁজছেন আপনি?'

'ঠিক ধরেছেন।'

হাসিটা যেন কেমন হয়ে উঠল কুমড়োর। 'কি মুশকিল!' বিড়বিড় করে অনেকটা যেন নিজেকে উদ্দেশ করেই বলল।

'মুশকিল কেন?'

'আমিও তো খুঁজছি ওকে!'

'বুঝলাম না।'

'কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই শহরেই ছিল পিটার মার্টিন। মানে, থাকত আর কি! বাড়ি ছিল ওর কাছেই। খুব নিঃসঙ্গ ছিল বেচারা। ফলে অ্যাকসিডেন্টের পর ওর দেখাশোনা করার তেমন কেউ ছিল না। কেবল আমি আর ক্লড বোস্টার যা একটু খবরাখবর নিতাম ওর।'

'অর্থাৎ আপনারা দু'জনই ছিলেন তার বন্ধু?'

'হ্যাঁ।'

'স্বাভাবিক।'

'জ্বি?'

'পিটার মার্টিন যে ধরনের মানুষ ছিল, যে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে তাকে কাজ করতে হত, তাতে তার বন্ধু বেশি না হওয়ারই কথা।'

'হ্যাঁ,' মাথা দোলাল স্মল। 'ঠিকই বলেছেন।'

'মানুষ কেমন ছিল মার্টিন?'

'বেশ গম্ভীর প্রকৃতির।'

'আর?'

'কথা বলত খুব কম।'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা।

'দশটা প্রশ্ন করলে দুটোর উত্তর দিত।'

'সব সময় একইরকম ছিল সে?'

'হ্যাঁ। পেশা সম্পর্কে মুখ খুলত না কখনও। কখনও শুনিনি আমরা।'

'নিজের কোন বিষয় নিয়েই আপনাদের সামনে মুখ খুলত না পিটার মার্টিন? ব্যক্তিগত বিষয়েও না?'

'না। তবে যখন মর্জি হত, হবি নিয়ে আলোচনা করত, তাও বোস্টারের সাথে, আমার সাথে তেমন একটা না। ওই ওর মিনিয়েচার পার্টস-ফার্টস নিয়ে।'

'আপনারও একই হবি?'

'গুড গড, নো। ওটা আমার পেশা।'

'আই সী!' খালি ক্যান রেখে দিল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল। প্যাকেট কুমড়োর দিকে বাড়িয়ে ধরতে মাথা দোলাল সে, খায় না।

'যখন মুড ভাল থাকত নিজেই সেধে প্রসঙ্গ তুলত। বকবক করত। আবার যেদিন মেজাজ খারাপ থাকত, সেদিন ধরেবেঁধে পেটালেও মুখ দিয়ে আওয়াজ বের হত না পিটারের। অবশ্য তেমন দেখলে আমরাও চাপাচাপি করতাম না। হাজার হোক, একে জ্ঞানী মানুষ, তারওপর খেয়ালী।'

'আপনি ইলেক্ট্রনিকসের ছাত্র ছিলেন?' ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা

'হ্যাঁ,' কুমড়োর মত মাথাটা দোলাল কুমড়ো। 'ব্রমওয়েল ভার্সিটির ছাত্র ছিলাম পিটার আর আমি। একই ভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করি

আমরা। আমি অবশ্য ওর দু'বছরের সিনিয়র ছিলাম। ডরমেটরিতে একই রুমে থাকতাম, সেই সূত্রে ঘনিষ্ঠতা।'

'তারপর?'

'অঙ্কের জাদুকর ছিল পিটার। দিন-রাত পড়া নিয়ে মেতে থাকত, ফলে একবার নার্ভাস ব্রেকডাউনের শিকার হলো।'

'তার ওই অসুখ কতটা মারাত্মক ছিল?'

'খুব একটা নয়।'

'শুধু অতি খাটুনির জন্যেই?'

'হ্যাঁ, বললাম না? গাধার মত খাটত সে। প্রথম প্রথম অবশ্য তেমন কোন অসুবিধে হয়নি। তবে,' থেমে কাঁধ ঝাঁকাল ভিনসেন্ট স্মল, 'সবকিছুরই একটা সীমা থাকে। কিন্তু পিটার তা মানত না। ঘন্টার পর ঘন্টা পড়াশুনা, নির্ঘুম রাত কাটানো, তারওপর একটা পার্ট টাইম চাকরিও করত।' চোখ পাকাল সে। 'বুঝুন তাহ'লে অবস্থাটা!'

'এই ঘটনার পর বদলে যায় পিটার, তাই না?'

'বেশ বদলে যায়। বুঝতে পারে, কোন কিছু নিয়েই বেশি বাড়াবাড়ি করা ঠিক না। কাজের মাঝেই সুযোগ সৃষ্টি করে বিশ্রাম-খাওয়া ইত্যাদির দিকে নজর দিল সে এর পর থেকে। তবে...' থেমে কি যেন ভাবল সে। '...এর পর বেশ অন্তর্মুখী হয়ে পড়ে পিটার। রাজনীতি নিয়েও একটু-আধটু মাথা ঘামাতে দেখেছি তখন ওকে।'

রাজনীতি! ভাবল মাসুদ রানা, নতুন একটা তথ্য পাওয়া গেল তাহলে।

আট

'কোন তন্ত্রে বিশ্বাসী ছিল পিটার?' প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

হাসল স্মল। 'আমি ভাবছিলাম সে প্রশ্নের উত্তর আপনার মুখ থেকে শুনব। আপনিও তার বন্ধু আফটার অল।'

'সরি। বন্ধু ঠিকই, তবে এ বিষয়ে কখনও আলাপ হয়নি আমাদের,' নির্বিকার চেহারায় উত্তর দিল রানা। 'আপনিই বলুন।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা দোলাল কুমড়ো। 'আমার সাথেও হয়নি। তবে ওকে এ বিষয়ে খানিকটা বিভ্রান্ত মনে হত আমার। সমাজতন্ত্র ভাল, নাকি গণতন্ত্র, বুঝে উঠতে পারত না পিটার।'

'ফিলসফিক্যাল ভিউপয়েন্ট?'

'তাও জানি না। মিস্টার মরভিন, আপনি নিশ্চই বাস্তববাদী?'

'সব সময়।'

'আপনার ফিলসফি?'

এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মাসুদ রানা। 'নেই।'

'কেন?' বিস্মিত হলো ভিনসেন্ট স্মল। 'নেই কেন?'

'বাস্তবের সাথে ফিলসফির কোন মিল নেই, তাই।'

চোখ বড় করে হাসি হাসি মুখে তাকাল লোকটা। যেন মজার এক বিতর্ক যুদ্ধে কোণঠাসা করে ফেলেছে সে প্রতিপক্ষকে. এখন কেবল

বিজয় মালা গলায় পরলেই হয়। 'একটা এগজাম্পল দিতে পারেন?'

'একটা কেন, যতগুলো চান দিতে পারি।'

'একটাই দিন দয়া করে।'

'মৃত্যুর পর কোথায় যাবেন আপনি?' হাসল মাসুদ রানা। স্মল কিছু বলার আগেই লেজ জুড়ে দিল প্রশ্নটার সাথে। 'প্রমাণ করুন।'

থতমত খেয়ে গেল কুমড়ো। পরাজয় স্বীকারের ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'পারলাম না। আপনি বলুন।'

দাঁত বেরিয়ে পড়ল ওর। 'ছয় ফুট মাটির নিচে।'

'মিস্টার রানা…ইয়ে, ব্যাপারটা খুবই…

'প্র্যাকটিক্যাল?'

'কিন্তু…

'কখনও কোন শবযাত্রায় গিয়েছেন?'

'হ্যাঁ,' সম্মোহিতের মত মাথা দোলাল কুমড়ো।

'দেখেছেন নিশ্চই মৃতদেহ কোথায় যায়?'

পুরোপুরি হাল ছেড়ে দিল এবার লোকটা। 'না, বাস্তববাদীদের সাথে তর্কে পেরে ওঠা অসম্ভব।'

'নরহত্যা করেছেন কখনও?' আচমকা প্রশ্ন করল মাসুদ রানা।

ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে উঠল তার দু'চোখ। 'নিশ্চই নয়!'

'আমি করেছি'। একে কি বলবেন আপনি?'

বারকয়েক চোখ পিটপিট করল সে। 'কি?'

'বাস্তব বলবেন। সত্যি বলবেন, কারণ ওটা ননসেন্স ফিলসফি নয়। আমি খুন করেছি, এটা হচ্ছে চরম বাস্তব।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল লোকটা। অদ্ভুত চোখে ওকে দেখল। মিস্টার মরভিন, আপনি অদ্ভুত মানুষ, সম্পূর্ণ আলাদা জগতের। আপনার

মত মানুষের সঙ্গে পিটারের বন্ধুত্ব ছিল ভাবতে অবাক লাগে আমার। জানতে পারি আপনাদের দু'জনের পরিচয় কি ভাবে হলো?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা। 'টু টেল ইউ ফ্র্যাঙ্কলি, এখনও হয়নি পরিচয়।'

'আপনাকে রহস্যজনক মনে হচ্ছে আমার।'

'আসলে মোটেই সেরকম কিছু নই আমি। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলেই বুঝতে পারবেন। কিন্তু এ মুহূর্তে সে সময় নেই বলে দুঃখিত। তবে বিষয়টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পিটার মার্টিনকে যে কোন মূল্যে খুঁজে পেতেই হবে আমাকে।'

আপনমনে মাথা দোলাল ভিনসেন্ট স্মল। 'মনে হয় সত্যি কথাই বলছেন আপনি।'

'সাধারণত মিথ্যে বলি না আমি,' বলল রানা হাসিমুখে। 'একটু আগে বলছিলেন আরও অনেকেই পিটার মার্টিনকে খুঁজছে, তাই না?'

'হ্যাঁ। কয়েকজন।'

'নিজেদের পরিচয় দিয়েছে তারা?'

'হ্যাঁ।'

'পুলিস? না কোন গোয়েন্দা সংস্থার?'

'বলতে পারি না।'

কঠোর হয়ে উঠল রানার চাউনি। 'এইমাত্র বললেন...

'মিথ্যে বলিনি। তারা আমার কাছে আসেনি।'

'তাহলে?'

'ক্লড বোস্টারের কাছে গিয়েছে শুনেছি। দু'বার কারা যেন এসেছিল তার কাছে। নিজেদের তারা পিটার মার্টিনের বন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছে, ঠিক আপনার মত। তার এক কোলিগও এসেছিল একবার।'

'আপনি তাহলে মার্টিনের কোন খবরই জানেন না?'

'না। আমি একটা প্রশ্ন করতে পারি এবার?'

মাথা দোলাল মাসুদ রানা, 'মাই প্লেজার।'

'পিটার মার্টিনকে কেন খুঁজছেন আপনি?'

তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের সাহায্যে টোকা মেরে বোঝাতে চাইল মাসুদ রানা। 'টাকার জন্যে।'

'মানে?'

'আমরা তাঁর একটা আবিষ্কার সম্পর্কে খুব আগ্রহী। বেশিরকম আগ্রহী। জবর এক কম্পিটিশনের ব্যাপার, বুঝলেন? অন্য কেউ নাগাল পাওয়ার আগেই তাকে খুঁজে পেতে হবে আমাকে। নইলে চাকরি নট হয়ে যাবে। এই বাজারে একটা চাকরির মূল্য কি, আপনি হয়তো বোঝেন।'

'কি চাকরি করেন আপনি?'

'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেশন বলতে পারেন।'

'এবং খুন-টুনও করেন?'

'নিতান্ত প্রয়োজন হলে।'

'এ ক্ষেত্রেও কি তেমন কিছু করতে হতে পারে?'

'সম্ভাবনা আছে। তবে আপনার বন্ধুর জন্যে শঙ্কিত হবেন না, তিনি খুবই মূল্যবান। তাঁকে হত্যা করতে যাচ্ছে না কেউ। বরং তাঁর নিরাপত্তা বিধান করার জন্যেই তাঁকে প্রয়োজন আমার।'

মাথা ঝাঁকাল স্মল। 'বুঝতে পেরেছি। তার মানে এর মধ্যে রাষ্ট্রীয় ব্যাপার-স্যাপার জড়িত।'

উত্তর দিল না মাসুদ রানা। প্রয়োজন বোধ করল না।

'নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে পারেন?' নড়েচড়ে বসল কুমড়ো।

'আগ্রহী?'

'সব ফিলসফারই তাই।'

'তাহলে সি.আই.এ-র নিউ ইয়র্ক অফিসে ফোন করুন। মার্ক বিভানকে চাইবেন। সে-ই উত্তর দেবে।'

'করব হয়তো,' বিড়বিড় করে বলল ভিনসেন্ট স্মল। 'আপনি আশ্চর্য এক মানুষ বলে মনে হচ্ছে আমার। অদ্ভুত শোনাচ্ছে আপনার কথাবার্তা।'

'ফোন করুন, আর যাই করুন, বিষয়টা নিজের মধ্যেই চেপে রাখুন, মিস্টার স্মল। এ নিয়ে বাইরের কারও সঙ্গে আলোচনা করলে নিজেরই মৃত্যু ডেকে আনবেন আপনি। মনে রাখবেন। এখন যাচ্ছি আমি, পরে আবার যোগাযোগ করব।'

'ঠিক আছে, কাউকে কিছু বলব না। তাছাড়া পিটার মার্টিনের হাওয়া হয়ে যাওয়ার বিষয়টা আমারও যেন কেমন কেমন লাগছে।'

উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। হাত বাড়াল স্মলের দিকে। 'ধন্যবাদ, মিস্টার ভিনসেন্ট। আবার দেখা হবে।'

'আমিও সেরকম আশা করছি।'

'ক্লড বোস্টারকে কোথায় পেতে পারি বলুন তো?'

'নিশ্চয়ই তার দোকানে। দেখুন গিয়ে গবেষণা করছে নিজের আবিষ্কার নিয়ে।' তার দোকানের ঠিকানা জানাল সে মাসুদ রানাকে।

স্মলের ধারণাই ঠিক। বিশ মিনিট পর নিজের মেশিন শপে কর্মব্যস্ত বোস্টারকে দেখতে পেল মাসুদ রানা। ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে কিছু একটা পর্যবেক্ষণ করছে মন দিয়ে। থেকে থেকে মুখ তুলছে, চিন্তিত মুখে মাথা চুলকাচ্ছে। গভীর চিন্তায় মগ্ন।

'ইয়েস?' মাসুদ রানাকে দেখে ঘুরে তাকাল লোকটা।

'ক্লড বোস্টার?'

মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ!'

'আমার নাম মরভিন। ভিনসেন্ট স্মলের ওখান থেকে আসছি। কিছু কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আসুন!' কপালের কুঞ্চন মুছে গেল বোস্টারের। উঠে এল সে আসন ছেড়ে।

ভেতরে এসে দাঁড়াল মাসুদ রানা। ঘরের চারদিকে দ্রুত নজর বুলিয়ে নিল এক পলক। একটা ন্যাকড়ায় হাত মুছতে মুছতে এগিয়ে এল বোস্টার। বলুন!'

'আমি পিটার মার্টিনকে খুঁজছি।'

বোস্টারের মুখের ওপর দিয়ে চকিতে একটা ছায়া খেলে গেল। ওকে আরেকবার দেখল সে ভাল করে। 'আচ্ছা!'

'আমি শুনেছি তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল আপনার। ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিল, ঠিক না?'

'ঠিক।'

'আমি তার খোঁজে এসেছি।'

'কোত্থেকে এসেছেন?'

'নিউ ইয়র্ক।'

'আমি কি ভাবে সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

'পিটার মার্টিন বর্তমানে কোথায় আছে তা জানিয়ে।'

'এ কাজে আপনাকে কে নিয়োগ করেছে জানতে পারি?' সন্দিগ্ধ চোখে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল বোস্টার।

ভিনসেন্ট স্মলকে যা বলেছিল, সেই একই কাহিনী একেও বলল মাসুদ রানা। কিন্তু পুরোটা সে বিশ্বাস করেছে বলে মনে হলো না মুখ

দেখে।

'কিন্তু আপনি তো স্মলের মুখেই শুনেছেন সে নেই। উধাও হয়ে গেছে। বলেনি সে কথাটা?'

'বলেছে,' মাথা ঝাঁকাল মাসুদ রানা। 'কিন্তু পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি আমি, বুঝলেন?'

'কেন পারেননি?'

'কারণ পিটার মার্টিনের মত মানুষ উধাও হয়ে যেতে পারে না।'

'কিন্তু তাই হয়েছে,' রাগ রাগ গলায় বলল বোস্টার।

'কতদিন থেকে চেনেন তাকে আপনি?' পায়ের ওপর পা তুলে বসল মাসুদ রানা। সিগারেট ধরাল।

'বহু বছর থেকে, মিস্টার মরভিন। আমরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম। যতটা না সামাজিক, তারচে' বেশি ঘনিষ্ঠতা ঘটেছে দু'জনের টেকনিক্যাল ভিউ পয়েন্টের মিল বেশি ছিল বলে। পিটার আর আমার লাইন ছিল এক। আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমাদের হবি ছিল...'

'শুনেছি। ইলেক্ট্রনিকস।'

মাথা দোলাল বোস্টার। 'তার বেলায় ওটা হবি ছিল বটে, তবে আমার বেলায় ছিল পেশা।'

'আচ্ছা!' লোকটাকে উৎসাহ দিল মাসুদ রানা।

'বর্তমানের এঞ্জিনিয়ারিং উৎকর্ষতার যুগে সব ধরনের ডিভাইস মিনিয়েচারাইজেশনের ধুম পড়েছে, তাই নিয়ে কাজ করছি আমরা। মানে করেছি। অবশ্য পিটার এ লাইনে আমার থেকে অনেক এগিয়ে আছে, স্বীকার করতেই হবে। ও অনেক ওস্তাদ এ বিষয়ে।'

'কত ওস্তাদ?'

'সম্ভবত বর্তমান যুগের সবার সেরা। এমন এক পাওয়ার ইউনিট

উদ্ভাবন সে করেছে, যার সাহায্যে অনেক কিছু ঘটানো যায় দূর থেকে। পুরো একটা বাড়ি ভস্ম করে দেয়া যায়।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু কার অ্যাক্সিডেন্টের পর বেচারা কেমন যেন হয়ে গেল।'

'কেমন?'

'প্রথমে কিছু বোঝা যায়নি আসলে। মনে হয়েছিল যেন কিছুই হয়নি। ও যখন ক্লিনিক থেকে বাসায় এল, মনে হয়েছে সবকিছুই বুঝি ঠিক আছে। পুরো সুস্থ হয়ে গেছে পিটার। কিন্তু হঠাৎ সব বদলে যেতে আরম্ভ করল।'

'কি ভাবে?'

অধৈর্যের মত ভঙ্গি করল লোকটা। 'নির্দিষ্ট কোনভাবে নয়। প্রথম প্রথম মনে হয়েছে সবকিছু থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে পিটার মার্টিন। নিজের ভেতর নিজেকে গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। এমনকি আমার কাছ থেকেও দূরে সরিয়ে নিতে শুরু করল সে নিজেকে।'

'তারপর?'

'সবচে' আশ্চর্য লাগল ও যখন বাড়ি বেচে দিয়ে হঠাৎ করে গায়েব হয়ে গেল। তারপর থেকে আর আমার সাথে যোগাযোগ করেনি পিটার মার্টিন। কোথায় যে গেল, কে জানে!'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল মাসুদ রানা। ভাবছে। 'আপনার সাথে কখনও রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেছে পিটার মার্টিন?'

দ্রুত মাথা নাড়ল ক্লড বোস্টার। 'কখ্খনো না। ওই বিষয়টা তাকে কখনও ভাবাত বলে মনে হয় না আমার।'

'আচ্ছা!'

'তবে একটা কথা, অ্যাক্সিডেন্টের পর এখানে যে ক'দিন ছিল

মার্টিন, তার মাঝে কয়েকবারই হঠাৎ হঠাৎ কোথায় যেন চলে যেত সে। ফিরত তিন দিন পর।'

'কোথায় যেত কেউ জানে না?'

হতাশ হওয়ার ভঙ্গি করল বোস্টার। 'নাহ্!'

কপাল চুলকাল মাসুদ রানা। চিন্তিত।

'আপনি যদি ওর ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করেন,মনে হয় কিছু না কিছু তথ্য পেয়ে যাবেন।'

'ঠিক। কোথায় পাব তাঁকে? কি নাম?'

'কার্লসন। ডক্টর জর্জ কার্লসন। ভিক্টোরিয়া সুপার মার্কেটে ক্লিনিক তার,' বলেই হাতঘড়ি দেখল সে। 'এখন হয়তো পাবেন তাকে। না সকালে পাবেন।'

'অল রাইট।' দ্রুত দরজার দিকে পা বাড়াল মাসুদ রানা। বোস্টার এলো পিছন পিছন। দরজা খুলে দিল। খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল রানা। লাইটার জ্বালানো অবস্থায় কিছু বলতে গেল লোকটার উদ্দেশে। এই সময় প্রচণ্ড 'কড়াক!' শব্দে কানের পর্দা মনে হলো ফেটেই গেল ওর। ডান হাতে বোস্টারকে সজোরে এক ধাক্কা দিল মাসুদ রানা, ছিটকে পড়ল লোকটা করিডরে। 'আলো নিভিয়ে দিন জলদি।' চাপা কণ্ঠে নির্দেশ দিল ও।

এক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে পড়ে থাকল লোকটা, তারপর হাঁচড়ে-পাঁচড়ে উঠে পড়ল, পরক্ষণে অন্ধকারে ডুবে গেল করিডর ও লিভিংরুম। ওদিকে আগেই ওয়ালথার হাতে প্রস্তুত হয়ে গেছে মাসুদ রানা। অনুমান করে নিয়েছে কোনদিক থেকে এসেছে বুলেট। রাস্তা থেকে এসেছে, কোন সন্দেহ নেই ওর। মাটিতে বুক দিয়ে শুয়ে আছে রানা, চোখ কুঁচকে চেয়ে আছে সেদিকে। কোথাও কোন নড়াচড়ার আভাস পাওয়া যায় কি

না লক্ষ করছে।

কেউ নেই। অনেকক্ষণ পর নিশ্চিত হলো মাসুদ রানা। সাবধানে উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের ধুলো ঝাড়ল । 'মিস্টার বোস্টার!'

পিছন থেকে কাঁপা গলায় বলে উঠল ক্রড বোস্টার। 'কে!... কে করল গুলি!'

'জানি না। দেখতে পাইনি।'

'চ-চলে গেছে?'

উত্তর দিল না। কাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে গুলি, ভাবছে মাসুদ রানা।

পুলিসের কাহিনী খুব সরলসোজা। গত কয়েক মাসে ক্রড বোস্টারের মেশিন শপে পর পর তিনবার চুরির চেষ্টা হয়েছে, যদিও ব্যর্থ হয়েছে সে সব। কয়েক মাস আগে ক্রড তার নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে পত্রিকায় এক বিবৃতি দেয়ার পর এ সব প্রচেষ্টা চালানো হয়। সর্বশেষ হামলাও যে ওই ধরনেরই কিছু, তাতে কোন সন্দেহ নেই পুলিসের। গুলি করার ঘটনাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বটে, তবু, এর সাথে আর কিছু জড়িত থাকতে পারে বলে তারা মনে করে না।

ঘাতকের ছোঁড়া একটা বুলেট দেয়াল থেকে উদ্ধার করেছে পুলিস। পয়েন্ট থ্রী এইট থেকে ছোঁড়া হয়েছে। ব্যালিস্টিক পরীক্ষার জন্যে জরুরী ব্যবস্থাধীনে ওয়াশিংটন পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে ওটা। এক ইউনিফর্মড পুলিস অফিসারকে নিয়োগ করা হয়েছে বোস্টারের সার্বক্ষণিক দেহরক্ষী হিসেবে।

ফিরে এসে নিজের গাড়িতে উঠল মাসুদ রানা। চিন্তিত। গুলি যদি ওকে লক্ষ্য করেই ছোঁড়া হয়ে থাকে, তাহলে যে করেছে, সে জানে

ওতে মৃত্যু হয়নি মাসুদ রানার। সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে আরেকবার চেষ্টা করবে সে। তাই ঝুঁকি প্রচুর জেনেও নিজেকে খোলামেলা রেখেছে রানা। কারণ ইউ গ্যালি এত ছোট এক শহর যে ইচ্ছে করলেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতে পারবে না ও। পারবে না অপর পক্ষও। যদি সে বা তারা আদতেই মাসুদ রানার পিছু লেগে থাকে।

একটা বুদের সামনে এসে নামল মাসুদ রানা। জায়গাটা খোলামেলা এবং চারদিকে যথেষ্ট আলো আছে। কেউ যদি ওকে অনুসরণ করে এসে থাকে,তাকে বের করে ফেলা খুব একটা কঠিন হবে না ওর পক্ষে। ঢুকে পড়ল রানা ভেতরে, কিন্তু দরজা বন্ধ করল না পুরোপুরি, অতএব আলোও জ্বলল না বুদের। সুবিধেই হলো মাসুদ রানার। বাইরের সবকিছুই দেখতে পাচ্ছে ও, অথচ ওকে খুব কাছ থেকে না তাকালে দেখতে পাবে না কেউ। কায়দাটা ভালই, এর আগে নিউ ইয়র্কে লিলির ব্যাপারেও একই কায়দা অনুসরণ করেছিল ও।

অন্ধকারেই নিউ ইয়র্ক রানা এজেন্সিতে ফোন করল ও। হাবিব ধরল ফোন।

'নাইজার হপস সম্পর্কে আর কিছু জানা গেল?'

'হ্যাঁ। একটা আজব অভ্যেস আছে নাকি ও ব্যাটার।'

'কেমন?'

'জিনিসটা একটা ওষুধই বলা চলে, সাইনাসের রুগীরা ব্যবহার করে। বেনযেড্রিন কম্পাউণ্ড। নোজ ইনহেলার। নাকে ঠেকিয়ে নস্যির মত শ্বাসের সাথে টেনে নিতে হয় ওষুধটা। ভেতরে উত্তেজক কিছু ব্যবহার করে হপস, কিন্তু সেটা যে কি জানা যায়নি এখনও।'

'মরেছি!' আপনমনে বলল মাসুদ রানা।

'জ্বি?'

'এখন নিশ্চই আমেরিকার সমস্ত ড্রাগ স্টোরে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে ওই কম্পাউণ্ড কে কে ব্যবহার করে?' তিক্ত কণ্ঠে বলল ও। 'ওই আইটেমের দৈনিক বিক্রির পরিমাণ কত কে জানে!'

'আমি চেক করে দেখেছি,' বলল হাবিব। 'দৈনিক প্রায় পঞ্চাশ হাজার।'

'ইয়াল্লা!' মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল রানার।

'ঘাবড়াবেন না। আমি সে খোঁজ নিচ্ছি।'

হাবিবকে জরুরী কিছু নির্দেশ দিয়ে ফোন রেখে বেরিয়ে এল রানা। একটা সিগারেট ধরাল বুদের সামনে দাঁড়িয়ে। রাস্তায় কয়েকটা গাড়ি, আর আপনমনে গল্পে মত্ত একজোড়া যুবক যুবতী ছাড়া পুরো এলাকা প্রায় ফাঁকাই বলা চলে। রাস্তার কিনারা ধরে হেঁটে চলেছে জোড়াটা। গাড়িতে ওঠার আগে প্রচুর সময় নষ্ট করল মাসুদ রানা, ঝুঁকি নিয়ে প্রয়োজনের অনেক বেশি সময় নজর বোলাল চারদিকে। নাহ্, শুধু শুধু ভাবছে ও, কারও লক্ষই নেই ওর দিকে। যে যার কাজে ব্যস্ত। মাসুদ রানা একাই কেবল ব্যস্ত অকাজে।

হোটেলে ফিরে এল ও। ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়াল। কাজ রেখে এগিয়ে এল ম্যানেজার। 'বলুন, স্যার?'

'আমি একটা রুম চাই, প্লীজ।'

বিস্ময় ফুটল ছোটখাট মানুষটার চোখেমুখে। 'কিন্তু, স্যার...'

'মানে আরেকটা রুম চাইছি। মোটেলের আরেক মাথায়।'

'ও, তাই বলুন।' মাথা চুলকাল লোকটা। 'স্যার কি সঙ্গী আশা করছেন?'

'না। রুমটা আমি কনফারেন্স রুম হিসেবে ব্যবহার করতে চাই। পরে। ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে আরকি...'

'ও আচ্ছা। ঠিক আছে, স্যার। কিচ্ছু অসুবিধে নেই। আসলে আমাদের হোটেলে আপনার মত কেউ কনফারেন্স করেনি কখনও। আপনিই প্রথম। কনফারেন্স কথাটা শুনে তাই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।'

রেজিস্টার খাতাটা ঘুরিয়ে দিল লোকটা ওর দিকে। 'মাইণ্ড সাইনিং, স্যার?'

সই করল রানা খাতায়। একদিনের অগ্রিম ভাড়া পরিশোধ করল। 'ইয়ে, একটা জরুরী কথা।'

'বলুন, স্যার!'

'রাতে ডেস্ক ডিউটি আপনার?'

'রাইট, স্যার।'

'ভালই হলো। কেউ যদি আমি কোথায় আছি জানতে চায়, তাকে বলবেন এই নতুন রুমে আছি আমি।'

'জ্বি, স্যার?' বুঝতে না পেরে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকল সে।

'রাতে খুব জরুরী কিছু হিসেব নিয়ে বসতে হবে। কাগজপত্র তৈরি করতে হবে কনফারেন্সের জন্যে। এ সময় ডিসটার্ব হলে অসুবিধে হবে আমার।'

'বুঝেছি, স্যার,' বাধা দিয়ে বলে উঠল ম্যানেজার। 'আর বলতে হবে না। চিন্তা করবেন না।'

'গাড়িটা আমি নতুন রুমের সামনেই রাখছি।'

'নিশ্চই, রাখুন।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট, স্যার।'

গাড়ি ঘুরিয়ে নতুন রুম বরাবর ড্রাইভওয়েতে রাখল মাসুদ রানা। রুমে ঢুকল। ভেতরের আলো জেলে রাখল ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট,

তারপর নিভিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এল সন্তর্পণে। দরজা লক করে ছায়ায় ছায়ায় হেঁটে ফিরে এল নিজের রুমে। আলো জ্বালল না রানা, অন্ধকারেই পোশাক বদলে উঠে পড়ল বিছানায়। বালিশে মাথা রাখতেই ক্রুড বোস্টারের মুখটা চোখের সামনে ভেসে উঠল ওর। এতক্ষণে অন্য লাইনে বইতে শুরু করেছে মাসুদ রানার ভাবনা চিন্তা। ওকে তো নিউ ইয়র্কেই 'হত্যা' করা হয়েছে। আবার কেন এখানে সে চেষ্টা করা হবে? কাজেই ওকে নয়, গুলি আসলে ছোঁড়া হয়েছিল বোস্টারকে হত্যার জন্যেই। ভাবল রানা।

কিন্তু কেন? কেন তাকে হত্যা করবে কেউ? কিসের আশায়? কিছু জানে ক্রুড বোস্টার? কি হতে পারে তা? নাকি ওটা কোন সতর্ক সঙ্কেত? ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল মাসুদ রানা। সকাল সাতটায় ঘুম ভাঙল ওর। শাওয়ার শেভ সেরে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল। প্রথমেই কাল রাতে ভাড়া করা রুমটায় এসে ঢুকল রানা। না, এ রুমের কোন কিছু স্পর্শ করেনি কেউ। দরজার ফাঁকে গুঁজে রাখা পিচ্চি কাগজের টুকরোটা জায়গামতই আছে। এত সতর্কতা মাঠে মারা গেল ভেবে একটু খারাপই লাগল।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠল মাসুদ রানা। ইগনিশনে চাবি ঢুকিয়ে স্টার্ট দিতে গিয়েও থেমে গেল শেষ মুহূর্তে। চাবি থেকে হাত সরাল না ও, তবে ওটা ঘোরালও না। চোখ কুঁচকে সামনে তাকিয়ে বসে থাকল। তারপর আস্তে করে হাত সরাল, নেমে এল গাড়ি থেকে। বনেটের ঢাকনা খুলে উঁকি দিল ভেতরে। দু'মিনিট লাগল রানার জিনিসটা আবিষ্কার করতে। সঙ্গে সঙ্গে তলপেটে ভয়ঙ্কর এক ঘুসি খেল ও।

দেখতে ছোট, অথচ ওকে এবং ওর গাড়িটিকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়ার মত যথেষ্ট শক্তিশালী একটা প্লাস্টিক বোমা পাতা আছে ভেতরে।

ট্র্যান্সমিশন হাউজিঙের পিছনে টেপ দিয়ে জোড়া আছে বোমাটা। রানা গাড়ি স্টার্ট দিলে মুহূর্তেই বিস্ফোরিত হত বোমা। তার মানে…তার মানে, কাল রাতে ওকে লক্ষ্য করেই গুলি চালিয়েছিল অজানা আততায়ী?

কয়েক মুহূর্ত মাথা ঘামাল মাসুদ রানা বিষয়টা নিয়ে। এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখল কেউ লক্ষ করছে কি না ওকে। যখন বুঝল করছে না, চট করে টেপ খুলে ফেলল রানা, আলতো করে বোমাটা বের করে আনল। আশ্চর্য! কেউ অনুসরণ করেনি রানাকে গতরাতে, ও নিশ্চিত জানে, অথচ এখান পর্যন্ত ঠিকই পৌঁছেছে ঘাতক। কি করে? উপায় একটাই। নিশ্চই ওর গাড়িতে হোমিং ডিভাইস পাতা হয়েছে।

মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওটাও বের করল মাসুদ রানা। গ্যাস ট্যাঙ্কের নিচে গাড়ির ধাতব দেহে লটকে আছে ওটা— ম্যাগনেটিক। ঠোঁট গোল করে শিস বাজাল মাসুদ রানা। আচ্ছা, তো ইয়ে বাত হ্যায়! হাসল ও যে মানুষটি কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ডিভাইসের গান শুনছে, তার কথা ভেবে। বসে আছে সে কখন গান থেমে যাবে, সেই আশায়। গান থেমে যাওয়া মানেই চিড়িয়া আর গাড়ি উড়ে যাওয়া, সেই অপেক্ষায় আছে সে।

'বসে থাক বাপধন,' লোকটার উদ্দেশে বিড়বিড় করে বলল রানা। 'আজ অন্তত তোমার গান শোনা শেষ হবে না।'

ডিভাইসটা আস্তে করে খসিয়ে ফেলল ও বডি থেকে, ওখানেই ফেলে রাখল গোড়ালি সমান ঘাসের মধ্যে। পড়ে পড়ে গাইবে ওটা, শব্দতরঙ্গে কোন হেরফের ঘটবে না। ফলে শ্রোতা কিছু টেরও পাবে না। ড্রাইভ থেকে পিছিয়ে এল মাসুদ রানা, গাড়ি ছোটাল শহরের দিকে। বোমাটা এ মুহূর্তে শোভা বর্ধন করছে ওর ড্যাশবোর্ডের।

এক মাইল দূরের এক ক্লিনিকে পৌঁছল মাসুদ রানা। ড. জর্জ কার্লসনের ক্লিনিক এটা। ক্লিনিক ভবনটা একতলা, দেখতে ইংরেজি 'টি'র মত। সাদা রং করা ভবন, ছাদ লাল রুফ-টাইলের। রানাকে দেখে মুখ তুলল ডাক্তারের রিসেপশনিস্ট। অল্পবয়সী এক মেয়ে।

'ইয়েস, স্যার?'

'ডক্টরের সাথে দেখা করব,' বলল মাসুদ রানা।

'আপনি রোগী, স্যার?'

'না।'

'ও। অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে আপনার?'

মাথা দোলাল ও এপাশ ওপাশ। 'না।'

চোখ কোঁচকাল মেয়েটি। 'দুঃখিত, স্যার। অ্যাপয়েন...

'ডাক্তারকে বলুন, আমার নাম মরভিন। নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছি।'

'দুঃখিত, স্যার। আমি...' রানার চোখের দিকে তাকিয়ে ভয় পেয়ে গেল রিসেপশনিস্ট, থেমে পড়ল।

'যা বলছি তাই করুন!' ভরাট, কর্তৃত্বপূর্ণ কণ্ঠে বলল মাসুদ রানা।

খানিক দ্বিধা করে মাথা দোলাল মেয়েটি। 'অল রাইট, স্যার।' রিসিভার তুলে ডায়াল করল। দুই একটা বাক্য বিনিময়ের পরই রেখে দিল সে রিসিভার। একটু আগের বিরক্তির চিহ্নমাত্র নেই চেহারায়। 'এক মিনিট অপেক্ষা করুন, স্যার। উনি এখনই আসছেন।'

'ধন্যবাদ।'

পনেরো সেকেণ্ড পর নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে এল ড. কার্লসন। দীর্ঘদেহের অধিকারী মানুষ কার্লসন। স্লিম। ত্রিশের কিছু বেশি হবে বয়স। চমৎকার হাসিখুশি চেহারা। স্যুটের ওপর ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্রন পরে আছে লোকটা। 'হ্যালো!'

ওর নিজের নামে ইস্যু করা সিআইয়ের একটা কার্ড ডাক্তারের চোখের সামনে মেলে ধরল মাসুদ রানা। 'কিছু প্রশ্ন করব আপনাকে।'

'শিওর, মিস্টার রানা। আসুন, আমার চেম্বারে গিয়ে বসা যাক।' ঘুরে দাঁড়াতে গিয়েও রিসেপশনিস্ট মেয়েটির দিকে ফিরল সে। 'রোগী এলে বসতে বোলো। এঁর সাথে কাজ সেরে দেখব আমি।'

'ওকে, স্যার।'

চেম্বারে এসে নিজের ডেস্কে বসল কার্লসন। রানাকে বসতে বলে দু'হাতে মুখ ডলতে লাগল। 'আজ রাতে ঘুমাতেই পারিনি,' বলল সে ক্ষমা প্রার্থনার হাসি হেসে। 'দুটো মেজর অপারেশন করতে হয়েছে পরপর...' থেমে গেল সে। ডেস্কে দুই কনুই রেখে ঝুঁকে বসল। 'বলুন, কি সাহায্য করতে পারি আপনাকে?'

মনে মনে বক্তব্য গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুলল মাসুদ রানা। 'আমি পিটার মার্টিনকে খুঁজছি। এক সময় আইসিবিএম প্রজেক্টের চীফ টেকনিশিয়ান ছিল মানুষটা। শুনেছি আপনার রোগী সে।'

'কোন এক সময় ছিল।' চোখ কুঁচকে কি যেন একটু ভাবল কার্লসন। 'তবে অনেকদিন হলো আসে না সে।'

'হঠাৎ করে উধাও হয়ে গেছে মার্টিন। অথচ যে-কোন মূল্যে তাকে খুঁজে পেতেই হবে, এবং খুব দ্রুত।'

ঠোঁট ছুঁচোল করে ওকে দেখল কার্লসন। 'এ ব্যাপারে আমি আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি, মিস্টার রানা?'

'ধরে নিতে পারি, ও কোথায় আছে আপনি জানেন না?'

'ঠিক, জানি না।'

'আচ্ছা। সে কোন্ রোগের রোগী ছিল আপনার, তা নিশ্চয়ই মনে আছে?' ঝুঁকে বসল মাসুদ রানা।

'হ্যাঁ, তা মনে আছে।'

'এই বিষয়েই আমি আপনার সাহায্য চাই, ডক।'

'বেশ তো, বলুন।'

ক্লড বোস্টারকে যা বলেছিল মাসুদ রানা, ঠিক সেই কথাগুলোই বলল আরেকবার ডাক্তার কার্লসনকে। সব শুনে রিসিভার তুলল সে ইন্টারকমের। 'একটু চেক করে দেখে বলি, কেমন? উত্তর দিতে সুবিধে হবে আমার।'

'গো অ্যাহেড।'

মিনিট দু'য়েক নিজের পি.এস-এর সাথে কথা বলল কার্লসন, তারপর রিসিভার রেখে মুখ তুলল। 'ঠিক আছে, প্রশ্ন করুন এবার।'

'প্রথমে মার্টিনের অ্যাক্সিডেন্টের ব্যাপারে বলুন,' বলল মাসুদ রানা।

'ওটা তেমন মারাত্মক কিছু ছিল না। অন্য কেউ হলে অল্পদিনেই সেরে উঠত। কিন্তু এর বেলায় তেমনটি ঘটেনি, সময় লেগেছে তার সুস্থ হতে। ব্যাপারটা আমাকে অবাক করেছিল।'

'কেন?'

'পেইন লেভেলের যে বিভিন্ন স্তর আছে, জানেন তো?'

'মোটামুটি।'

'মার্টিন তা হাড়ে হাড়ে টের পাইয়েছে আমাকে।'

'বলুন, প্লীজ। শুনি।'

'এই লোকের পেইন লেভেল ছিল খুবই লো। যে ধরনের মানসিক চাপে সাধারণত বেশিরভাগ মানুষ মুষড়ে পড়ে, মার্টিন ছিল সে ব্যাপারে শক্ত পেরেকের মত। কিছুই হত না তার বলতে গেলে। অথচ দৈহিক আঘাতের ব্যাপারে ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। খুব সামান্য আঘাতেই ভয়ানক কাতর হয়ে পড়ত।'

'অ্যাক্সিডেন্টে কতটা জখম হয়েছিল মার্টিন?'

'তেমন না,' মাথা দোলাল কার্লসন। 'সে কথাই তো বলছি। অন্য যে কেউ হলে মাত্র দু'চার দিনেই সামলে উঠতে পারত ধাক্কাটা। কিন্তু মার্টিন তা পারেনি। সুস্থ হতে প্রচুর সময় নিয়েছে।'

'অর্থাৎ তাকে বেশিদিন থাকতে হয়েছে আপনার এখানে?'

'এক সেন্সে, হ্যাঁ।'

'বুঝলাম না।'

'আসলে তাকে সুস্থ করতে গিয়ে অসুস্থ করে তুলি আমি না জেনে।'

চোখ কোঁচকাল মাসুদ রানা। 'কি ভাবে?'

'সাধারণত প্রচণ্ড ব্যথা প্রশমন করতে ডাক্তাররা প্রথমেই রোগীকে মরফিন পুশ করে। পিটার মার্টিনের বেলায়ও তাই করেছি আমি, এবং ফেঁসে গেছি।'

'কেন?'

'কারণ মরফিন পুশ করার পরই আমি টের পাই যে মানুষটা রেয়ার স্পেসিমেনের পর্যায়ে পড়ে। খুবই দ্রুত, যে-কোন কিছুতেই আসক্ত হয়ে পড়ে। রীতিমত ভুগিয়েছে আমাকে মানুষটা। তাকে এই রোগ থেকে মুক্ত করতে জান বেরিয়ে যাওয়ার জোগাড় হয় আমার। যাচ্ছেতাই!'

পাওয়া গেছে! মনে মনে উল্লাস বোধ করল মাসুদ রানা, নতুন আরেকটা তথ্য পাওয়া গেছে। হয়তো এ তথ্য সাহায্য করবে মার্টিনকে খুঁজে বের করতে। মনে হচ্ছে মার্টিন এবং স্বপন, দু'জনের জন্যেই নিউ ইয়র্কে ওই হিরোইন কিনেছিল সালভি ওরফে আরনস্কি। দেখা যাক, এই সূতো ধরে কত পথ যাওয়া যায়।

'নিজের পেশা সম্পর্কে কখনও কিছু বলেছে সে আপনাকে?' প্রশ্ন

করল রানা।

'না,' দ্রুত মাথা দোলাল ডাক্তার। 'কক্ষণও না। পেশার ব্যাপারে কখনোই মুখ খোলেনি।'

'আই সী!'

'কখনও কখনও অবশ্য বিজ্ঞানের অগ্রগতি যে মানুষের প্রচুর ক্ষতিও করছে, সে-সব নিয়ে আফসোস করতে শুনেছি তাকে। বিজ্ঞান মানুষকে যেমন উন্নতি দিয়েছে, তেমনি মানবতার চরম অবমাননাও করছে প্রতিনিয়ত, এই সব নিয়ে দুঃখ করত।' নাকের ডগা চুলকাল কার্লসন। 'মনে হয়েছে ভেতরে কোন অপরাধী মনোভাব কাজ করে মার্টিনের।'

'কেন এরকম মনে হয়েছে আপনার?'

'তার কথাবার্তা শুনে। পৃথিবীকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তা করত মার্টিন। তার ভয়, কোনদিন পৃথিবী নিজেই নিজেকে ধ্বংস করে ফেলবে। এবং সেক্ষেত্রে তারও, খানিকটা হলেও, অবদান থাকবে। কারণ সে নাকি এমন এক ডিভাইস আবিষ্কার করেছে, যা এই গ্রহকে ধ্বংস করতে পুরোপুরি সক্ষম।'

'বাজে কথা!' বলল মাসুদ রানা।

'বাজে কথা?'

'অবশ্যই! গুল মেরেছে ব্যাটা। যে অমন কিছু আবিষ্কার করে, সে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় নাকি, আপনিই বলুন?'

ঝাড়া দশ সেকেণ্ড রানার চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ড. কার্লসন। তারপর বলল, 'তাই? তাহলে লোকটাকে কেন খুঁজছেন আপনি?'

'ল্যাংলি থেকে আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ডুকমেন্টস চুরি গেছে। অনুমান করা হচ্ছে এর সাথে সে জড়িত।'

'খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু?'

ওপর নিচে মাথা দোলাল রানা।

'ও মাই গড!' দু'হাতে কপালের দু'পাশ টিপে ধরল ডাক্তার। 'ওরকম এক অসুস্থ লোকের হাতে...' থেমে গেল ডাক্তার।

অন্যমনস্কের মত আবার মাথা দোলাল রানা।

'পাকড়াও করতে চান তাকে?'

'চাই তো বটেই, কিন্তু পাচ্ছি কোথায়? এসেছিলাম যদি কোন সূত্র পাই আপনার কাছে, ওকে তাড়া করার...

চোখে প্রশ্ন নিয়ে রানাকে দেখছে লোকটা। আরও কিছু শুনে নিতে চায় মুখ খোলার আগে। নিশ্চিত কোন পয়েন্ট।

'মার্টিন পুরোপুরি সুস্থ হয়েছিল ক্লিনিক ত্যাগ করার আগে?'

জিভ বের করে নিচের ঠোঁট ভেজাল ড. কার্লসন। কথা গুছিয়ে নিয়ে মুখ খুলল, 'কোন সন্দেহ নেই তাতে।'

'আচ্ছা, এমন হতে পারে না, এক মাদকাসক্ত সেরে গিয়েও পরে আবার আসক্ত হয়ে উঠল?'

'হ্যাঁ, খুব পারে। সে সম্ভাবনা সব সময়ই থাকে। যেমন একজন ধূমপায়ীর কথাই ধরুন, পুরনো নেশা ছেড়ে অনেকদিন পর কখনও কখনও তাদের কেউ আবার ধরে সিগারেট। তেমনি অ্যালকোহলিকের ব্যাপারেও ঘটে এমন পুনরাবৃত্তি।' চিন্তায় পড়ে গেল ডাক্তার। 'ভাল কথা মনে করেছেন, এ সম্ভাবনার কথা একবারও মনে হয়নি আমার।'

'তাতে দোষের কিছু হয়নি।'

'আলবৎ হয়েছে! আমি ডাক্তার। আপনার আগে আমারই মনে আসা উচিত ছিল বিষয়টা।'

'সে যাক, ইউ গ্যালিতে ড্রাগ ব্যবসা কেমন চলে বলতে পারেন?'

ঠোঁট মুড়ে ভাবল কার্লসন। 'মন্দ নয়। আমি কয়েকজন অ্যাডিক্টের

চিকিৎসা করেছি গত কয়েক বছরে।'

'এসব মাদক আসে কোত্থেকে?'

'আমদানী হয়।'

'হুঁম!' বলে কিছু সময় বসে থাকল রানা চুপ করে। 'তাহলে মার্টিনের আবারও আসক্ত হয়ে পড়ার চান্স আছে বলছেন আপনি?'

মাথা দোলাল জর্জ কার্লসন। 'একশোবার আছে। এটা মারাত্মক এক রোগ, নতুন-পুরনো বলে কথা নেই, যখন-তখন যাকে-তাকে আক্রমণ করে বসতে পারে।'

'অল রাইট, ডক,' আসন ছাড়ল মাসুদ রানা। হাত বাড়িয়ে দিল হ্যাণ্ডশেকের জন্যে। 'আপনার সহযোগিতায় অনেক উপকৃত হলাম। ধন্যবাদ।'

'এ আর এমন কি?'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)